বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

জাতির জনক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

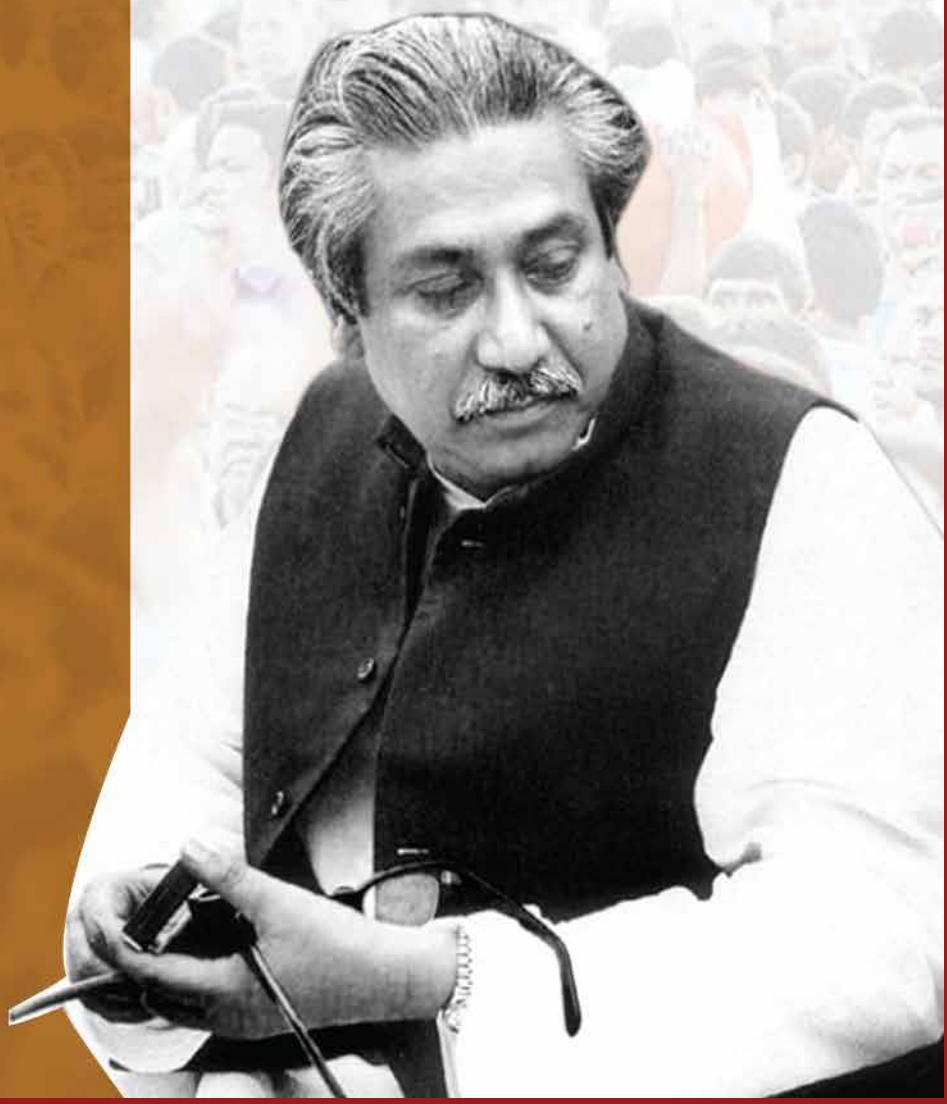

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উদ্যোগ ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জটিল। ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা ডিজিটাইজেশন করার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ইতোমধ্যে অধিকাংশ উপজেলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন, সংরক্ষণ, নতুন আইন ও বিধি প্রণয়ন, প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান যুগোপযোগীকরণের ফলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হয়েছে।

ভূমি সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা সবচেয়ে বেশী। ভূমি ক্রয়-বিক্রয়সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জমির রেকর্ডপত্রাদি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। তাই জনগণ যাতে ভূমি অফিস থেকে সহজে ও কম সময়ে সব সেবা পেতে পারে তা নিশ্চিত করা খুবই জরুরী। আমি আশা করি টেকসই ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় স্বল্প সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় কাঙ্খিত সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।

আমি ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রমের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল হামিদ

২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৫
১৩ ডিসেম্বর ২০১৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ মাঘ ১৪২৫
১৭ জানুয়ারি ২০১৯

বাণী

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও বিদ্যমান ভূমির পরিমাণ বিবেচনায় আধুনিক ও সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ভূমি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান এবং গৃহহীনদের পুনর্বাসনসহ দেশব্যাপী ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ করার মধ্য দিয়ে জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনার গোড়াপত্তন করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের সঙ্গে স্থল সীমানা চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলসমূহ বিনিময় এবং দীর্ঘদিনের সীমানা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করেছে। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারগুলোকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসন করা অব্যাহত রয়েছে। ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করতে হাইটেক পার্ক স্থাপন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য জেলা ও উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। অর্পিত ও পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘদিনের জটিলতা নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম-দখল সংক্রান্ত আইন সংশোধনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমাদের সরকার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং দু'টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। তাছাড়া গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প, ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প এবং ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামক একটি কারিগরি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

'রূপকল্প ২০১১' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি মন্ত্রণালয়ে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবেন- এ আমার প্রত্যাশা।

আমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) রাষ্ট্র দর্শন ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দিন বদলের সনদের মূল লক্ষ্য হ'ল ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশের উন্নয়ন, ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশীল দেশ গঠন। ভূমি মন্ত্রণালয় এ গন্তব্যের অভিযাত্রার সহযাত্রী। ভূমি ব্যবস্থাপনাকে জনকল্যাণমুখী, যুগোপযোগী ও এর আধুনিকায়নে অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও নীতির প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে ৬৪টি জেলার ৪৭৮টি উপজেলায় ভূমি জোনিং ম্যাপ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, ৩০০টি উপজেলায় 'ই-মিউটেশন' কার্যক্রম চালুকরণসহ ডিজিটাল জরিপ চলমান রয়েছে। ভূমিসেবা সহজিকরণে সারাদেশে সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপের ডাটা এন্ট্রি, স্ক্যান ও ভেক্টরাইজেশনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জমির মালিকদের জন্য অনলাইনে খতিয়ান প্রদর্শন এবং সরবরাহের নিমিত্ত সফ্টওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা একটি প্লাটফর্মের আওতায় আনয়নের জন্য Land Information and Services Framework (LISF) প্রণয়ন করা হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নে সমগ্র দেশে শহর, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ, ভূমি সেবার 'ওয়ান-স্টপ সার্ভিস' প্রদানের নিমিত্ত 'ভূমি ভবন কমপ্লেক্স' নির্মাণসহ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ কাজ চলমান রয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য যুগোপযোগী আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি এবং এতদসংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও চলমান আইনের সংস্কার ও নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) এর অনুকূলে প্রতিকী মূল্যে ২৮,৮৯৮ একর অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান এবং ৩,৭৭৭ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করেছে। বিভিন্ন পর্যায়ের ৬৯০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩৫,৫৩৫ একর অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে। দারিদ্র নিরসনে ভূমিহীন, গৃহহীন, বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও অগ্রগতির বাস্তব ধারণা লাভ সম্ভব হবে।

পরিশেষে এ প্রতিবেদন প্রক্রিয়াকরণের সাথে সম্পৃক্তদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি.

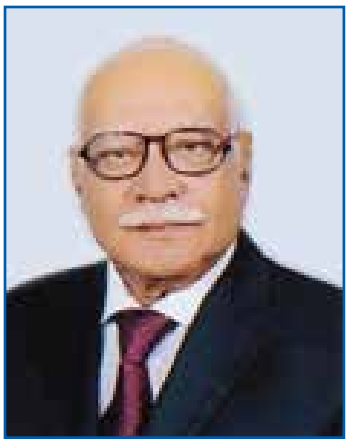

সাবেক মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও বিদ্যমান ভূমির পরিমাণ বিবেচনায় ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ভূমি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 'জাল যার জলা তার' নীতির আলোকে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ অনুযায়ী জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হচ্ছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত সারাদেশে সর্বমোট ৩৯,৭৪৭টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাসজমি বরাদ্দসহ, গুচ্ছগ্রামে গৃহহীনদের পুনর্বাসন করা হয়েছে। গুচ্ছগ্রাম ও চর উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় বরাদ্দকৃত সুবিধাভোগী ভূমিহীনদের জন্য আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য উদ্যোগী হতে আমি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয় আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ কার্যক্রম আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সারাদেশে ১১,৬৯৯টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫০০৭.৩৮৯৮ একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে এবং ২০২১.৯৭১৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে বিতরণ করেছে। তাছাড়া, বেপজা, বেজা, হাইটেক এর স্থাপনা নির্মাণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ১১৪৫৮.৬৬৯৫ একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে।

জনগণের স্বার্থে সরকার স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭ প্রণয়ন করেছে। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে আরও ১৯০৬৪টি গৃহহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৭৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণাধীন রয়েছে।

বর্তমান সরকারের 'রুপকল্প ২০২১' এবং 'রুপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সমন্বয় থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা সকলেই একাগ্রভাবে কাজ করে যাব এবং এটাই আমাদের কর্তব্য বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রণয়নের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শামসুর রহমান শরীফ, এম.পি.

সভাপতি
ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিগত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও বিদ্যমান ভূমির পরিমাণ বিবেচনায় ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ভূমি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 'জাল যার জলা তার' নীতির আলোকে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ অনুযায়ী জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হচ্ছে।

ভূমি মন্ত্রণালয় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সারাদেশে ১১,৬৯৯টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫০০৭.৩৮৯৮ একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে। গুচ্ছগ্রাম ও চর উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় বরাদ্দকৃত সুবিধাভোগী ভূমিহীনদের জন্য আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য উদ্যোগী হতে আমি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানাচ্ছি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনয়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন, সংরক্ষণ, নতুন আইন ও বিধি প্রণয়ন, প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান যুগোপযোগীকরণের ফলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হয়েছে।

বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সমন্বয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। পরিশেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা সকলেই একাগ্রভাবে কাজ করে যাব এবং এটাই আমাদের কর্তব্য বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রণয়নের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ রেজাউল করিম হীরা, এম.পি.

ভারপ্রাপ্ত সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সভ্যতার উষালগ্ন হতে মানুষের সকল কর্মকাণ্ড ভূমিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও বিদ্যমান ভূমির পরিমাণ বিবেচনায় ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ভূমি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি-নির্ভর যুগে সময়ের পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জনগণের কাঙ্খিত সেবা নিশ্চিত করার নিমিত্ত ভূমি ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী ও ডিজিটালাইজেশন করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাঙালি জাতির ইতিহাসের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান এবং গৃহহীনদের পুনর্বাসনসহ দেশব্যাপী ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ করার মধ্য দিয়ে জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনার গোড়াপত্তন করেন।

বর্তমান সরকারের 'রুপকল্প-২০২১' এবং 'রুপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ডেল্টা প্ল্যান, ২১০০ বাস্তবায়নেও ভূমি মন্ত্রণালয় সক্রিয় রয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ কার্যক্রম আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সারাদেশে ১১,৬৯৯টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫,০০৭.৩৮ একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে এবং ২,০২১.৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ করে বিতরণ করেছে। তাছাড়া, বেপজা, বেজা, হাইটেক-এর স্থাপনা নির্মাণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ১১,৪৫৮.৬৬ একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে।

জনস্বার্থে সরকার স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করেছে। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে আরও ১৯,০৬৪টি গৃহহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৭৫টি ইউনিয় ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণাধীন রয়েছে। তাছাড়া, সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১,০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আরও ২,০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভূমি-সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা আনয়নে সাতটি বিভাগীয় শহরে সাতটি ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হচ্ছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত সারাদেশে সর্বমোট ৩৯,৭৪৭টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাসজমি বরাদ্দ, গুচ্ছগ্রামে গৃহহীনদের পুনর্বাসন করা হয়েছে। সিডিএসপি-৪ প্রকল্পের মাধ্যমে ২,৫১২টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

পরিশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় একাগ্রভাবে কাজ করে যাবে। আমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নেও ভূমি মন্ত্রণালয় তৎপর রয়েছে। জাতিসংঘের উদ্যোগে সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সর্বজনীনভাবে একাধিক সমন্বিত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নামে অভিহিত। এতে ১৭টি অভীষ্ট ও ১৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় মোট ৭টি অভীষ্ট (১, ২, ৫, ৯, ১১, ১২ ও ১৫), ১২টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৬টি সূচকের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। তাছাড়া, ভূমি মন্ত্রণালয় ১৫.৩ লক্ষ্যমাত্রার জন্য সহমূল দায়িত্বে রয়েছে এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয় আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ কার্যক্রম আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে আরও ১৯,০৬৪টি গৃহহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৭৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণাধীন রয়েছে। তাছাড়া সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১,০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আরও ২,০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা আনয়নে সাতটি বিভাগীয় শহরে সাতটি ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।

'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮' ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ সার্বিক বিষয়াদি সকলের কাছে তুলে ধরার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। উক্ত প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীর পরামর্শ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং সচিব মহোদয়ের দিক-নির্দেশনা প্রতিবেদনটি প্রকাশে আমাদের সাহস যুগিয়েছে। প্রতিবেদন প্রকাশনা পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ তৌফিকুল আলম

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায় : এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয়	২১
ভূমিকা	২১-২২
মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২২
মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন	২২
মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ	২২
অর্গানোগ্রাম	২৩
ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলী	২৪-২৫
মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থা/দপ্তর	২৪-২৫
বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা	২৬
একনজরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন	৩০
দ্বিতীয় অধ্যায় : বাজেট ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)	৩০
বাজেট ২০১৭-১৮	৩০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)	৩০
সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ	৩১
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৩১
ভূমি মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩২
ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	৩৩
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৩৩-৪৩
কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ ও পরিমাপ পদ্ধতির বিবরণ	৪৪-৪৮
অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা এর নিকট প্রত্যাশিত সহায়তাসমূহ	৪৯
তৃতীয় অধ্যায় : ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ/শাখার কার্যাবলী	৫০
খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত	৫০-৫১
চা বাগান	৫১
ভূমি ব্যবস্থাপনা	৫২
প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা	৫৩
সায়রাতমহল (জলমহাল, বালুমহাল, চিংড়িমহাল, লবণমহাল ও হাটবাজার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	৫৩-৫৭
আইন সংক্রান্ত কার্যাবলী, মিস মোকাদ্দমা, রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা	৫৭-৫৮
অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও বিনিময় সম্পত্তি	৫৮-৬১
ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়	৬১
নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণ কার্যক্রম সহজীকরণ	৬২
জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম	৬২-৬৯
চতুর্থ অধ্যায় : ভূমি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমসমূহ	৭০
ভূমি সংস্কার বোর্ড	৭০-৭৫
ভূমি আপীল বোর্ড	৭৬-৭৭
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৭৭-৮০
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)	৮০-৮৪
হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব দপ্তর)	৮৫-৮৭

পঞ্চম অধ্যায় : ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ৮৮
ভূমিকা ৮৮
গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় [(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) (১ম সংশোধিত)] প্রকল্প ৯০-৯৫
ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প ৯৬-৯৭
চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (২য় সংশোধিত) ৯৭-১০০
উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ [(৬ষ্ঠ পর্ব) (১ম সংশোধিত)] প্রকল্প ১০০-১০৩
ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প ১০৩-১০৪
সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প ১০৫-১১০

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন কার্যক্রম ১১১
অনলাইনে অডিট রিপোর্ট দাখিলের ব্যবস্থা করা (১ম পর্যায়ে ঢাকা ও গাজীপুর) ১১১
অনলাইনে নামজারী ১১১
অনলাইনের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয়সেবা প্রদান ১১২
জনবান্ধব ভূমি অফিস ১১২
ক) অডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ, খ) মিস কেস সহজীকরণ, গ) খারিজ কেস সহজীকরণ ১১৩
সেবা প্রার্থীদের জন্য ওয়েটিং সিট নতুন রেকর্ডরুম নির্মাণ, অফিস এলাকায় পাকা রাস্তা নির্মাণ ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস সংস্কার ১১৩
ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে দ্রুত বাজেট স্থানান্তর ১১৪
অনলাইনে প্রশিক্ষণ কোর্সের রেজিস্ট্রেশন ও প্রশিক্ষণ কোর্সের বক্তা মূল্যায়ন ১১৫
প্রতিটি উপজেলা ভূমি অফিসে হেল্প ডেস্ক স্থাপন ১১৫
ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন ১১৬

প্রথম অধ্যায়

এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এ দেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম উৎস এবং দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন। তাই এ দেশের ভূমি ও পানি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য, শিল্পপণ্য, ভোগ-বিলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদির মূল উৎস। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমাদের এ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে নগরায়ণের প্রবণতা বাড়ছে, শিল্পায়নের পরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত সম্প্রসারণের ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পদের কার্যকর ব্যবহার সঠিক পরিকল্পনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই একটি যথাযথ পরিকল্পনা ও নীতির মাধ্যমে এ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার তথা সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বর্তমানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশীলদারগণ) ভূমি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন। সামগ্রিকভাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছেঃ ১. নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম ২. সংস্কারমূলক কার্যক্রম ও ৩. উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

এছাড়াও ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়, খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে গণ্য। ভূমি আইন ও বিধি প্রণয়ন, ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ, জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৫০ সনে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন পাশের মাধ্যমে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির পর ভূমি রাজস্ব আদায় এবং ভূমি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার রাজস্ব বিভাগ (Revenue Department) সৃষ্টি করে। তৎকালীণ রাজস্ব বিভাগকে সহায়তা করার জন্য প্রাদেশিক সরকারের অধীনে বোর্ড অব রেভিনিউ নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের বোর্ড গঠন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা প্রশাসক, থানা পর্যায়ে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তহসিলদারগণ ভূমি সংক্রান্ত কাজ করতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সনে এ মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় "ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার" মন্ত্রণালয়।

১৯৭৫ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুনঃনামকরণ করে রাখা হয় আইন ও সংস্কার মন্ত্রণালয় যার দুইটি বিভাগ ছিল, যথা:

(ক) আইন এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
(খ) ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার বিভাগ।

১৯৭৬ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুনঃনামকরণ করে রাখা হয় ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। ১৯৭৮ সনে পুনরায় মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়। ১৯৮২ সনে এই মন্ত্রণালয়ের নাম নতুনভাবে

রাখা হয় ভূমি সংস্কার, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৮৪ সালে পুনরায় এই মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় "ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়"। পরবর্তীতে ১লা মার্চ ১৯৮৭ সালে নামকরণ করা হয় "ভূমি মন্ত্রণালয়" যা এখনো বলবৎ আছে।

মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন

রূপকল্প (Vision)

দক্ষ, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

১। স্বচ্ছ, দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ।

২। বিজ্ঞানভিত্তিক ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন।

৩। কৃষি জমি সংরক্ষণ, পরিবেশ উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

৪। অকৃষি জমির সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাসোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস।

৫। ভূমি-বিষয়ক সমস্যার সমাধান।

মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকেন একজন মন্ত্রী যিনি মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী এবং প্রয়োজন হলে তাঁকে সহায়তার জন্য সরকার একজন প্রতিমন্ত্রী কিংবা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করতে পারেন *। মন্ত্রীর অধীনে সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রধান হিসাব দানকারী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং তাকে সহায়তার জন্য একজন অতিরিক্ত সচিব ও তিনজন যুগ্মসচিব (ক) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) (খ) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) (গ) যুগ্মসচিব (আইন) রয়েছেন। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৮ জন উপসচিব ও ১ জন উপ-প্রধানের পদ রয়েছে। মোট শাখা রয়েছে ২৪টি।

মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার রাজস্ব প্রশাসনের মূল দায়িত্ব পালন করেন। তাকে সহযোগিতা করার জন্য একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আছেন। জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক নামে সমধিক পরিচিত) রাজস্ব বিষয়ে জেলার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তিনি অতিরিক্ত কালেক্টরের অর্থাৎ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর সহায়তায় রাজস্ব বিভাগের কাজ সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে আরো রয়েছে রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা (এলএও), জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার (জিসিও), রেকর্ডরুম কর্মকর্তা। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি)'র কাজের তদারকি করে থাকেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলায় প্রধান রাজস্ব কর্মকতা হিসেবে কাজ করেন। ইউনিয়ন পর্যায়ের ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলোতে আছেন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদার) ও ইউনিয়ন উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা (সহকারী তহশিলদার)।

* একাদশ জাতীয় সংসদ-এ গঠিত (২০১৯ সাল) নতুন মন্ত্রীসভায় ভূমি মন্ত্রণালয়ে কোন প্রতিমন্ত্রী কিংবা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় নাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অর্গানোগ্রাম

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীঃ

(১) সরকারের পক্ষে ভূমির অধিকার ও স্বত্ব সংরক্ষণ।
(২) ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।
(৩) খাস জমি, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা।
(৪) ভূমি জরিপ এবং ভূমির নক্সা ও রেকর্ড প্রণয়ন, প্রকাশ এবং সংরক্ষণ।
(৫) অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ।
(৬) সায়রাত মহাল (জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, চিংড়ীমহাল ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা।
(৭) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সংক্রান্ত কার্যক্রম।
(৮) ভূমি প্রশাসন পরিচালনা ও তত্ত্বাবধায়ন।
(৯) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

জনবল সংখ্যা

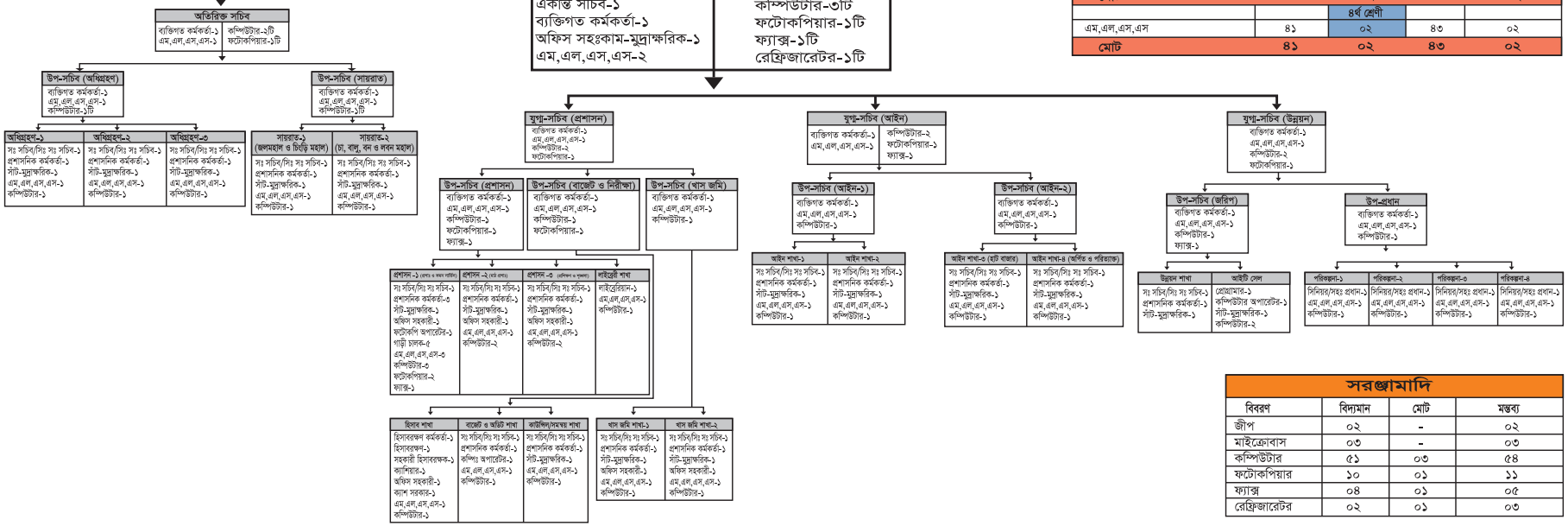

পদের নাম	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	মোট	অতিরিক্ত জনবল
মন্ত্রী	০১	-	০১	-
মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
মন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
জনসংযোগ কর্মকর্তা	০১	-	০১	-
মোট	**০৪**	**-**	**০৪**	**-**
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী	-	০১	০১	০১
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	-	০১	০১	০১
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	-	০১	০১	০১
মোট	**-**	**০৩**	**০৩**	**০৩**
		১ম শ্রেণী		
সচিব	০১	-	০১	-
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
অতিরিক্ত সচিব	০১	-	০১	-
যুগ্ম-সচিব	০৩	-	০৩	-
উপ-সচিব	০৮	-	০৮	-
উপ-প্রধান	০১	-	০১	-
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৭	-	১৭	-
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০৪	-	০৪	-
প্রোগ্রামার	০১	-	০১	-
লাইব্রেরীয়ান	০১	-	০১	-
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	-	০১	-
মোট	**৩৯**	**-**	**৩৯**	**-**
		২য় শ্রেণী		
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৬	২	১৬	০২
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৬	০২	১৬	-
অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	০৭	৩য় শ্রেণী	০৭	-
সাট মুদ্রাক্ষরিক	১৭	-	১৭	-
হিসাব রক্ষক	০১	-	০১	-
সহকারী হিসাবরক্ষক	০১	-	০১	-
ক্যাশিয়ার	০১	-	০১	-
কম্পিউটার অপারেটর	০২	-	০২	-
ক্যাশ সরকার	০১	-	০১	-
গাড়ী চালক	০৩	-	০৩	-
ফটোকপি মেশিন অপারেটর	০১	-	০১	-
বার্তা বাহক	-	-	-	-
মোট	**৬৬**	**০২**	**৩৯**	**০২**
		৪র্থ শ্রেণী		
এম,এল,এস,এস	৪১	০২	৪৩	০২
মোট	**৪১**	**০২**	**৪৩**	**০২**

সরঞ্জামাদি

বিবরণ	বিদ্যমান	মোট	মন্তব্য
জীপ	০২	-	০২
মাইক্রোবাস	০৩	-	০৩
কম্পিউটার	৫১	০৩	৫৪
ফটোকপিয়ার	১০	০১	১১
ফ্যাক্স	০৪	০১	০৫
রেফ্রিজারেটর	০২	০১	০৩

ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলী

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী হচ্ছে

ক. ভূমি স্বত্ব ও মালিকানা সংরক্ষণ।
খ. ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।
গ. খাস, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা।
ঘ. ভূমি জরিপ, ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুতকরণ।
ঙ. সায়রাত মহাল (জলমহাল, চিংড়ী মহাল ও বালু মহাল হাটবাজার ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদান।
চ. অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক সীমানা সমস্যা নিষ্পত্তি, সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ।
ছ. ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল ।
জ. আইনসমূহ যুগোপযোগিকরণ।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তর

(ক) ভূমি সংস্কার বোর্ড।
(খ) ভূমি আপীল বোর্ড।
(গ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।
(ঘ) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
(ঙ) হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)।

অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মুখ্য কার্যাবলী

ভূমি সংস্কার বোর্ড

১৯৮৯ সনে ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন মোতাবেক এই বোর্ডের সৃষ্টি হয়। ভূমি সংস্কার বোর্ডের কার্যক্রম:

১. বিভিন্ন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান।
২. ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সম্পর্কিত মাসিক সংকলিত প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ।
৩. ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের মধ্যে বাজেট ছাড়করণ।
৪. কোর্ট অব ওয়ার্ডস ও এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা, তদারকি এবং মন্ত্রণালয়ে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।
৫. মাঠ পর্যায়ের সকল নন গেজেটেড কর্মচারীদের আন্তঃবিভাগীয় বদলী এবং
৬. পাঁচ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে বালুমহাল, জলমহাল ও পাথর মহাল এর ইজারা বন্দোবস্ত প্রস্তাব অনুমোদন।

ভূমি আপীল বোর্ড

ভূমি আপীল বোর্ড আইন ১৯৮৯ ক্ষমতা বলে এই বোর্ড গঠিত হয়।

বোর্ডের কার্যক্রম

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারদের আদেশের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আপীল/রিভিশন মামলার শুনানী ভূমি আপীল বোর্ডে নেয়া হয়।

১. ভূমি সংক্রান্ত মামলার শুনানী (রাজস্ব সম্পর্কীয়)।
২. নামজারী ও জমা খারিজ মামলা।
৩. সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা।
৪. ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা।
৫. ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা।

৬. খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা।
৭. পিডিআর এ্যাক্ট ১৯১৩ এর অধীনে দায়েরকৃত রিভিশন/আপীল মামলা।
৮. অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলা।
৯. সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ন্যস্তকৃত দায়িত্ব পালন।
১০. অধীনস্থ ভূমি আদালতসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অণুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং
১১. ভূমি সংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শ প্রদান।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

১. বিভিন্ন জেলার জরিপ পরিচালনা।
২. মৌজাওয়ারী নক্সা ও রেকর্ড প্রস্তুত।
৩. মৌজা, উপজেলা, জেলা ও সারাদেশের ম্যাপ মুদ্রণ।
৪. জরিপ স্বত্বলিপি মুদ্রণ।
৫. বাংলাদেশের সীমানা চিহ্নিতকরণ ও সীমানা নক্সা তৈরী, বিনিময় এবং অপদখলীয় সম্পত্তির বিরোধ নিস্পত্তি।
৬. আন্তঃবিভাগ, আন্তঃজেলা ও আন্তঃউপজেলা সীমানা নির্ধারণে প্রশাসনকে সহায়তা করা।
৭. কারিগরী ও ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে থানা ও জেলার সীমানার বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়া।
৮. ভূমি সংস্কার ও ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ও আন্তঃসীমানা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।
৯. বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তাদেরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভূমি জরিপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
১০. বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যদেশের তথা আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ, সীমানা পিলার সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা বিরোধ নিস্পত্তি ও প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক জরিপ পরিচালনা।
১১. নদীতে জেগে ওঠা জমির জরিপকরণ।

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১. জেলা ও থানা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং
২. বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
৩. সরকারকে ভূমি সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২য় অধ্যায়ে এবং মধ্যস্বত্বসমূহ ৪র্থ অধ্যায়ে বিলুপ্ত ঘোষণার পর রাজস্ব আদায় ও সরকারি কোষাগারে তা জমা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষে ১৯৫৪ সালে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত দপ্তর অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে নিম্নবর্ণিত অফিসমূহের আয় ব্যয় নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করে থাকে।

১. জেলা প্রশাসকের দপ্তরের রাজস্ব শাখা, এলএ শাখা, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি শাখা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ।
২. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ জোনাল ও উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ।
৩. ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর অধীনস্থ বিভাগীয় দপ্তরসমূহ।
৪. ভূমি আপীল বোর্ড।
৫. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
৬. গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প এবং
৭. কোর্ট অব ওয়ার্ডস (ভাওয়াল রাজ) এর কার্যক্রম।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তরভিত্তিক রূপরেখা

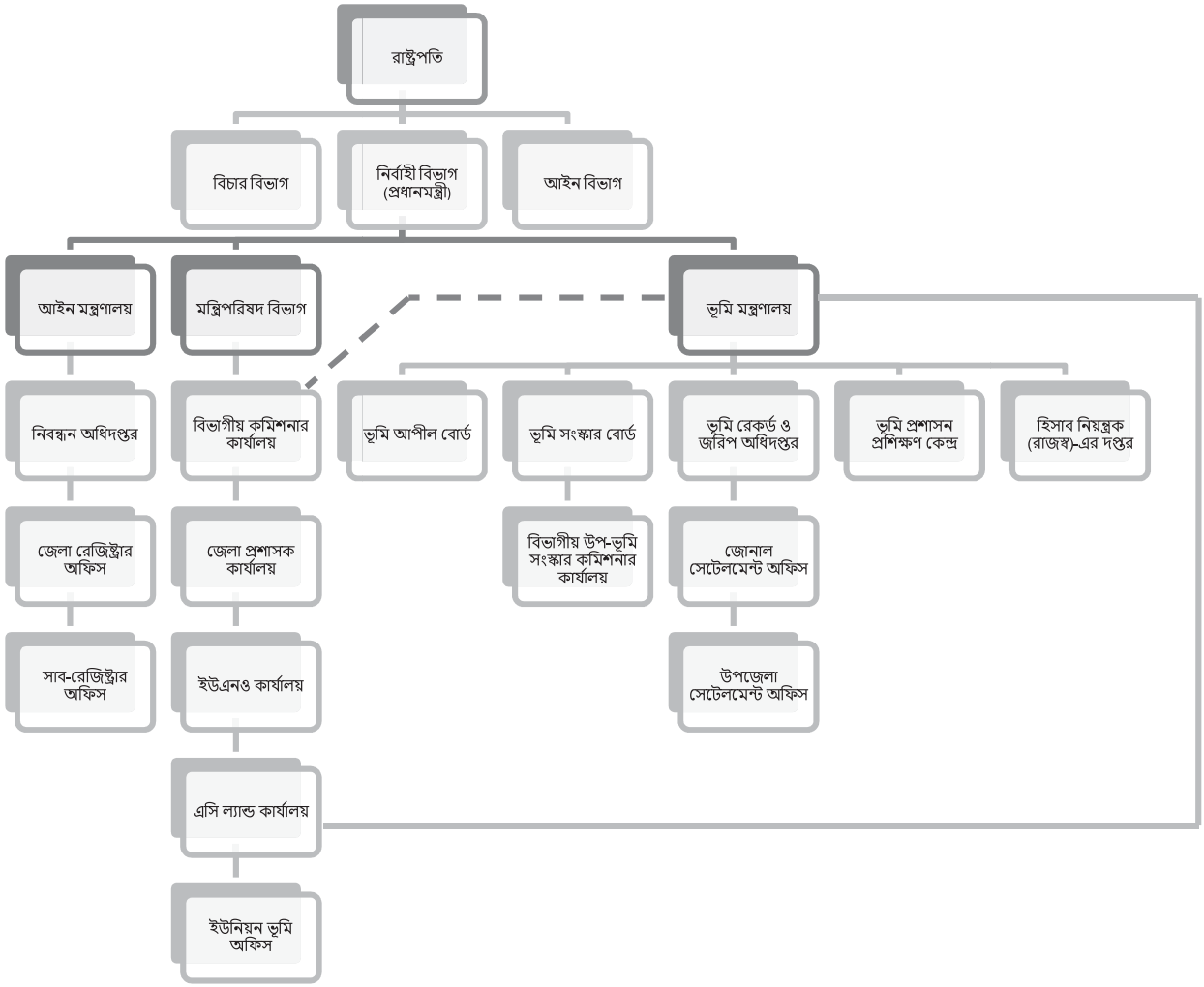

০১। নিবন্ধন অধিদপ্তর সম্পূর্ণভাবে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় কাজ করে।

০২। বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক (কালেক্টর হিসেবে)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা তদারকি করেন। প্রশাসনিকভাবে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাভূক্ত এবং ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা মন্ত্রণালয়ের কাছে দায়বদ্ধ।

০৩। কালেক্টরেট-এ জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ হলেন রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা (এলএও), জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার (জিসিও) এবং রেকর্ড রুম কর্মকর্তা।

০৪। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সরাসরি ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কাজে সম্পৃক্ত নন। তবে সহকারী কমিশনার (ভূমি)/এসি ল্যান্ড-এর কর্মকাণ্ড তিনি তদারকি করেন এবং এসি ল্যান্ড-এর অনুপস্থিতিতে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসনিকভাবে ইউএনও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাভূক্ত ও এসি ল্যান্ড ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত।

০৫। সরকারি সার্ভে ইন্সটিটিউটগুলো কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়।

এক নজরে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন

ভূমি সেবা অটোমেশন এবং ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন

- সিএস, এসএ এবং আরএস খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় সারা দেশে ৬১টি জেলার রেকর্ডরুমে এ পর্যন্ত ২ কোটি ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার খতিয়ানের ডাটা কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে এবং ১৮,৮১৩টি মৌজা ম্যাপ সিট স্ক্যানিং ও ইনডেক্সিং এবং ১০,২২৩টি ম্যাপসিট ডিজিটাইজড করা হয়েছে।

- সকল জেলার রেকর্ডরুম হতে জনগণের চাহিদা মোতাবেক ডিজিটাইজড খতিয়ান সরবরাহ করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও চাহিদা মোতাবেক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার হতে খতিয়ানের জন্য আবেদন করে জমির মালিকগণ নিজ নিজ ইউডিসি থেকেই জমির খতিয়ান সংগ্রহ করতে পারছেন।

- জরিপ কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করার জন্য ইতোমধ্যে ১০০টি ইটিএস মেশিন সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজিটাল যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে ঢাকা, জামালপুর, রাজশাহী, রংপুর, ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট ও নোয়াখালী জেলার ডিজিটাল জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৪টি মৌজার মাঠ কাজ (ডাটা এন্ট্রি ও বুজারত), ১০২টি মৌজার তসদিক, ৪৯৭টি মৌজার আপত্তি, ৯৩২ টি মৌজার আপিল, ১০৫৩টি মৌজার চূড়ান্ত যাচ, ২০৬৮টি মৌজার চূড়ান্ত মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

- ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তরসহ সারা দেশের ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে Land Information Management System-LIMS নামক সফটওয়্যার এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ডিএলএমএস) এর আওতায় ৪৬টি উপজেলা/ সার্কেল ভূমি অফিসে নামজারি মোকাদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- ভূমি আপীল বোর্ডের আপিল নিষ্পত্তিমূলক কার্যক্রম ডিজিটাল করার অংশ হিসাবে Development of Web based Land Appeal Case Management Application System and Digital Library for Land Appeal Board নামক একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

- PPNB কর্মসূচীর আওতায় ঢাকা বিভাগের ঢাকা সিটিকর্পোরেশন এলাকাসহ ১৭টি জেলার ১৩৩টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস ও ৭৪৮টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস এবং সিলেট বিভাগের ৩৮টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ১৩৭টি ইউনিয়ন/ পৌর ভূমি অফিসে ল্যাপটপ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট হতে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলার ৯১টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস ও ২৭১টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস, রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলার ৬৮টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ২৫৩টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস, খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার ৬০টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ২৫৫টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস, রংপুর বিভাগের ৮টি জেলার ৫৮টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ২৩৮টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস, বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার ৪২টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ১০৫টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিসের অনুকূলে আইটি সামগ্রী (ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও স্ক্যানার) সরবরাহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি অফিসগুলোর জনবল সমূহকে আইটি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং ভূমি অফিসসমূহে আইটি নেটওয়ার্কিং স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে।

- ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য ‘পে-রোল সার্ভিস সফটওয়্যার’ তৈরী করে বেতন ভাতাদি, বিল তৈরী ও হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

- ভূমি মন্ত্রণালয় এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যামান ভূমি সংক্রান্ত রীট, মামলা-মোকাদ্দমা ডিজিটাল ওয়েতে মনিটরিং-এর জন্য ‘সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ নামক একটি সফটওয়্যার develop করা হয়েছে।

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ৭টি প্রকল্পে মোট ৬৩৩.৩৫৯৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

ভূমি জরিপ সংক্রান্ত কার্যক্রম

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ৬০৯০টি মৌজা জরিপ, ২২.০৭ লক্ষ স্বত্বলিপি প্রস্তুত, ৪৮.৮৩ লক্ষ স্বত্বলিপি প্রকাশ, ৪৭.৩১ লক্ষ স্বত্বলিপি রাজস্ব কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর এবং ১৮৭.৯৮ লক্ষ স্বত্বলিপি জমির মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও ৯৬.০৩৮ লক্ষ ম্যাপ জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারগণের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। ৯টি জেলার সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে। ২০০টি মৌজার ৪৫৬টি জিওডেটিক পিলারের মান নির্ণয় করা হয়েছে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় রাজ্যে অবস্থিত বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে মোট ১২৪৩টি আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ/পুন:নির্মাণ/মেরামত করা হয়েছে। এ ছাড়া মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এবং ভারতের তিনটি রাজ্যের জরিপ বিভাগের পরিচালকের মধ্যে তিনটি যৌথ সম্মেলন ও ৫টি যৌথ মাঠ পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধুনালুপ্ত ১১১টি ছিটমহলের ৩৪টি মৌজার মাঠ পর্যায়ের জরিপ কাজ শেষে রেকর্ড মুদ্রণ করা হয়েছে। ডিজিটাল ম্যাপ প্রসেসিং এর জন্য ১০টি ক্যাডাস্টাল ম্যাপ ডাটা প্রসেসিং সফটওয়্যার ও ৪টি হাই পাওয়ার জিআইএস ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ক্রয় করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ৫৯০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাজস্ব বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)' হতে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন কানুন ও নীতিমালা, ভূমি জরিপসহ রেকর্ড সংরক্ষণ, সংশোধন এবং ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন কানুন সম্পর্কে ৫৫ টি কোর্সে ১৯০ জন কর্মকর্তা এবং ১৬০৩ জন কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হতে ভূমি জরিপ, ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে, জি আই এস কোর্স, জিপিএস কোর্স, আইসিটি ইত্যাদি ট্রেডে মোট ৫৯০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মোট ১৫০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২২১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট ৫৩৩৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মানবসম্পদ উন্নয়ন ও রাজস্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

ইউনিয়ন/উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসের অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

- সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের জন্য প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ থেকে ১৯২টি ডাবল কেবিন পিক আপ ক্রয় করা হয়েছে যা ১৯২ টি উপজেলা ভূমি অফিসে ইতোমধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে।

- সারাদেশে ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংরক্ষণে বিদ্যমান দুর্বল অবকাঠামোর পরিবর্তে নতুনভাবে ৪৬৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। অপরদিকে ১,০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ কাজের প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন হয়েছে এবং প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এছাড়া পুরাতন ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ মেরামতের জন্য বিভিন্ন জেলায় প্রায় ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- জেলা রাজস্ব প্রশাসনে ৩য় শ্রেণি ৩৫৪ টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৪৬টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। জরিপ বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে নিয়োগের জন্য ৩৫টি পদের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রা:) ৩য় শ্রেণির ২৩টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১২টি পদসহ মোট ৩৫টি পদে ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চরম দারিদ্র দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন

কৃষি খাস জমি বিতরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সারাদেশে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভূমিহীন ও অতি দরিদ্রদের মধ্যে মোট ১১,৬৯৯টি ভূমিহীন পরিবারকে (স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে) মোট ১০,৪৬৭টি বন্দোবস্ত মোকদ্দমার মাধ্যমে ৫০০৭.৩৮৯৮একর কৃষি

খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে ফলে তাদের দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে এবং সমাজে নারীর, বিশেষ করে বিবাহিত মহিলাদের, ক্ষমতায়ন হয়েছে।

গুচ্ছগ্রাম ২য় প্রর্যায় (CVRP) প্রকল্পের আওতায় ৫৭৯টি গুচ্ছ গ্রামে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট ২৫,৫৩৬টি গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। সৃজিত গুচ্ছগ্রাম গুলোতে ৩,৩০০টি নলকুপ স্থাপন, ৯৫টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, বৃক্ষ রোপণের জন্য ১৪,২৩৫টি পরিবারের মধ্যে ৩২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

সরকারি দপ্তর, অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক/আইটিপার্ক, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, বিভিন্ন বাহিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, হাসপাতাল ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, শ্মশানঘাট উন্নয়নমূলক অবকাঠামো নির্মাণ, সামরিক স্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদির জন্য মোট ৫২১৩.৩৯৪৬ একর অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে অর্থনৈতিক জোন কর্তৃপক্ষ (বেজা) অনুকূলে ৪১৩১.১৯ একর, হাইটেক পার্ক এর অনুকূলে ৫৫.১২১৭ একর, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের ২.২৬৬৪ একর, বিভিন্ন বাহিনীর অনুকূলে ৩১.৮৬৭৫ একর, ধর্মীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৯৯২.৯৪৯ একর অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৫(১) (বি) মোতাবেক বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসকগণ ৮,৩০৬.৭০৬৭ একর জমি অধিগ্রহণ করেছেন।

রাজস্ব সংগ্রহ

ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ১৭৭৫.৬৯ কোটি, ভূমি উন্নয়ন কর ব্যতিত অন্যান্য রাজস্ব খাতে ৬০৭.০০ কোটি টাকা মোট ২৩৮২.৬৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

অডিট আপত্তি ও রাজস্ব মামলা নিষ্পত্তি

- ২০১৭-১৮ সালে প্রাপ্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১২৩৯টি। অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ ৩৮১.৫৭৭২৮ লক্ষ টাকা। এ সময় নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি ১২৪৬টি (বকেয়াসহ) এবং নিষ্পত্তির সাথে সম্পর্কিত টাকার পরিমাণ ১৫২৬.২৭ লক্ষ টাকা।

- রাজস্ব ব্যবস্থাপনার আওতায় সারাদেশে মোট ২৩.৬৫ লক্ষ নামপত্তন মোকদ্দমা, ৪৬,৯৪৪ টি মিস মোকদ্দমা এবং ১৭,৫৪৮টি রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাজেট ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

বাজেট ২০১৭-১৮

সম্পূরক মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবী (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেটে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৯৯৯.৯৩ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৮৫৮৬ ১৫৪ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ দাড়িয়েছে অনুন্নয়ন খাতে ১০১১৯৬ কোটি এবং উন্নয়ন খাতে ৯৩৮২৪৯৭ কোটি। অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন উভয় খাত মিলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৯৫০২১১১ কোটি টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা-উপজেলা-ইউনিয়নসমূহে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট প্রাতিষ্ঠানিক কোডভিত্তিক নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ-

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	২০১৭-১৮ বাজেট	২০১৭-১৮ সংশোধিত বাজেট
০১	সচিবালয়	১৩৯,২১,৩১	১০৭৬,৯৭,২৩
০২	হিসাবনিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১৬,৫০,০০	১৭,০০,০০
০৩	ভূমি সংস্কার বোর্ড	৭,৩৪,৮১	১০৫০২৩
০৪	জেলা ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ	৯৭,৩৪,২৬	৯৭,৩৪,২৬
০৫	উপজেলা ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ	২১৭,০৭,৮৮	২৩৬,৩৬,০০
০৬	ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ	৩৭৬,১৬,১০	৩৭৬,১৬,১০
০৭	ভূমি আপিল বোর্ড	৩,৪৪,১০	৩৬৫১০
০৮	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪,১৫,৬৫	৪২২,৬৮
০৯	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১৩৭,৯১,০৫	১৪৬,৩৬,০৮
১০	ভূমি কমিশন	৭৭,৩৫	৯১,৫৫
	উপমোট	**৯৯৯,৯৩,০০**	**১০১১,৯৬,১৪**
	উপমোট উন্নয়ন ব্যয়	৮৫৮৬১.৫৪	০০
	সর্বমোট পরিচালনা ও উন্নয়ন ব্যয়	**১৮৫৮৫৪,৫৪**	**১৯৫০,২১,১১**

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । ওয়েব বেইজড ভূমি ব্যবস্থাপনা চালু করার জন্য ইউনিয়ন ও উপজেলা ভূমি অফিসসমূহে ২,৬৯৬টি ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও মডেম সরবরাহ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে অধুনালুপ্ত অপদখলীয় ও অমিমাংসিত এলাকার ৩০টি স্ট্রীপ সিট পেনিপোটেনশিয়ারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে। অধুনালুপ্ত ১১১টি ছিট মহলের জমি জরিপ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। ১৮৫টি গুচ্ছগ্রামে ৩,২০০টি পরিবারকে পূনর্বাসন করা হয়েছে। ম্যাপ ও খতিয়ান প্রিন্টিং এর জন্য হেইডেলবার্গ মেশিন স্থাপনসহ জেলা পর্যায়ে মৌজা ম্যাপ প্রিটিং ও সরবরাহ করার জন্য ৬১টি জেলায় ৬১টি পটার মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। প্রায় ২ কোটি খতিয়ান কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে এবং সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে দ্রুততার সাথে কম্পিউটারাইজড খতিয়ান সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রায় ৭,০১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের ৩৩৪টি উপজেলায় ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও জিআইএস বেইজড ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে ।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অনলাইন সেবা প্রদান কার্যক্রমে জরিপ বিভাগে প্রশিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনবল ও সফটওয়্যারের অভাব রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব সার্কেল বৃদ্ধি ও ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমি অফিস সৃজিত না হওয়ায় এবং বর্তমান অনুমোদিত জনবলের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনেক পদ শূণ্য থাকায় ভূমি সংক্রান্ত স্বাভাবিক সেবা প্রদানে সমস্যা হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামোর সীমাবদ্ধতার কারণে জনবলের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। ফলে স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তাদের স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে কর্মপরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভূমি জরিপ ডিজিটাইজেশনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অনলাইন RS-K সিস্টেম তৈরী করা হবে। ভারতের সাথে ৪টি সেক্টরের বিদ্যমান সীমানা পিলার পুন:নির্মাণ/মেরামতের উদ্যোগ নেয়া হবে। সারাদেশে ১৩৯ উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ, ৩৫৯টি উপজেলা ভূমি অফিস সংস্কার ও সম্প্রসারণ, ৩৬০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ, ৭টি বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, ৪টি বিভাগীয় ভূমি ভবন নির্মাণ, ২০টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস প্রতিষ্ঠা, সার্ভে ও সেটেলমেন্ট একাডেমি স্থাপনসহ সকল জরিপ ও রাজস্ব অফিসে ই-হাজিরা চালু করা হবে। সারাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন করা হবে। ৫০,০০০ গৃহহীন মানুষকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হবে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ২৫০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও ১৫,০০০ গৃহহীনদের গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসন করা হবে।
- ১২১৬ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়, ৬৮.২০ লক্ষ নামজারি মামলা, ৫০,০০০ সার্টিফিকেট মামলা ও ১৫০০০ মিস মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। ৭৮০০ জলমহাল, ৫০০ বালুমহাল, ১৬২ লবণ মহাল, ৭০০০ হাটবাজার ইজারা দেয়া হবে।
- ৬.৫০ লক্ষ খতিয়ান প্রস্তুতপূর্বক ভূমি মালিকদের নিকট হস্তান্তর এবং ৫০০টি সীমানা পিলার মেরামত ও সংস্কার করা হবে।
- প্রায় ৪,১৭৬ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাজস্ব ও জরিপ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
- ৪৯১৩ টি অফিস/ইউনিট নিরীক্ষা করা হবে।

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

রূপকল্প (Vision) : দক্ষ, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা

অভিলক্ষ্য (Mission)

১। স্বচ্ছ, দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ।

২। বিজ্ঞানভিত্তিক ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন।

৩। কৃষি জমি সংরক্ষণ, পরিবেশ উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

৪। অকৃষি জমির সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাসোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস।

৫। ভূমি-বিষয়ক সমস্যার সমাধান।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- সুষ্ঠু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা।
- দক্ষ ও কার্যকর ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাপনা।
- ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পুনর্বাসন।
- ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন।
- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা।

কার্যাবলী (Functions)

- ভূমি স্বত্ব ও মালিকানা সংরক্ষণ।
- ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।
- খাস, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা।
- ভূমি জরিপ, ম্যাপ ও খাতিয়ান প্রস্তুত করণ।
- সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা।
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সমস্যা নিষ্পত্তি, সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল।
- আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ।

সেকশন ২
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০		
নিষ্কন্টক ভূমি স্বত্ব	স্বত্বলিপি হস্তান্তর ও হালনাগাদকৃত খতিয়ান (ক্রমপুঞ্জিভূত)	%	১৭	১৯	২২	২৫	২৮	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	ভূমি সংস্কার বোর্ড / ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি তথ্যে সহজ প্রবেশাধিকার	সরবরাহকৃত ডিজিটাইজড খতিয়ান	%	৩	৯	২০	৩০	৩৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	ভূমি সংস্কার বোর্ড/ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমিহীনদের পুনর্বাসন	পুনর্বাসিত ভূমিহীন পরিবার (ক্রমপুঞ্জিভূত)	%	১.৫০	২.০০	২.৫০	৩.০০	৩.৫০	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	ভূমি সংস্কার বোর্ড/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প
ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার	ভূমি সংক্রান্ত আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ	সংখ্যা	০	০	০	১	২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	ভূমি সংস্কার বোর্ড/ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

সেকশন ৩
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] সুষ্ঠু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা;	৪৫	[১.১] খতিয়ান হালকরণ	[১.১.১] নিষ্পত্তিকৃত নামজারি ও জমাখারিজের আবেদন	%	৫.০০	২৩.৭০	১৪.৬০	৮০	৭৮	৭৭	৭৬	৭৫	৮২	৮৫
			[১.১.২] জেলা রেকর্ড রুমে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১.০০	০	০	৬৫	৬২	৫৯	৫৭	৫৫	৬৭	৭০
			[১.১.৩] উপজেলা ভূমি অফিসে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১.০০	০	০	৭৫	৭২	৭০	৬৮	৬৫	৭৮	৮০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
			খতিয়ান											
			[১.১.৪] ইউনিয়ন ভূমি অফিসে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১.০০	০	০	৮০	৭৭	৭৫	৭২	৭০	৮২	৮৫
		[১.২] ভূমি রাজস্ব আদায়	[১.২.১] ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণের জন্য প্রস্তুতকৃত রিটার্ন-৩	টাকা কোটি	৪.০০	৪৩৬	৩০২	৪৪৫	৪৪২	৪৪০	৪৩৮	৪৩৬	৪৫০	৪৫৫
			[১.২.২] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সাধারণ)	%	১.০০	০	০	৭০	৬৭	৬৪	৬২	৬০	৭২	৭৫
			[১.২.৩] ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানযোগ্য হোল্ডিং এর মধ্যে আদায়কৃত হোল্ডিং	%	১.০০	০	০	৬৫	৬২	৫৯	৫৭	৫৫	৬৭	৭০
		[১.২] ভূমি রাজস্ব আদায়	[১.২.৪] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সংস্থা)	টাকা কোটি	১.০০	৯২	৩০	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২	১০৫	১০৭
		[১.৩] কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়	[১.৩.১] আদায়কৃত কর বহির্ভূত রাজস্ব	টাকা কোটি	১.০০	১০২	৪০	১০৬	১০৫	১০৪	১০৩	১০২	১০৭	১০৮
		[১.৪] সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা	[১.৪.১] ইজারাকৃত জলমহাল	%	১.০০	৬০০০	২৫৯	৮০	৭৭	৭৫	৭৩	৭০	৮১	৮২
			[১.৪.২] ইজারাকৃত বালুমহাল	%	১.০০	৪৮০	৫০০	৭০	৬৮	৬৭	৬৬	৬৫	৭২	৭৪
			[১.৪.৩] ইজারাকৃত হাটবাজার	%	১.০০	৬৬৫৭	৭০০০	৯০	৮৮	৮৫	৮৩	৮০	৯২	৯২
			[১.৪.৪] ইজারাকৃত লবণমহাল	%	১.০০	০	০	৭০	৬৮	৬৬	৬৩	৬০	৭২	৭৫
		[১.৫] ভূমি ব্যবস্থাপনা ও	[১.৫.১] ভূমি মন্ত্রণালয়ের	সংখ্যা	২.০০	৩২৯	৫০০	৫১০	৪৫৯	৪০৮	৩৫৭	৩০৬	৫২০	৫৩০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী											
		[১.৫] ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	[১.৫.২] এলএটিসিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২.০০	১৮৯৯	১০৬৬	১৬০০	১৫০০	১৪০০	১৩০০	১২৫০	১৬৫০	১৭০০
			[১.৫.৩] ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২.০০	১২৬০	৮০০	১৩১০	১২৯০	১২৮০	১২৭০	১২৬০	১৩৫০	১৪০০
			[১.৫.৪] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২.০০	৫০১	৩৮০	৪২০	৩৮০	৩৩৬	২৯৪	২৫২	৪৬০	৪৭০
		[১.৬] সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ	[১.৬.১] সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সংখ্যা	১.০০	১২৯	১৮৩	২৪০	২২০	২১০	২০৫	২০০	২৪০	২৪৫
		[১.৭] ভূমি অধিগ্রহণ	[১.৭.১] মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব	%	২.০০	০	০	৯০	৮৬	৮৩	৭৯	৭৫	৯১	৯২
			[১.৭.২] সি এল এসি কর্তৃক অনুমোদিত অধিগ্রহণ প্রস্তাব	%	১.০০	০	০	৯০	৮৬	৮৩	৭৯	৭৫	৯১	৯২
		[১.৮] ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি	[১.৮.১] রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক মিসকেস নিষ্পত্তিকরণ	%	২.০০	১৪৯৫৪	২২০২৯	৬০	৫৭	৫৫	৫৩	৫০	৬২	৬৫
		[১.৯] সার্টিফিকেট কেস নিষ্পত্তি	[১.৯.১] সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সার্টিফিকেট মোকদ্দমা	%	২.০০	১২৪৩২৮	৬৬৮৬	৭০	৬৭	৬৪	৬২	৬০	৭২	৭৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		[১.১০] ভূমি আপীল বোর্ডের আপীল মামলা নিষ্পত্তি	[১.১০.১] নিষ্পত্তিকৃত আপীল মামলা	%	১.০০	৫১৯	৩৯৬	৬৫	৬১	৫৭	৫৩	৫০	৬৬	৬৮
		[১.১১] নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	[১.১১.১] নিরীক্ষাকৃত অফিস	সংখ্যা	১.০০	৪৮৯০	৪৮৯০	৪৯১৩	৪৯০০	৪৮৯৫	৪৮৯০	৪৮৮৫	৪৯১৩	৪৯১৩
			[১.১১.২] নিষ্পত্তিকৃত অডিট (রাঃ) আপত্তি	%	১.০০	৫০	৫৬	৬১	৬০	৫৯	৫৮	৫৭	৬২	৬৪
		[১.১২] ভূমি অফিস নির্মাণ	[১.১২.১] নির্মাণকৃত উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস	সংখ্যা	১.০০	০	২২৫	২৫০	২৪০	২৩০	২২৮	২২৫	২৫০	৩০০
		[১.১৩] খাসজমি/সরকারি সম্পত্তি অবৈধ দখল মুক্তকরণ	[১.১৩.১] অবৈধ দখল মুক্তকৃত খাসজমি/সরকারি সম্পত্তি	একর	১.০০	১৫২০.২৫	১০৭৫.২৫	১৫০০	১৩৫০	১২০০	১০৫০	৯০০	১৫৫০	১৬০০
		[১.১৪] পদ সৃজন, নিয়োগ ও পদায়ন	[১.১৪.১] পূরণকৃত শূন্য পদ	সংখ্যা	১.০০	৮	২৬	৩৭	৩৫	৩৩	৩০	২৭	৩০	৪০
		[১.১৫] পরিবীক্ষণ ও তদারকি	[১.১৫.১] পরিদর্শনকৃত অফিস	সংখ্যা	১.০০	০	০	৬৯৫	৬৯০	৬৮৮	৬৮৫	৬৮০	৬৯০	৭০০
			[১.১৫.২] পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	%	১.০০	০	০	৫০	৪৭	৪৫	৪৩	৪০	৫২	৫৫
			[১.১৫.৩] ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন	সংখ্যা	১.০০	০	০	৮	৭	৭	৭	৬	১০	১২
[২] দক্ষ ও কার্যকর ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাপনা;	২৬	[২.১] মৌজা জরিপকরণ	[২.১.১] জরিপকৃত মৌজা	সংখ্যা	৫.০০	৬৬৭	৭৪১	৮০০	৭২০	৬৪০	৫৬০	৪৮০	৮৫০	৯০০
		[২.২] স্বত্বলিপি প্রস্তুত ও	[২.২.১] প্রস্তুতকৃত স্বত্বলিপি	সংখ্যা লক্ষ	৩.০০	১১.৮৬	৬.১০	৬.৫০	৫.০৮	৫.২০	৪.৫৫	৩.৯০	৭.০০	৭.৫০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		প্রকাশ	[২.২.২] স্বত্বলিপি প্রকাশ	সংখ্যা লক্ষ	৩.০০	১৪.৫৩	১৩.০৪	৬.৫০	৫.০৮	৫.২০	৪.৫৫	৩.৯০	৭.০০	৭.৫০
			[২.২.৩] মুদ্রিত ভূমি স্বত্বলিপির গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রকাশ ও হস্তান্তর	সংখ্যা লক্ষ	২.০০	০	৯.০০	৮.০০	৭.২০	৬.৪০	৫.৬০	৪.৮০	৮.২০	৮.৫০
		[২.৩] স্বত্বলিপি হস্তান্তর	[২.৩.১] ভূমি মালিকদের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর	সংখ্যা লক্ষ	৩.০০	১৪.৫৩	১৩.০৪	৬.৫০	৫.০৮	৫.২০	৪.৫৫	৩.৯০	৭.০০	৭.৫০
			[২.৩.২] ভূমি রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর	সংখ্যা লক্ষ	২.০০	১৫.৯৯	১২.০০	৬.৫০	৫.০৮	৫.২০	৪.৫৫	৩.৯০	৭.০০	৭.৫০
		[২.৪] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি	[২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ	সংখ্যা লক্ষ	৩.০০	৩	২	২	১	১	১	০	২	২
		[২.৪] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি	[২.৪.২] সংরক্ষণ ও মেরামতকৃত সীমানা পিলার	সংখ্যা	১.০০	২৬০	৫০০	৫২৫	৫০০	৪৫০	৩৭৫	৩৫০	৫৫০	৫৭৫
			[২.৪.৩] যৌথভাবে সীমানা পরিদর্শন	সংখ্যা	১.০০	৫	৫	৫	৪	৩	২	১	৪	৪
			[২.৪.৪] যৌথ সীমান্ত সম্মেলন	সংখ্যা	০.৫০	২	৩	৩	২	১	১	১	৩	৩
			[২.৪.৫] যৌথ জরিপের সুপারিশের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	%	০.৫০	০	০	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০	৮০	৮০
		[২.৫] স্বত্বলিপি, কম্পিউটারে	[২.৫.১] সিএস,এসএ ও আরএস	সংখ্যা লক্ষ	২.০০	১৪.২৯	৭.১৯	১০.০৮	৯.০৭	৮.০৬	৭.০৫	৬.০৪	১০.০০	১০.০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		সংরক্ষণ	খতিয়ান কম্পিউটারাই-জডকৃত											
[৩] ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পূনর্বাসন;	৫	[৩.১] কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৩.১.১] বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ	একর	১.০০	১২৪০০	৮৪৬৫	১৩৫০০	১১৭১৮	১০৮০০	৯৪৫০	৮১০০	১৪২০০	১৪৯০০
			[৩.১.২] বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমির পরিমাণ	একর	১.০০	১২৮০৬.১৪৮৫	৪০৩৯.৪৩৫৩	১০০০০	৯০০০	৮০০০	৭০০০	৬০০০	১০৫০০	১০৬০০
			[৩.১.৩] শনাক্তকৃত ভূমিহীন	সংখ্যা	১.০০	৩৯৭৯২	১১৫১১	৪০১৯২	৩৬১৭২	৩২১৫৩	২৮১৩৪	২৪১১৫	৪২২০০	৪৪৩১২
			[৩.১.৪] নিষ্পত্তিকৃত বন্দোবস্ত মোকদ্দমা	সংখ্যা	১.০০	২০২৩৭	৭২৭৮	২০০০০	১৮০০০	১৬০০০	১৪০০০	১২০০০	২১০০০	২১৫০০
		[৩.২] অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৩.২.১] বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমি	একর	০.৫০	৭৪৩৬.৭৪	৫৬০৩.৫৪	৪৫০০	৪০৫০	৩৬০০	৩১৫০	২৭০০	৪৬০০	৪৭৫০
		[৩.৩] গুচ্ছ গ্রাম সৃজন	[৩.৩.১] গৃহহীনদের জন্য নির্মাণকৃত ঘর	সংখ্যা	০.৫০	৮০০	৪৬০০	১৫০০০	১৪৫০০	১৪০০০	১৩৮০০	১৩৫০০	২৫০০০	৭০০০
[৪] ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতক-রণ;	৪	[৪.১] আইন ও বিধি-বিধানসমূহ যুযোপযোগী-করণ	[৪.১.১] প্রস্তুতকৃত যুযোপযোগীকৃত আইনের তালিকা	সংখ্যা	১.০০	০	০	১	০	০	০	০	২	৩
			[৪.১.২] প্রণয়ন কৃতব্য নতুন আইনের খসড়া	সংখ্যা	১.০০	০	০	১	০	০	০	২	৩	
			[৪.১.৩] প্রণয়নকৃত নতুন আইন	সংখ্যা	১.০০	০	০	১	০	০	০	০	২	৩
			[৪.১.৪] বাংলা ভাষায় অনুদিত আইন/বিধি-বিধান	সংখ্যা	১.০০	০	০	১	০	০	০	০	২	৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	৯	[১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[১.১.১] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১.০০			৪০	৩৫	৩০	২৫	২০		
		[১.২] ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিত করা	[১.২.১] ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিতকৃত	%	০.৫০			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[১.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রণীত তালিকা অনুযায়ী কমপক্ষে দুটি করে অনলাইন সেবা চালু করা	[১.৩.১] ন্যূনতম দুটি অনলাইন সেবা চালুকৃত	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৭	০৭-১২-২০১৭	১৪-১২-২০১৭	২১-১২-২০১৭	২৮-১২-২০১৭		
		[১.৪] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন	[১.৪.১] উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP-সমূহের ডাটাবেস প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১.০০			৩১-০৮-২০১৭	১৪-০৯-২০১৭	২৮-০৯-২০১৭	১২-১০-২০১৭	৩১-১০-২০১৭		
			[১.৪.২] উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP রেপ্লিকেটেড	%	১.০০			৪০	৩০	২৫	২০	১০		
		[১.৫] সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত	[১.৫.১] সেবাগ্রহীতা-দের মতামত	তারিখ	১.০০			১৪-০৯-২০১৭	২৮-০৯-২০১৭	১২-১০-২০১৭	৩১-১০-২০১৭	১৪-১২-২০১৭		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত											
		[১.৬] মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[১.৬.১] তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	%	১.০০			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
			[১.৬.২] শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত	তারিখ	০.৫০			১১-০১-২০১৮	১৮-০১-২০১৮	২২-০১-২০১৮	২৫-০১-২০১৮	৩১-০১-২০১৮		
		[১.৭] সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	[১.৭.১] সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১.০০			৩১-১২-২০১৭	১৫-০১-২০১৮	২২-০১-২০১৮	০৮-০২-২০১৮	২২-০২-২০১৮		
		[১.৮] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[১.৮.১] নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	০.৫০			১২	১১					
			[১.৮.২] নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	০.৫০			৯০	৮০	৭৫	৭০	৬০		
[২] দক্ষতার সঙ্গে	৪	[২.১] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক	[২.১.১] নির্ধারিত সময়সীমার	তারিখ	০.৫০			২৩-০৪-২০১৭	২৪-০৪-২০১৭	২৫-০৪-২০১৭	২৬-০৪-২০১৭	২৭-০৪-২০১৭		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা		কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	মধ্যে খসড়া চুক্তি দাখিলকৃত											
		[২.২] ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	[২.২.১] নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			০৮-০৮-২০১৭	১০-০৮-২০১৭	১৩-০৮-২০১৭	১৬-০৮-২০১৭	১৭-০৮-২০১৭		
		[২.৩] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	[২.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণীত ও দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫০			৪	৩					
		[২.৪] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	[২.৪.১] নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			৩০-০১-২০১৮	৩১-০১-২০১৮	০১-০২-২০১৮	০৫-০২-২০১৮	০৬-০২-২০১৮		
		[২.৫] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	[২.৫.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১.০০			১৫-০৬-২০১৭	১৮-০৬-২০১৭	১৯-০৬-২০১৭	২০-০৬-২০১৭	২১-০৬-২০১৭		
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৩	[৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.১.১] বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১.০০			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		
		[৩.২] স্থাবর/অস্থাবর	[৩.২.১] স্থাবর	তারিখ	০.৫০			০১-০২-২০১৮	১৫-০২-২০১৮	২৮-০২-২০১৮	২৮-০৩-২০১৮	১৫-০৪-২০১৮		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা											
			[৩.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	০.৫০			০১-০২-২০১৮	১৫-০২-২০১৮	২৮-০২-২০১৮	২৮-০৩-২০১৮	১৫-০৪-২০১৮		
		[৩.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগে কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা	[৩.৩.১] কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েব সাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১.০০			১৫-১০-২০১৭	২৯-১০-২০১৭	১৫-১১-২০১৭	৩০-১১-২০১৭	১৪-১২-২০১৭		
[৪] দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	২	[৪.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৪.১.১] প্রশিক্ষণের সময়	জনঘন্টা	১.০০			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০		
		[৪.২] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা	[৪.২.১] শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫০			১৩-০৭-২০১৭	৩১-০৭-২০১৭					
		[৪.৩] নির্ধারিত	[৪.৩.১]	সংখ্যা	০.৫০			৪	৩					

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করা	ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত											
[৫] তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা	২	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	০.৫০			১০০	৯০	৮০				
		[৫.২] স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ	[৫.২.১] স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত	%	০.৫০			১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫		
		[৫.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	[৫.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১.০০			১৫-১০-২০১৭	২৯-১০-২০১৭	১৫-১১-২০১৭	৩০-১১-২০১৭	১৪-১২-২০১৭		

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতির বিবরণ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১] খতিয়ান হালকরণ	[১.১.১] নিষ্পত্তিকৃত নামজারি ও জমাখারিজের আবেদন	বিক্রয়, হেবা, দানসহ বিভিন্ন ভাবে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন মূলে ভূমি হস্তান্তরের পর নামজারী করার জন্য দলিল গ্রহীতাগণ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট দাখিলকৃত আবেদন	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.১.২] জেলা রেকর্ড রুমে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক নামজারী মামলা মঞ্জুরের পর জেলা রেকর্ড রুমে সংশ্লিষ্ট খতিয়ান সংশোধনপূর্বক হালনাগাদকরণ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.১.৩] উপজেলা ভূমি অফিসে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক নামজারী মামলা মঞ্জুরের পর উপজেলা রেকর্ড রুমে সংশ্লিষ্ট খতিয়ান সংশোধনপূর্বক হালনাগাদকরণ	সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.১.৪] ইউনিয়ন ভূমি অফিসে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক নামজারী মামলা মঞ্জুরের পর ইউনিয়ন রেকর্ড রুমে সংশ্লিষ্ট খতিয়ান সংশোধনপূর্বক হালনাগাদকরণ	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.২] ভূমি রাজস্ব আদায়	[১.২.১] ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণের জন্য প্রস্তুতকৃত রিটার্ন-৩	ভূমি মালিকদের নিকট থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কৃষিজমির ক্ষেত্রে ২৫ (পঁচিশ) বিঘার উর্দ্ধে এবং অকৃষি সকল ভূমির উন্নয়ন কর আদায়	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস, জেলা প্রশাসক	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.২.২] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সাধারণ)	ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের লক্ষ্যে রিটার্ন-৩ হালনাগাদ করে ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ করণ	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.২.৩] ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানযোগ্য হোল্ডিং এর মধ্যে আদায়কৃত হোল্ডিং	ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানযোগ্য হোল্ডিং এর মধ্য হতে কি পরিমাণ হোল্ডিং এর ভূমি উন্নয়ন কর আদায় হয়েছে এবং কি পরিমাণ বকেয়া রয়েছে তা নির্ধারণ	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস, জেলা প্রশাসক	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.২.৪] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সংস্থা)	বিভিন্ন সংস্থার মালিকানাধীন জমির ভূমি উন্নয়ন কর আদায়।	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৩] কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়	[১.৩.১] আদায়কৃত কর বহির্ভুত রাজস্ব	অকৃষি খাস জমি বিক্রয় লব্দ অর্থ, অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, নামজারী ফি, সায়রাত মহাল হতে প্রাপ্ত ইজারা মূল্য ইত্যাদি।	জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিভাগীয় কমিশনার	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৪] সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা	[১.৪.১] ইজারাকৃত জলমহাল	বিভিন্ন ধরনের ও মেয়াদের জল মহাল ইজারা প্রদান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক, ভূমি মন্ত্রণালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
	[১.৪.২] ইজারাকৃত বালুমহাল	বালু উত্তোলনের জন্য বালু মহাল বাৎসরিক ইজারা প্রদান	জেলা প্রশাসক, ভূমি মন্ত্রণালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.৪.৩] ইজারাকৃত হাটবাজার	হাটবাজার বাৎসরিক ইজারা প্রদান	জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.৪.৪] ইজারাকৃত লবণমহাল	লবণ মহাল বাৎসরিক ইজারা প্রদান	জেলা প্রশাসক, ভূমি মন্ত্রণালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৫] ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	[১.৫.১] ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	ভূমি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান	ভূমি মন্ত্রণালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.৫.২] এলএটিসিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	ভূমি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.৫.৩] ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	ভূমি সংস্কার বোর্ডের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	ভূমি সংস্কার বোর্ড	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.৫.৪] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৬] সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ	[১.৬.১] সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা	সহকারী কমিশনার (ভূমি), সহকারী/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সহকারী/অতিরিক্ত যুগ্ম জেলা জজ, সহকারী বন সংরক্ষকসহ সকল ক্যাডার কর্মকর্তাদের জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৭] ভূমি অধিগ্রহণ	[১.৭.১] মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব	সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে প্রাপ্ত অধিগ্রহণ প্রস্তাবসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন	ভূমি মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসক	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.৭.২] সি এল এসি কর্তৃক অনুমোদিত অধিগ্রহণ প্রস্তাব	সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে প্রাপ্ত অধিগ্রহণ প্রস্তাবসমূহ কেন্দ্রিয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদন	ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৮] ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি	[১.৮.১] রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক মিসকেস নিষ্পত্তিকরণ	সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন মিস কেস নিষ্পত্তিকরণ	সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), ভূমি আপিল বোর্ড	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.৯] সার্টিফিকেট কেস নিষ্পত্তি	[১.৯.১] সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সার্টিফিকেট মোকদ্দমা	বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের লক্ষ্যে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তিকরণ	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি)	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১০] ভূমি আপীল বোর্ডের আপীল মামলা নিষ্পত্তি	[১.১০.১] নিষ্পত্তিকৃত আপীল মামলা	ভূমি আপীল বোর্ড কর্তৃক অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন রাজস্ব মামলার আপীল শুনানি অন্তে রায় প্রদান	ভূমি আপীল বোর্ড	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১১] নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	[১.১১.১] নিরীক্ষাকৃত অফিস	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার ভূমি অফিস, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এস এ, এল এ, ভিপি শাখা, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডস অফিস নিরীক্ষা।	হিসাব নিয়ন্তক (রাজস্ব)	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.১১.২] নিষ্পত্তিকৃত অডিট (রাঃ) আপত্তি	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার ভূমি অফিস, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এস এ, এল এ, ভিপি শাখা, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডস অফিস অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিকরণ।	হিসাব নিয়ন্তক (রাজস্ব)	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১২] ভূমি অফিস নির্মাণ	[১.১২.১] নির্মাণকৃত উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ নির্মাণ	ভূমি মন্ত্রণালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১৩] খাসজমি/সরকারি সম্পত্তি অবৈধ দখল মুক্ত করণ	[১.১৩.১] অবৈধ দখল মুক্তকৃত খাসজমি/সরকারি সম্পত্তি	খাসজমি/সরকারি জমি অবৈধ দখলদার হতে মুক্তকরণ	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), ভূমি মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১৪] পদ সৃজন, নিয়োগ ও পদায়ন	[১.১৪.১] পূরণকৃত শূন্য পদ	ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অফিসসমূহের শূন্য পদ পূরণ	জেলা প্রশাসক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ ও মন্ত্রণালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১৫] পরিবীক্ষণ ও তদারকি	[১.১৫.১] পরিদর্শনকৃত অফিস	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তদারকির লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শন	মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তরসমূহ	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.১৫.২] পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন	ভূমি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.১৫.৩] ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন	মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন	ভূমি মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[২.১] মৌজা জরিপকরণ	[২.১.১] জরিপকৃত মৌজা	দেশের বিভিন্ন এলাকার মৌজাসমূহ জরিপ করণ	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.২] স্বত্বলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশ	[২.২.১] প্রস্তুতকৃত স্বত্বলিপি	ভূমি মালিকানা স্বত্বলিপি প্রস্তুতকরণ	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.২.২] স্বত্বলিপি প্রকাশ	ভূমি মালিকদের জ্ঞাতার্থে স্বত্বলিপি প্রকাশ	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.২.৩] মুদ্রিত ভূমি স্বত্বলিপির গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রকাশ ও হস্তান্তর	প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত স্বত্বলিপি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থাগ্রহণ এবং প্রকাশিত গেজেট ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের হস্তান্তর	ভূমি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৩] স্বত্বলিপি হস্তান্তর	[২.৩.১] ভূমি মালিকদের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর	ভূমির মালিকদের নিকট প্রস্তুতকৃত ও প্রকাশিত স্বত্বলিপি হস্তান্তর	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, জেলা প্রশাসক	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.৩.২] ভূমি রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর	ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), জেলা প্রশাসক এর নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৪] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি	[২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ	দেশের অভ্যন্তরে সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.৪.২] সংরক্ষণ ও মেরামতকৃত সীমানা পিলার	প্রতিবেশী দেশসমূহের অভ্যন্তরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার সমূহ সংরক্ষণ ও মেরামত করা	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.৪.৩] যৌথভাবে সীমানা পরিদর্শন	প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিদর্শন	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.৪.৪] যৌথ সীমান্ত সম্মেলন	প্রতিবেশী দেশসমূহের সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ে যৌথ সম্মেলন	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.৪.৫] যৌথ জরিপের সুপারিশের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে যৌথ জরিপপূর্বক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[২.৫] স্বত্বলিপি, কম্পিউটারে সংরক্ষণ	[২.৫.১] সিএস,এসএ ও আরএস খতিয়ান কম্পিউটারাইজডকৃত	জেলা রেকর্ড রুমে রক্ষিত সিএস, এস এ, ও আর এস খতিয়ানসমূহ সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে টাইপ করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয় বা জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে সরবরাহ করা হয়।	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসক	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.১] কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৩.১.১] বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ	ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করার লক্ষ্যে কৃষি খাস জমি চিহ্নিতকরণ	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[৩.১.২] বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমির পরিমাণ	সারাদেশে ভূমিহীন কৃষকদের বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমির পরিমাণ	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[৩.১.৩] শনাক্তকৃত ভূমিহীন	সারাদেশে ভূমিহীন কৃষকদের সনাক্তকরণ	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[৩.১.৪] নিষ্পত্তিকৃত বন্দোবস্ত মোকদ্দমা	ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের উদ্দেশ্যে সৃজিত বন্দোবস্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণ	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.২] অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৩.২.১] বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমি	অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কৃষি কাজ ব্যতিত অন্যান্য প্রয়োজনে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক, ভূমি মন্ত্রণালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৩] গুচ্ছগ্রাম সৃজন	[৩.৩.১] গৃহহীনদের জন্য নির্মাণকৃত ঘর	বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের খাসজমিতে ১৫ বা তদূর্ধ্ব পরিবারকে এক জায়গায় খাসজমি প্রদানসহ গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক, ভূমি মন্ত্রণালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা
[৪.১] আইন ও বিধি-বিধানসমূহ যুযোপযোগীকরণ	[৪.১.১] প্রস্তুতকৃত যুযোপযোগীকৃত আইনের তালিকা	ভূমি সংক্রান্ত অতি পুরাতন আইনসমূহ যুযোপযোগীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ	ভূমি মন্ত্রণালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[৪.১.২] প্রণয়নকৃতব্য নতুন আইনের খসড়া	প্রয়োজন অনুসারে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করণ	ভূমি মন্ত্রণালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[৪.১.৩] প্রণয়নকৃত নতুন আইন	নতুন আইন প্রণয়ন	ভূমি মন্ত্রণালয়/আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/জাতীয় সংসদ সচিবালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[৪.১.৪] বাংলা ভাষায় অনুদিত আইন/বিধি-বিধান	ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ আইনগুলি বাংলা ভাষায় রুপান্তর করা	ভূমি মন্ত্রণালয়	মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

সংযোজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থা-এর নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
অন্যান্য	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	প্রণয়নকৃত নতুন আইন	আইন প্রণয়ন	ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন কানুন তৈরিতে সহায়তা প্রদান	আইন প্রণয়নে বাধাগ্রস্থ
অন্যান্য	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা	কর্মকর্তা মনোনয়ন	ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন কানুন, সার্কুলার ইত্যাদি জানা থাকলে সেবা দেয়া সহজ হবে।	উন্নততর সেবা প্রদান ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যহত হবে।
অন্যান্য	আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমির পরিমাণ	কবুলিয়াত রেজিস্ট্রেশন	দলিল রেজিস্ট্রেশনের সাথে সাব-রেজিস্ট্রারবৃন্দ সম্পৃক্ত	কবুলিয়ত রেজিষ্ট্রেশন ছাড়া কবুলিয়ত প্রদান অর্থহীন
মন্ত্রণালয়	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সার্টিফিকেট মোকদ্দমা	পুলিশি সহায়তা	সার্টিফিকেট মামলায় ওয়ারেন্ট তামিল কর্মকান্ডে পুলিশি সহায়তা	সার্টিফিকেট মামলায় ওয়ারেন্ট তামিল কার্যক্রম ব্যহত হবে
অন্যান্য	সড়ক ও সেতু বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সংস্থা)	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ	উল্লিখিত মন্ত্রণালয়সহ দেশের আরোও কতিপয় দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের কাছে বিপুল পরিমান ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া রয়েছে। বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ	রাজস্ব আদায় হ্রাস

তৃতীয় অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ/শাখার কার্যাবলী

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীকে বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত

ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল চাহিদার উৎস। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে নগরায়নের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নদী ভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমশই কৃষি ভূমির পরিমাণ সংকুচিত হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীনে দু'প্রকারের খাসজমি আছে, কৃষি খাস জমি এবং অকৃষি খাস জমি। সারাদেশে মোট কৃষি খাস জমির পরিমাণ ২০৭৩৬৬৭.৭৩ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমির পরিমাণ ৬১২৭২০.৮৮৫ একর। সারাদেশে অকৃষি খাস জমির পরিমাণ ২২৪১৫২৩.৩৭ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য অকৃষি খাস জমির পরিমাণ ১০৫০৭৭৭.১৩ একর। নিম্নে বিভাগভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি খাস জমির তালিকা প্রদত্ত হলো।

বিভাগের নাম	মোট খাসজমি (একরে)			বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমি (একরে)		
	কৃষি	অকৃষি	কৃষি/অকৃষি মোট	কৃষি	অকৃষি	কৃষি/অকৃষি মোট
১	২	৩	৪	৫	৫	৬
ঢাকা	১৭৭৩৯৫.৯৩১৯	২৫৮১০২.২৬১৩	৪৩৫৪৯৮.১৯৩২	৬৫৭৫০.০৩১৬	১০৭৮১.৮১৫৩	৭৬৫৩১.৮৪৬৯
ময়মনসিংহ	১০৬০৬২.১৮	৮৭৫২১.৯৩	১৯৩৫৮৪.১১	৭১৭৫৪.৮	১৪৭২.২২৬	৭৩২২৭.২৬
চট্টগ্রাম	১১২৬০৯০.৮০১	১২৬৭১২৪.৮৩০৭	২৩৯৩২১৫.৯২৪১	২৪০৮৫৭.০৬	১০১৮৭৪৬.৮০৫৩	১২৫৯৬০৩.৮৬৫৩
সিলেট	১৪৩০১৮.৫৯১	২১৪৪৬৮.৩৩৩১	৩৫৭৪৮৬.৯২৪১	৪৮৯৯২.০৫০৪	১৩০৯১.৯৯৮১	৬২০৮৪.০৪৮৫
রাজশাহী	১১৪৭২৪.৯৯৮১	১৬৩৫৪৮.৭৬৮৯	২৭৮২৭৩.৭৬৭	৪১১০৭.২২০৮	২৬১৯.৩৯৬৭	৪৩৭২৬.৬১৭৫
খুলনা	৯৪৫০১.৩৫৭৬	১৩২৭৫৭.০৯৪৪	২২৭২৫৮.৪৫২	৪৬১১৬.১৬৫৪	১১৬৭.৭৭৪৫	৪৭২৮৩.৯৩৯৯
রংপুর	১৩৯৫০৪.১৭	১১৬৭৫৬.২	২৫৬২৬০.৩৭	৭৪৯৫৫.০০	২০৯১.০০	৭৭০৪৬.০০
বরিশাল	১৭২৩৬৯.৭	১২৪৩.৯৫৫৩	১৭৩৬১৩.৬৫৫৩	২৩১৮৮.৫৫৬৯	৮০৬.১০৯৩	২৩৯৯৪.৬৬৬২
সর্বমোট	২০৭৩৬৬৭.৭৩	২২৪১৫২৩.৩৭		৬১২৭২০.৮৮৫	১০৫০৭৭৭.১৩	--------

ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাসজমির উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথক দুটি নীতিমালা রয়েছে। কৃষি এবং অকৃষি খাসজমি বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৭ এর আলোকে সারা দেশে ২০০৯ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে ১,৯২,২৫৩টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ৯৮৯৩৯.০১৪৭ (আটানব্বই হাজার নয়শত ঊনচলিশ দশমিক শূণ্য এক চার সাত) একর কৃষি খাস জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১১,৯৯৬ ভূমিহীন পরিবারকে মোট ৫০০৭.৩৮৯৮ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে। কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পুনর্বাসনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক পরিবারকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে এ সকল কৃষক পরিবার স্বনির্ভরতা অর্জনসহ দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরাসরি অবদান রাখছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় খাসজমি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিহীন পরিবার এবং তাদের নামে বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমির পরিমাণ (বিভাগভিত্তিক তালিকা) পরের পৃষ্ঠায়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিভাগওয়ারী হিসাব (জুন/২০১৮ পর্যন্ত)

বিভাগের নাম	বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি (একর)	ভূমিহীন পরিবার
ঢাকা	৬৪৬.৯২৪১	২৫২৬
ময়মনসিংহ	১০৪.৭	৪৯০
রংপুর	২১৭.১	১৬৯৫
খুলনা	১৬৭.১৬০০	১৪৭৪
চট্টগ্রাম	৩৪৬৮.০০	৩৬২৫
রাজশাহী	১২৫.৪৭০৫	১৩০৯
বরিশাল	১৬৭.৫১৩১	৪৬৩
সিলেট	১১০.৫২২১	৩৯৪
সর্বমোট	৫০০৭.৩৮৯৮	১১৯৯৬

অপরদিকে অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫ এর আওতায় দেশের শিল্প বাণিজ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারী আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বৃদ্ধিতে এবং গবাদি পশু ও হাঁসমুরগীর খামার স্থাপনে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অনুকূলে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে মোট ৫২১৩.৩৯৪৬ একর অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

বন্দোবস্ত প্রদানকৃত এই জমির তথ্য নিম্নরূপ

বেজা	হাইটেক	মুক্তিযোদ্ধা	বিভিন্ন বাহিনী	ব্যক্তি, শিক্ষা, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	মোট
৪১৩১.১৯	৫৫.১২১৭	২.২৬৬৪	৩১.৮৬৭৫	৯৯২.৯৪৯	৫২১৩.৩৯৪৬

চা বাগান

সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ চা বাগানের মালিক সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়। চা ভূমির লীজ প্রদান, লীজ নবায়ন, উপযুক্ত জমিতে নতুন চা বাগান সৃজন ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত দায়িত্ব। বর্তমানে ইজারা দেয়া সরকারি চা বাগানের সংখ্যা ১৬০টি, ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা ১৩৯ এবং ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা ২১।

চা বাগান ইজারা প্রদান ও ইজারা নবায়ন এবং নতুন ভূমিতে চা বাগান সৃজন বিষয়ক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, এছাড়া ইজারাবর্হিভূত বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। সারাদেশে মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা, ইজারাকৃত চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা এবং ইজারাবিহীন চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো।

মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন			ইজারাকৃত চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন			ইজারাবিহীন চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন		
০১।	মৌলভীবাজার	৯২টি	০১।	মৌলভীবাজার	৮৪টি	০১।	মৌলভীবাজার	০৮টি
০২।	সিলেট	১৯টি	০২।	সিলেট	১৫টি	০২।	সিলেট	০৪টি

০৩।	হবিগঞ্জ	২৪টি	০৩।	হবিগঞ্জ	২৩টি	০৩।	হবিগঞ্জ	০১টি
০৪।	চট্টগ্রাম	২৩টি	০৪।	চট্টগ্রাম	১৭টি	০৪।	চট্টগ্রাম	০৬টি
০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০১টি	০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	-	০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০১টি
০৬।	রাঙ্গামাটি	০১টি	০৬।	রাঙ্গামাটি	-	০৬।	রাঙ্গামাটি	০১টি
	সর্বমোট =	১৬০টি		সর্বমোট =	১৩৯টি		সর্বমোট =	২১টি

সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উপরোক্ত ১৬০টি চা বাগান ছাড়াও পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ব্যক্তিগত জমিতে ২৬টি চা বাগান সৃজন করা হয়েছে।

চা বাগান সংক্রান্ত কিছু তথ্যাদি

১. ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মোট চা বাগান সংখ্যা - ১৬০টি।
২. ইজারাকৃত চা বাগান সংখ্যা - ১৩৯টি।
৩. ইজারাবিহীন চা বাগান সংখ্যা - ২১টি।
৪. ২০১০ সালে চা বাগান ইজারা চুক্তি/নবায়ন চুক্তির শর্তাবলি আধুনিকায়ন করে একটি গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।
৫. চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৭ পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা

ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় মোট অনুমোদিত পদ ৩৫৩৮৮টি। তার তন্মধ্যে পূরণকৃত পদ ২৬৬৩০টি এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৮৭৫৮টি। শূন্য পদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ৫৫৭টি, ২য় শ্রেণীর ৫৩৬টি এবং ৩য় শ্রেণীর ৫০৮০টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর পদ ২৫৮৫টি। শূন্য পদের মধ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের শূন্যপদ ৪৬০৮টি । নিয়োগবিধি চূড়ান্ত না থাকায় উক্ত শূন্যপদসমূহে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা।

সারা দেশে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মঞ্জুরীকৃত পদ ৪৯৮টি। এর মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে কর্মরত রয়েছে মোট ৩৬৩ জন এবং শূন্য পদ রয়েছে মোট ১৩৫টি।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের জন্য ৪৯৪টি ডাবল কেবিন পিক আপ ও ৪৯৪ জন ড্রাইভার পদ TO&E তে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। জেলায় রাজস্ব প্রশাসনে ৩য় শ্রেণীর ৩৪৬ টি ও ৪র্থ শ্রেণীর ১০০টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। জরিপ বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগের জন্য ৩৫টি পদের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে এবং ভূমি সংস্কার বোর্ডের ৫টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

সারাদেশে দুজন ভূমি হুকুমদখল কর্মকর্তা পদায়ন রয়েছে। রেভেনিউ ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে কোন কর্মকর্তা পদায়ন নেই।

২৮-১২-২০১৬ তারিখের ৭৫০ নং স্মারকে মাঠ পর্যায়ের কর্মরত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রকার ছুটি পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরির ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা

মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিসসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ/স্থানীয়/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নামে একটি পূণার্ঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের কর্মকর্তাদের ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ৩/এ নীলক্ষেত, ঢাকায় অবস্থিত। তাছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত প্রথম শ্রেণির ক্যাডার, নন ক্যাডার কর্মকর্তা, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রশাসন অনুবিভাগ হতে দেয়া হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ে যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে তার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ।

কর্মকর্তা / কর্মচারীর পর্যায়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণ ঘন্টা
১ম শ্রেণি	২১৮	২৭১৩
২য় শ্রেণি	১৫৩	১৩৭৫
৩য় শ্রেণি	৮৬	৭৫২
৪র্থ শ্রেণি	১৩৩	১৪৬৭
মোট	৫৯০	৬৩১১

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ৫৯০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাজস্ব বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)' হতে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন কানুন ও নীতিমালা, ভূমি জরিপসহ রেকর্ড সংরক্ষণ, সংশোধন এবং ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন কানুন সম্পর্কে ৫৫ টি কোর্সে ১৯০ জন কর্মকর্তা এবং ১৬০৩ জন কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হতে ভূমি জরিপ, ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে, জি আই এস কোর্স, জিপিএস কোর্স, আইসিটি ইত্যাদি ট্রেডে মোট ৫৯০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মোট ১৫০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২২১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট ৫৩৩৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মানবসম্পদ উন্নয়ন ও রাজস্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

মাঠপ্রশাসন এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার, ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা/ কর্মচারী, মন্ত্রণালয়ের কর্মরত ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রশাসন-৩ অধিশাখায় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ২ (দুই) টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

সায়রাত মহল

জলমহাল, বালুমহাল, চিংড়িমহাল, লবণমহাল, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সায়রাত অনুবিভাগকে ০২টি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। সায়রাত শাখা-০১ হতে জলমহাল ব্যবস্থাপনার কার্যাদি নিস্পন্ন করা হয় এবং সায়রাত শাখা-২ হতে বালুমহাল, লবণমহাল, চিংড়িমহাল, হাটবাজার ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্যমহাল সংক্রান্ত কার্যাদি নিস্পন্ন করা হয়। দেশের সরকারি বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমান সরকারের মেয়াদ শুরুর প্রাক্কালে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ প্রণীত হয়েছে ।

সায়রাত শাখার কার্যাবলী

১. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ২০ একরের উর্দ্ধে (বদ্ধ) জলমহালগুলো বিভিন্ন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর অনুকূলে ছয় বছর মেয়াদের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়।

২. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর ৫(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক জেলা হতে তিন বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে।
৩. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর ৬(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল তিন বছর মেয়াদে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে ইজারা প্রদান করা হয়।
৪. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা।
৫. সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্পে জলমহাল হস্তান্তর।
৬. জলমহাল সংক্রান্ত আইন/বিধি/পরিপত্র/নীতি প্রণয়ন ও সংশোধন এবং
৭. সায়রাত সংক্রান্ত যে কোন বিষয়।

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী ১৪২৫-১৪৩০ বাংলা সনে উন্নয়ন প্রকল্পে জলমহাল ইজারা

১৪২৫-১৪৩০ বাংলা সন মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর অনুকূলে ইজারাকৃত জলমহালের সংখ্যা- ২০৮টি ।

জলমহালের সংখ্যা

জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে- ২০ একরের উর্দ্ধে জলমহালের সংখ্যা ২,৩০৭টি এবং ২০ একরের নীচে জলমহালের সংখ্যা ৩৫,৩৩৯টি।

অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা

মা মাছ সংরক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় মন্ত্রণালয় হতে আদেশের মাধ্যমে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে।

১) গাজীপুর জেলার 'কামশন বিল', 'আউলা বিল', 'গলাচিপা কুম বিল', 'গাবতলী বিল' এবং 'সৈয়দপুর কুম' জলমহাল ।
২) শেরপুর জেলার 'মালিজি নদীর ধেয়ার কুর' জলমহাল।
৩) মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন 'যদুরিয়া বিল (হাইল হাওড়)' ও 'চাপড়া মাগুরা বিল (বাইক্কা বিল)' এবং 'হাকালুকি হাওড়'।
৪) সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা ও তাহেরপুর উপজেলাধীন 'টাংগুয়ার হাওড়'।
৫) নেত্রকোণা জেলার 'ফরিদপুরের ঘোনা' জলমহালটি অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

রাজস্ব আয়

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে জলমহাল হতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৮৪,২৪,২৪,৮৫৭.৭৮ (চুরাশি কোটি চব্বিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত সাতান্ন দশমিক সাত আট) টাকা।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পে হস্তান্তরিত জলমহালের সংখ্যা

১. স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন সিবিআরএমপি (হিলিপ) প্রকল্পে ১২.০৯.১৬ তারিখ থেকে ১০.০৫.১৬ তারিখ পর্যন্ত ৪১১টি জলমহাল হস্তান্তরিত হয়েছে।
২. পরিবেশ ও বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন ক্রেল প্রকল্পে ২৮.০২.১৬ তারিখ থেকে ২৯.০৫.১৭ তারিখ পর্যন্ত ১৯টি জলমহাল সমঝোতা স্মারকের আওতায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রকল্প /কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে নিমগাছি প্রকল্পে ৭৮৩টি পুকুরসহ মোট ৮৩৮টি জলমহাল হস্তান্তর করা হয়েছে।

নিম্নবর্ণিত জলমহালগুলো ঐতিহ্যবাহী/দর্শনীয় হিসেবে মন্ত্রণালয় হতে আদেশের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে

১. দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন 'রামসাগর দিঘী'।
২. সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলাধীন 'হরা সাগর'।
৩. রাঙ্গামাটি জেলার 'কাপ্তাই লেক'।
৪. বরিশাল জেলার 'দূর্গাসাগর'।

হাট-বাজার

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২০ ধারা মোতাবেক জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাজারসমূহ সরকারের মালিকানায় ন্যস্ত হয়। হাট ও বাজার (স্থাপন ও অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এর ৩ ধারা মোতাবেক (১) বর্তমানে বলবৎ অপর কোন আইনে যাহা কিছু বর্ণিত থাকুক না কেন সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সরকার ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় এবং উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এ উপধারা (১) এর দফা (খ) এর আওতায় ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর স্থাপিত যে কোন হাট ও বাজার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ হতে অধিগ্রহণ করতে পারবে, (২) কোন হাট বা বাজার সম্পর্কিত বিষয়ে উপধারা (১) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার তারিখ হতে অনুরূপ হাট বা বাজার দায়মুক্তভাবে সরকার বরাবর অর্পিত হবে, (৩) উক্ত অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধির আলোকে নির্ধারিত পন্থায় উপধারা (১) এর অধীন প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কালেক্টর কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া সরকারি খাস মহলের অন্তর্ভুক্ত জমিতে স্থানীয় জনগণের সুবিধার্থে কালেক্টর কর্তৃক প্রস্তাবিত হাট-বাজারসমূহ ভূমি ব্যববস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০ এর ২২৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা বা বিলুপ্ত করা হয়। যে সূত্রে বা যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন এ সকল হাট বাজার সম্পূর্ণরূপে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মালিকানায় ন্যস্ত। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও পৌর কর্পোরেশন ইত্যাদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে হাট-বাজার হতে প্রাপ্ত আয় এ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বন্টনের জন্য কেবল মাত্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদান করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ সালে হাট-বাজার ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হল

বিভাগের নাম	মোট হাট-বাজারের সংখ্যা	ইজারাকৃত হাট-বাজারের সংখ্যা	অ-ইজারাকৃত হাট-বাজারের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
ঢাকা বিভাগ	১,৫২০ টি	১২৩৫টি	২৮৫ টি	৫৯,৮২,০৭,৮১০/-	
চট্টগ্রাম বিভাগ	১৮০৪ টি	১৩৪২ টি	৪৬২ টি	৫৫,৬৮,৫০,৯৫৯/-	
রাজশাহী বিভাগ	১৩২১ টি	১১৫৩ টি	১৬৮ টি	১০৯,১১,৮৬,৩০৫/-	
খুলনা বিভাগ	১৪১০ টি	১২১৬ টি	১৯৪ টি	৩৯,৭২,০৪,৩১১/-	
বরিশাল বিভাগ	১০১১ টি	৮৩২ টি	১৭৯ টি	২২,৬৩,৬৬,৭২১/-	
রংপুর বিভাগ	১২৭৩ টি	১০৫৪ টি	২১৯ টি	১০৭,০৩,৯৩,০৬৪/-	
সিলেট বিভাগ	৫০৮ টি	৩২৪ টি	১৮৪ টি	৯,১৬,৬৮,৬৯৫/-	
ময়মনসিংহ বিভাগ	৯০০ টি	৭১০ টি	১৯০ টি	৩৮,৩৭,৯৩,৯০৬/-	
সর্বমোট=	৯,৭৪৭ টি	৭৮৬৬ টি	১৮৮১ টি	৪৪১,৫৬,৭১,৭৭১/-	

বাংলাদেশে ৮টি বিভাগে মোট হাট-বাজারের সংখ্যা ৯,৭৪৭টি, তন্মধ্যে ইজারা প্রদত্ত হাট-বাজার ৭,৮৬৬টি, ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ ৪৪১,৫৬,৭১,৭৭১/- (চারশত একচল্লিশ কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ একাত্তর হাজার সাতশত একাত্তর)। উক্ত ইজারা মূল্যের ৫% ভূমি মন্ত্রণালয়ের আয় হিসেবে ভূমি রাজস্ব খাতে জমা হয়ে থাকে।

বালুমহাল

বালুমহাল ব্যবস্থাপনা, ইজারা প্রদান, এ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, বালুমহাল হতে পরিকল্পিতভাবে বালু ও মাটি উত্তোলন ও বিপণন, এর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয় এবং আইন এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়। এ আইন অনুযায়ী বালুমহাল ঘোষণা, ইজারা প্রদান, বিপণন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়েছে। সরকার ঘোষিত বালুমহালগুলো প্রতি বাংলা সনের ১লা বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত ১ (এক) বছরের জন্য উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হয়।

২০১৭-১৮ সালে বালুমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগওয়ারী তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলো।

বিভাগের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	অ-ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
ঢাকা বিভাগ	১২৬ টি	২৫ টি	১০১ টি	৩,৮৬,০৯,৬০৫/-	
চট্টগ্রাম বিভাগ	২০০ টি	১১৮ টি	৮২ টি	৯,৮৩,০৪,৭৪৮/-	
রাজশাহী বিভাগ	৭৫ টি	৫৩ টি	২২ টি	৬,২৫,৮২,২৪৯/-	
খুলনা বিভাগ	৫৭ টি	২২ টি	৩৫ টি	১,৭৮,০৯,০০০/-	
বরিশাল বিভাগ	৫৭ টি	৩০ টি	২৭ টি	১,৬৬,৮৩,৮০২/-	
রংপুর বিভাগ	৬৪ টি	৬০ টি	০৪ টি	৪,৬৬,২৩,১৪৭/-	
সিলেট বিভাগ	৯৪ টি	৫০ টি	৪৪ টি	৮,৯৭,৪৫,৮৫৩/-	
ময়মনসিংহ বিভাগ	৩৩ টি	২৩ টি	১০ টি	৯,৭১,৩৯,১০০/-	
সর্বমোট=	৭০৬ টি	৩৮১ টি	৩২৫ টি	৪৬,৭৪,৯৭,৫০৪/-	

সমগ্র দেশে ৮টি বিভাগে মোট বালুমহাল ৭০৬টি, ইজারাকৃত বালুমহাল ৩৮১টি, ইজারাবাবদ প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ৪৬,৭৪,৯৭,৫০৪/- (ছেচল্লিশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত চার টাকা) মাত্র।

চিংড়ী মহাল

চিংড়ী একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় পণ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এ খাতকে ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার চিংড়ী চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়ীমহাল হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে চিংড়ীমহালের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং চিংড়ী উৎপাদন বিষয়ে ভূমি সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য চিংড়ীমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯২ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার লক্ষ্য শুধু চিংড়ী উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন নয় সেই সাথে উৎপাদন সংশ্লিষ্ট চাষীর আর্থ সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত চিংড়ীর মান আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের অবস্থানে উন্নিতকরণ। এ নীতিমালার ফলে চিংড়ীমহাল ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে।

২০১৭-১৮ সালে চিংড়ীমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলো।

বিভাগের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
চট্টগ্রাম বিভাগ	১৫৬৬ টি	১৩৬০ টি	২,৭৯,২৭,৫৮০/-	
খুলনা বিভাগ	১৯ টি	১৩ টি	৬,৮৭,৬৫০/-	
বরিশাল বিভাগ	০২ টি	০১ টি	৩,৬১,৪৮০/-	
সর্বমোট=	১৫৮৭ টি	১৩৭৪ টি	২,৮৯,৭৬,৭১০/-	

দেশের চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং খুলনা বিভাগে মোট চিংড়ীমহাল - ১৫৮৭টি, ইজারাকৃত চিংড়ীমহাল ১৩৭৪টি, ইজারা বাবদ টাকার পরিমাণ ২,৮৯,৭৬,৭১০/- (দুই কোটি উননব্বই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশত দশ টাকা)। ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে সরকারি কোন চিংড়ীমহাল নেই।

লবণ মহাল

লবণ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার একটি আবশ্যক উপাদান। জাতীয় স্বার্থে এ উপাদানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য লবণ চাষ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে লবণমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার ফলে লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত তৃনমূল চাষীদের আর্থ সামাজিক অধিকার নিশ্চিত হয়েছে, হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের উন্নয়ন। বাংলাদেশে শুধু চট্টগ্রাম বিভাগে লবণমহাল আছে। দেশে অন্য কোন বিভাগে লবণমহাল নেই।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে লবণমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি নিম্নরূপ

বিভাগের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত লবন মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
চট্টগ্রাম বিভাগ	১৫৫ টি	--	১,৭২,৩৫০/-	

আইন সংক্রান্ত সম্পাদিত কার্যাবলী

আইন অনুবিভাগের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে এই অনুবিভাগের কার্যাবলীকে চারটি শাখায় বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হয়। আইন শাখা-১, আইন শাখা-২, আইন শাখা-৩ ও আইন শাখা-৪। এই চারটি শাখার কার্যাবলীর মাধ্যমেই ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরের আইন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।

(ক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত সার্কুলার/আদেশ/পরিপত্র সংক্রান্ত সরকারি আদেশগুলোকে সংগ্রহ করে ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়েল ভলিউম-৩ প্রকাশ করা হয়েছে যা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে জেলা/উপজেলাসহ প্রশাসনিক সকল স্তরে পৌছানো হয়েছে।

(খ) ডিজিটাল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও পেন্ডিং মামলার সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনার বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ শেষ পর্যায়ে এবং ইতোমধ্যে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের কিছু মামলার ডাটা ইনপুট দেয়া হয়েছে। সফটওয়্যারটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা ব্যপক আকারে প্রচার/ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসকগণের নিকট প্রেরণ করা হবে।

(গ) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা ভূমি অফিস কর্তৃক নামজারি মামলার নিষ্পত্তিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল নোটিশ জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি হাটহাজারী উপজেলা ভূমি অফিসের নামে বিটিসিএল এর অনুমোদনক্রমে একটি ওয়েব পেজ (www.aclandhathazari.gov.bd) খোলা হয়েছে যার মাধ্যমে সেবা প্রার্থীরা তাদের নামজারি মামলার সর্বশেষ অবস্থা, নামজারি আবেদন ফরম ডাউনলোডসহ অন্যান্য তথ্য জানতে পারবে। চট্টগ্রাম জেলার মত সকল বিভাগে এ ধরণের নামজারি সংক্রান্ত ডিজিটাল নামজারি সফটওয়্যার প্রস্তুতের জন্য এবং সেবা প্রত্যাশী জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এবং নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি, জনভোগান্তি কমানো, টাকা ও সময়ের অপচয় রোধ করণ, দালালদের দৌরাত্ম্য কমানো এবং সর্বোপরি সেবা প্রত্যাশী জনগণকে সরাসরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং সকল জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত রিট মামলা/ সিভিল রিভিশন মামলা/এটি মামলা/কনটেম্পট মামলা/নামজারী মামলা নিষ্পন্ন হয়েছে

সন	রিট পিটিশন	সিভিল রিভিশন	এটি	কনটেম্পট	নামজারী
২০১৩	৪১৪ টি	০৪ টি	০১৪ টি	০৫ টি	৪৬ টি
২০১৪	৩১০ টি	০২ টি	০১২ টি	০১ টি	৪৪ টি
২০১৫	৩৪২ টি	০২ টি	০১ টি	০২ টি	২৮ টি
২০১৬	১১২৮ টি	০০ টি	২৮ টি	১০ টি	৪৮ টি
২০১৭ সেপ্টেম্বর	৮৬৭টি	০৪	২২টি	১১টি	৫১টি
মোট	৩০৬১ টি	১২ টি	৭৭ টি	২৯ টি	২১৭ টি

মিস মোকাদ্দমা

নামজারি মোকাদ্দমা, অর্পিত সম্পত্তি ইজারা মোকাদ্দমা, মোকাদ্দমার আদেশ পুন:বিবেচনা এবং নিম্ন আদালতের রায়ের উপর উচ্চ আদালতে আপিল মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলাগুলো মিস মোকাদ্দমা নামে পরিচিত। গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও ভূমি আপিল বোর্ড মিলে মোট ২২০২৯টি মিস মোকাদ্দমা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা

ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া হয়ে পড়লে বকেয়া কর আদায়ের জন্য ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আদালতে রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলা বকেয়া দাবী আদায় আইন ১৯১৩ মোতাবেক নিষ্পত্তি করে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সমস্ত দেশে ২৪৩২৮টি রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

অর্পিত সম্পত্তি

Defence of Pakistan Ordinance, ১৯৬৫ (Ord. No. XXIII of 1965) এবং তদাধীন প্রণীত Defence of Pakistan Rules, 1965 মোতাবেক তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত তথাকথিত শত্রু সম্পত্তি Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act, 1974 এর ৩(১) ধারা মোতাবেক সরকারে ন্যস্ত হয়; যাহা Vested and Non-resident Property (Administration) Act, 1974 এর ২(জি) ধারামতে অর্পিত সম্পত্তি বা Vested Property হিসেবে নামকরণ করা হয়। অর্পিত হিসাবে তালিকাভূক্ত সম্পত্তিসমূহ উহাদের বৈধ মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণের মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম মেয়াদে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১' প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে জনস্বার্থে আইনটি কয়েকবার (১ম সংশোধন ডিসেম্বর ২০০২, ২য় সংশোধন ডিসেম্বর ২০১১, ৩য় সংশোধন জুন ২০১২, ৪র্থ সংশোধন সেপ্টেম্বর ২০১২, ৫ম সংশোধন মে ২০১৩ এবং ৬ষ্ঠ সংশোধন অক্টোবর ২০১৩) সংশোধন করা হয়। অর্পিত সম্পত্তিসমূহ আইনানুগভাবে প্রত্যর্পণের নিমিত্তে সরকারের নিয়ন্ত্রণভূক্ত অর্পিত সম্পত্তি 'ক' তালিকার গেজেটে এবং অন্যান্য অর্পিত সম্পত্তি 'খ' তালিকার গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর অধীনে 'ক' তফসিলে প্রকাশিত দেশের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২,২০,১৯১.৭৪২১৫ একর। জেলা ভিত্তিক অর্পিত সম্পত্তির তালিকা পরের পৃষ্ঠায়।

ক্রমিক	জেলার নাম	অর্পিত সম্পত্তির 'ক' তালিকার গেজেটভুক্ত জমির পরিমাণ (একর)	ক্রমিক	জেলার নাম	অর্পিত সম্পত্তির 'ক' তালিকার গেজেটভুক্ত জমির পরিমাণ (একর)
(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)
০১।	ঢাকা	৭৬৯২.০০৩৮	৩২.	নওগাঁ	৯৪১৭.১৯৪৯
০২।	মুন্সিগঞ্জ	৭৫২৩.৫৪৪১	৩৩.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৮৮৯.৪১৯৯
০৩।	নারায়নগঞ্জ	১৮৩২.৬৯৭৯	৩৪.	পাবনা	৬৩৯৭.০৬
০৪।	মানিকগঞ্জ	৩৬৬০.৩৬৪৪৫	৩৫.	সিরাজগঞ্জ	৫৭০৩.৯০৮৬
০৫।	নরসিংদী	১৫৫৩.৭২৫০	৩৬.	বগুড়া	১৬৩০.২২
০৬।	গাজীপুর	৪২৯৭.২২৪৪	৩৭.	জয়পুরহাট	৭৩৪.১৯২৫
০৭।	ময়মনসিংহ	২২০৪.৫৬২	৩৮.	রংপুর	৯৮৯.২৩৮
০৮।	কিশোরগঞ্জ	২৩৯৯.৬৯২৭	৩৯.	কুড়িগ্রাম	২৪৩০.৫৪৫
০৯।	টাংগাইল	২৪২৮.১১০০	৪০.	গাইবান্ধা	১০৫৭.৬৯০০
১০।	নেত্রকোণা	৩৯৯৬.০৭০০	৪১.	নীলফামারী	১৯৬৫.৭৮৩৮
১১।	জামালপুর	৭৭১.৮৯২৬	৪২.	লালমনিরহাট	৭৪৫.৪৫০০
১২।	শেরপুর	৫৮৭১.৭২৭৩	৪৩.	দিনাজপুর	৭৬৪৫.১৬২১
১৩।	ফরিদপুর	৩৩১৯.৪৫৭	৪৪.	ঠাকুরগাঁও	৩২০২.৬৭৭৫
১৪।	শরীয়তপুর	১১০৫.৪০৩	৪৫.	পঞ্চগড়	৩৩৯৯.২৬
১৫।	মাদারীপুর	২০৭২.৮৭৫৮	৪৬.	খুলনা	১০৯৫২.৬৩
১৬।	গোপালগঞ্জ	৩৩৪১.৩৫০০	৪৭.	বাগেরহাট	৬৩৯৮.৯৭৭০
১৭।	রাজবাড়ী	২৪২২.৭৮৮৫	৪৮.	সাতক্ষীরা	১০৭০৪.৯৩
১৮।	চট্টগ্রাম	৮৯৬১.২৬০৫	৪৯.	যশোর	৫৪৬২.২৯
১৯।	কক্সবাজার	১১১২.১২৭৯	৫০.	ঝিনাইদহ	৪০৩০.৫১
২০।	লক্ষ্মীপুর	২২৮৬.০৮১৫৫	৫১.	নড়াইল	১৫৯৩.৬৫
২১।	চাঁদপুর	১৫৪৩.১৯২৪	৫২.	কুষ্টিয়া	২৩১৪.১০০৩
২২।	নোয়াখালী	২৯৭০.৪৩৮	৫৩.	মাগুরা	১৫০৫.৪৯০০
২৩।	ফেনী	১০৫৬.৬২০২	৫৪.	চুয়াডাঙ্গা	৯৫০.৫০৮৬
২৪।	কুমিল্লা	১৬২০.৬১১৪	৫৫.	মেহেরপুর	২৬২.৭৬০০
২৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩০৬.৯৭৯৭	৫৬.	বরিশাল	৮৭৬৮.৯৪২২
২৬।	সিলেট	৬৯৮৯.৮১০০	৫৭.	পটুয়াখালী	২৮৫৬.৮০৪৭
২৭।	সুনামগঞ্জ	১২৪০৪.৯৫৯০	৫৮.	ভোলা	২৩২০.৬২৭৫
২৮।	মৌলভীবাজার	২৯৭৬.০৮৩০	৫৯.	পিরোজপুর	৩১৩৬.৬৮২৮
২৯।	হবিগঞ্জ	৪৯৮২.৭৬৯৭	৬০.	বরগুনা	৯৫১.৫৭৩৭
৩০।	রাজশাহী	৩৪৪১.৪৬৯২৫	৬১.	ঝালকাঠি	৯৬০.৪৫৭৪
৩১।	নাটোর	২৬৬৭.১১৪৫		মোট=	২,২০,১৯১.৭৪২১৫

উক্ত 'ক' তফসিলভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত দেশের মোট মামলার সংখ্যা ১,১৮,১৭৩ টি। তন্মধ্যে ৭,৭৩৩ টি মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে এবং ৭,৪৯১ টি মামলায় আবেদনকারীর বিপক্ষে নিস্পত্তি হয়েছে। রায় মোতাবেক ৮,১৮৭.৫১৯৫৫ একর সম্পত্তি অবমুক্ত হয়েছে।

অপরদিকে 'খ' তফসিলে সারাদেশে মোট ৭,৪২,৪২১.২৪১৬৮ একর সম্পত্তি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৬ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী 'খ' তফসিল বাতিল করা হয়েছে। আইনের উক্ত বিধান অনুযায়ী 'খ' তফসিল এখন আর অর্পিত সম্পত্তি নহে। অর্থাৎ আইনগতভাবে উক্ত ৭,৪২,৪২১.২৪১৬৮ একর সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকা থেকে অবমুক্ত হয়েছে।

জেলা ভিত্তিক বিলুপ্ত 'খ' তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ

ক্রমিক	জেলার নাম	বিলুপ্ত 'খ' তালিকার গেজেটভুক্ত জমির পরিমাণ	ক্রমিক	জেলার নাম	বিলুপ্ত 'খ' তালিকার গেজেটভুক্ত জমির পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)
০১।	ঢাকা	২৩৪৯৯.৬৫৭১	৩২.	নওগাঁ	২৪৮৩০.১৭৫০
০২।	মুন্সিগঞ্জ	৬৩৪৫.৫০৬০	৩৩.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫৪৮২.৯২২০
০৩।	নারায়ণগঞ্জ	৭৪৪৫.৭৯২৭	৩৪.	পাবনা	১৩৯০৩.৫৩৭৬
০৪।	মানিকগঞ্জ	১০৪২২.৯৬৪২১	৩৫.	সিরাজগঞ্জ	১২৭৯৫.০৯৬৬
০৫।	নরসিংদী	৬১৫৫.৯০৮৩	৩৬.	বগুড়া	৬৪৮১.৫৮
০৬।	গাজীপুর	১৩১৭৩.২৯৪৩	৩৭.	জয়পুরহাট	২৫৩৭.৯৩৩০
০৭।	ময়মনসিংহ	৩৭২৩২.০৫২৩	৩৮.	রংপুর	৩৯৯৮.৪০৭৪
০৮।	কিশোরগঞ্জ	১৮২০৯.৮৫৮৫	৩৯.	কুড়িগ্রাম	৫৩৫৮.৩১৪৭৪
০৯।	টাংগাইল	৪৩০১০.৩৬০০	৪০.	গাইবান্ধা	২৬৪৬.২২৭৮
১০।	নেত্রকোণা	১৫৬০১.৫৩০	৪১.	নীলফামারী	৫২৯২.১৭৫৬
১১।	জামালপুর	৫৮৮২.০৪১১	৪২.	লালমনিরহাট	৩৬৪৬.৮৫৫
১২।	শেরপুর	২৬১৬০.৫৯৫	৪৩.	দিনাজপুর	১৫৬৫৬.৯১৪৫
১৩।	ফরিদপুর	৮৯৩৭.৭৬৫৫	৪৪.	ঠাকুরগাঁও	৩৫৩৮.০৬
১৪।	শরীয়তপুর	৪৪০৯.৮৫৫০	৪৫.	পঞ্চগড়	৪২৫৮.০০
১৫।	মাদারীপুর	৭০৭৪.৪৩১১	৪৬.	খুলনা	৭৬৪২.১০
১৬।	গোপালগঞ্জ	১৬৫০৪.৪৪৫০	৪৭.	বাগেরহাট	১৫৫৪৫.৫৩৫০
১৭।	রাজবাড়ী	৩২৮২.৩৮২৭	৪৮.	সাতক্ষীরা	২৫০৯১.১১
১৮।	চট্টগ্রাম	১৭২২২.৫৮৫৯	৪৯.	যশোর	২৩৭২০.১০
১৯।	কক্সবাজার	২৩৬৮.৪৭১৪	৫০.	ঝিনাইদহ	১১৯৩৮.৭১
২০।	লক্ষ্মীপুর	৬৯৮০.৫০৩৪	৫১.	নড়াইল	৯৫৮১.৫৮
২১।	চাঁদপুর	১২৪৬৭.৪০৮৩৩	৫২.	কুষ্টিয়া	৬৪৬৩.৬০৬৮
২২।	নোয়াখালী	৯১৫৮.০০৭	৫৩.	মাগুরা	৯২৭৪.৬৫০০
২৩।	ফেনী	৭৫৭১.৫৬৭৪	৫৪.	চুয়াডাঙ্গা	১৮৭৪৯.৫৬
২৪।	কুমিল্লা	৩৩৩১১.১৮৮৭	৫৫.	মেহেরপুর	৪৭৮৯.৭২
২৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১১৯০৬.৯০৯৬	৫৬.	বরিশাল	১৭৮৮৬.৬২৭৬
২৬।	সিলেট	১৬৯৬০.১০৬০	৫৭.	পটুয়াখালী	৭৩৭৩.৩৪৫
২৭।	সুনামগঞ্জ	১৮৫৪০.৭৫৩৩	৫৮.	ভোলা	৫৮৯৭.০৫৬৭
২৮।	মৌলভীবাজার	১৩৯৩০.০৩৮৩	৫৯.	পিরোজপুর	১১৬১০.৫১১৮
২৯।	হবিগঞ্জ	১২১৬৩.০৫৬৬	৬০.	বরগুনা	৩৭২৪.৮৮২৯
৩০।	রাজশাহী	১৭১২৭.৯৮৪১	৬১.	ঝালকাঠি	৭২১৩.৯৮৮
৩১।	নাটোর	১২৪৩৪.৯৩৯৮		মোট=	৭,৪২,৪২১.২৪১৬৮

'ক' তফসিলভুক্ত ও লীজকৃত সম্পত্তিতে ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে লীজমানির দাবী ছিল ৪০,৯২,৫৭,৬২৭/- টাকা তন্মধ্যে উক্ত অর্থ বৎসরে মোট ২০,১৫,৬৯,৮৮১/- টাকা আদায় করা হয়েছে।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি

The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (PO No-16 of 1972) জারির মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। অতপর এতদসংক্রান্ত বিষয়ে The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules 1972, The Bangladesh Abandoned Property (Land, Building and any Other Property) Rules 1972, Policy for disposal of Vested/Abandoned Properties 1982, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নগর এলাকাসমূহের বাড়ী ঘর) বিধিমালা ১৯৭২, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা ১৯৭২, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (শিল্প প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা ১৯৭২ এবং The Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance 1985 প্রভৃতি আইন ও বিধি বিধান জারি করা হয়। The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules, 1972 এর বিধি ৬ অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে উক্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও নিস্পত্তির জন্য ৭টি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। উল্লিখিত বিধি-বিধান দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ৬,০৬৮.৪৬৯৩ একর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তি ১নং খাস খতিয়ানে আনয়নের নিমিত্ত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণান্তে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ নিম্নরূপ।

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়ের নাম	জমির পরিমাণ (একর)
১।	ভূমি মন্ত্রণালয়	৫৪৬৫.৩৮০৮
২।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪৯৩.৩৩৫৪
৩।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৯৩.৮৬০০
৪।	শিল্প মন্ত্রণালয়	২.৯৪৩২
৫।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১.৫৫৩৫
৬।	তথ্য মন্ত্রণালয়	০.২৪২০
৭।	ধর্ম মন্ত্রণালয়	০.২৫০০
৮।	রেলওয়ে মন্ত্রণালয়	৮.৯০৪৪
৯।	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২.০০০০
	সর্বমোট =	৬,০৬৮.৪৬৯৩

বিনিময় সম্পত্তি

বাংলাদেশ হতে দেশত্যাগী হিন্দু এবং ভারত হতে বাস্তুত্যাগী হয়ে বাংলাদেশে আসা মুসলমানদের মধ্যে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ এর পূর্বে সম্পাদিত দলিলমূলে বিনিময়কৃত সম্পত্তিসমূহ বিনিময় সম্পত্তি নামে পরিচিত। এ সকল সম্পত্তি হস্তান্তরে সত্যতা যাচাইক্রমে প্রকৃত বিনিময়কারীগণের অনুকূলে নিয়মিত করণের কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সমাধানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে এবং মহানগর এলাকায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদনসহ কাগজপত্র পর্যালোচনায় জেলা প্রশাসকগণ উক্ত সম্পত্তি নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম অন্যতম। জমির শ্রেণি ও ব্যবহারভিত্তিক বাস্তবতার নিরিখে সরকারি রাজস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর সরকারের রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় ভূমি মন্ত্রী ও মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। বিগত অর্থ বছরে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছে সাধারণ ৪৪৭.৩৫ কোটি এবং সংস্থা ১২২৭. ১৩ কোটি টাকা, আদায়ের হার সন্তোষজনক।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ভূমি উন্নয়ন করের বিভাগভিত্তিক দাবি ও আদায় বিবরণী নিম্নরূপ

বিভাগের নাম	দাবি (সাধারণ)	পুঞ্জিভূত আদায় সাধারণ (টাকায়)	আদায় হার	দাবি (সংস্থা)	পুঞ্জিভূত আদায় সংস্থা (টাকায়)	আদায় % হার	সর্বমোট পুঞ্জিভূত আদায়ের % হার
ঢাকা	১৪৬০৬৯৩৭১৬	১৫০৪৭৯১৫৩৯	১০৩.০২%	১৫৩০৩৩৫৭৩৭	৫২৫৫২৪৭৮১	৩৪.৩৪	৬৭.৮৮
চট্টগ্রাম	৯৫৪১৬০২৯০	৯৫৫৯৫১৫২৯১০১	১০১.২৪%	৩৫৪৪৭৮৯৮৮৩	১৭৪৫৮৩৪১৯	৪.৯৩	২৫.৩৫
রাজশাহী	৫৯৯২৬৮৯২১	৫৯৭৪১০০৮৯	৯৯.৬৯%	৪৩৯৯১৪৭১৬	১১৩৪৩৭৭৩৫	২৫.৭৯	৬৮.৪০
খুলনা	৭৯৫৬৬৩৭৮৬	৯৭৬২৪৯৪৩৬	১০২.৯৬%	১১১৫১৫৫৬০৯	১১২৯৭৮৯৪০	১০.১৩	৪৫.৭৯
বরিশাল	২১৫০৭৭৯৪১	২১৭১১০৭৭৪	১০০.৯৫%	১০৫১৩০৯৬৬৬	৩৯২১২২৫১	৩৭.৩০	৮০.০৫
সিলেট	২৯১৭৪৪২৬৩	২৯৭৪০৯৮৩৭	১০১.৯৪%	১০৬৪৭৫৯৯১৯	১৪৫০৫৮৫৫২	১৩.৬২	৩২.৬২
রংপুর	৩১৩২৩১৭২২	৩৩১৯৯৭৭১৬	১০৫.৯৯%	৫৮২০৮১১৩৯	১০৩৩৭৫২৭৫	১৭.৭৬	৪৮.৬৩
ময়মনসিংহ	১১১৭১১১০৯	১৬৭৩২৪৯৪০	১৪৯.৭৮%	১৪৩৪৬৬০০৭	৫৫২৯১৭০৩	৩৮.৫৪	৮৭.২৪
মোট	৪৬৪১৫৫১৭৪৮	৪৭৯৮২৩৭৮৬০	১০৩.৩৮%	৮৫২৫৬২৯৯৪৬	১২৬৯৪৬২৬৫৬	১৪.৮৯	৪৬.০৮

নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণ কার্যক্রম সহজীকরণ

The state Acquistition & Tenancy Act, 1950 [28 of 1951] এর ১৪৩ ধারা মোতাবেক জমির খতিয়ান সঠিকভাবে সংরক্ষণের উপর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বাহুলাংশে নির্ভরশীল। The state Acquistition & Tenancy Act, ১৯৫০ এর ১৪৩, ১১৬ এবং ১১৭ ধারার মাধ্যমে কালেক্টর/রাজস্ব অফিসারের উপর নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর উপর ন্যস্ত। উত্তরাধিকার বা রেজিস্ট্রি দলিল এবং অন্যান্য সূত্রে হস্তান্তরের ফলে নামজারি-জমাভাগের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড হালকরণের জন্য একটি নির্ধারিত আবেদন ফরম প্রস্তুত করে পরিপত্রের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারি করা হয়েছে। এতে নামজারি-জমাভাগ আবেদনের ক্রমানুযায়ী মহানগরের ক্ষেত্রে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্য দিবস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য বলা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের ৩০-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৫৯৮নং পরিপত্রের মাধ্যমে নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণের ফি ১১৭০/- (এগারশত সত্তর) টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। নামজারি ও জমাভাগ ভূমি ব্যবস্থাপনায় একটি নিয়মিত কাজ এই কাজে জনহয়রানি হ্রাসে মন্ত্রণালয় নানা পদক্ষেপ নিয়েছে, যার সুফল মানুষ পেতে শুরু করেছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সারাদেশে মোট ১৩.৮১ লক্ষ নামজারি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

জনপ্রয়োজন বা জনস্বার্থে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়। প্রত্যাশী সংস্থার আবেদনমতে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ অনুসরণে স্বল্প সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ/হুকুমদখল করে প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে ন্যস্ত করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে যে সকল প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম, প্রত্যাশী সংস্থা এবং জমির পরিমাণ পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহের ছকে উপস্থাপন করা হলো।

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	জমির পরিমান
১।	১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক পটুয়াখালী সুপার থার্মাল প্ল্যান্ট প্রকল্প	২০১.৭৪ একর
২।	হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলায় মকার হাওর উপ-প্রকল্প	৯৪.৪৪ একর
৩।	হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলায় মকার হাওর উপ-প্রকল্প	১৪.২৯ একর
৪।	আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ) শীর্ষক প্রকল্প	২৭.৮৯৭১ একর
৫।	"চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপ লাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	৭.৩০০০ একর
৬।	"আনোয়ারা-ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন" শীর্ষক প্রকল্প	৬.৩৪১৫ একর
৭।	"আনোয়ারা-ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন" শীর্ষক প্রকল্প	০.৯৩৯০ একর
৮।	"চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপ লাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের	৩২.০৮০ একর
৯।	"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের	৫৫.০৯৩৫ একর
১০।	"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	৮৫.০৪০১ একর
১১।	চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগের অধীন "বড়তাকিয়া (আবু তোরব) থেকে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়ক" শীর্ষক প্রকল্প	২৬.১৯৪১ একর
১২।	"মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	৪০৭.৪৬ একর
১৩।	"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	৯২.৮৭৬৪ একর
১৪।	চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন শীর্ষক প্রকল্প	২৮.৪৪৮৩ একর
১৫।	চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগের অধীন "বড়তাকিয়া (আবু তোরাব) থেকে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়ক" শীর্ষক প্রকল্প	২২.১৮৭৩ একর
১৬।	বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন " Coastal Embankment Improvement Project, Phase- 1(CEIP-1)" শীর্ষক প্রকল্প	২০.৬১২৫ একর
১৭।	বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন " Coastal Embankment Improvement Project, Phase- 1(CEIP-1)" শীর্ষক প্রকল্প	২৮.৮২০৯ একর
১৮।	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় "মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-০৩" স্থাপন	৪৩৬.০২ একর
১৯।	পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার পোল্ডার নম্বর-৪৭/২ এর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও রেগুলেটর নির্মাণ	৫.৭০০৬ একর
২০।	"খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	১৪.৯৭৯২ একর
২১।	পিরোজপুর জেলার সড়ক বিভাগের অন্তর্গত রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া পিরোজপুর (জেড-৮৭০২) সড়কের বেকুটিয়া পয়েন্টে কঁচা নদীর উপরে ৮ম বাংলাদেশ-চীন-মৈত্রী সেতু নির্মাণ	৩২.৮৯৫ একর
২২।	"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	১০.১৭২৫ একর
২৩।	বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন " Coastal Embankment Improvement Project, Phase- 1(CEIP-1)" শীর্ষক প্রকল্প	১০৪.১২৩৯ একর
২৪।	বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন " Coastal Embankment Improvement Project, Phase- 1(CEIP-1)" শীর্ষক প্রকল্প	৭৮.৭৫৫১ একর
২৫।	বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন " Coastal	৩৩.০৪৮৮ একর
	Embankment Improvement Project, Phase- 1(CEIP-1)" শীর্ষক প্রকল্প	
২৬।	বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন " Coastal Embankment Improvement Project, Phase- 1(CEIP-1)" শীর্ষক প্রকল্প	৪৫.৩০০৮ একর
২৭।	"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	৪২.৫১০৫ একর

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	জমির পরিমান
২৮।	"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	৫১.১১৫০ একর
২৯।	"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	২৭.৬৩২৫ একর
৩০।	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় দেশের ৩য় সুমদ্র বন্দর (পায়রা সমুদ্র বন্দর) নির্মাণ	৭০২.১৮ একর
৩১।	৩য় সুমদ্র বন্দর বন্দরের জন্য লাইট হাউজ, পাইলট হাউজ, নিরাপত্তা ব্যারাকসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ	৭.৪৬ একর
৩২।	১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ	২৮৯ একর
৩৩।	বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন " Coastal Embankment Improvement Project, Phase- 1(CEIP-1)" শীর্ষক প্রকল্প	২৫.১৪৭০ একর
৩৪।	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় দেশের ৩য় সুমদ্র বন্দর (পায়রা সমুদ্র বন্দর) নির্মাণ	২০.০০ একর
৩৫।	লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ এর আওতায় বেড়ীবাধ নির্মাণ	৩৫.২৮ একর
৩৬।	খানজাহান আলী স্টলপোর্টকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিমান বন্দর হিসেবে নির্মাণের লক্ষ্যে " খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ"	৫২৯.০০ একর
৩৭।	"মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	৫০৫.৮১একর
৩৮।	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় দেশের ৩য় সুমদ্র বন্দর (পায়রা সমুদ্র বন্দর) নির্মাণ	৮৪১.৬৭ একর
৩৯।	চট্টগ্রাম জেলায় চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক পটিয়া উপজেলাধীন পটিয়া মৌজায় "ভান্ডালজুরী পানি সরবরাহ প্রকল্পের পটিয়া এলাকায় পানি রিজার্ভার নির্মাণ " শীর্ষক প্রকল্প	৪.৯৭ একর
৪০।	"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন মিটার গেজ ট্র্যাক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	২৭৮.৪৯০৮ একর
৪১।	"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন মিটার গেজ ট্র্যাক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	৫১৪.০০৯১ একর
৪২।	"মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	১৯২.৪৩ একর
৪৩।	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলাধীন পূর্ববড়ধলী ও দক্ষিণ চরচান্দিয়া মৌজায় ১০০ মেঃওঃ গ্রীড টাইড সোলার পার্ক স্থাপন	৩৪১.০৩৫০ একর
৪৪।	১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন	৬০৬.০৭ একর
৪৫।	পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ	৩৫.৪৬ একর
৪৬।	বরগুনা জেলার বরগুনা সদর উপজেলার পোল্ডার নং-৪১/৫ এর আওতায় বিকল্প বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	৩.৪৮৫ একর
৪৭।	"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	২১০.৪২৬০ একর
৪৮।	চট্টগ্রামস্থ "কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ"	৩৩.৪৮৫২ একর
৪৯।	১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক পটুয়াখালী সুপার থার্মাল প্ল্যান্ট প্রকল্প	২৪.৫৫৫ একর
৫০।	"আনোয়ারা-ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন" শীর্ষক প্রকল্প (clac)	২৮.৬০৫৬ একর
৫১।	"আনোয়ারা-ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন" শীর্ষক প্রকল্প (clac)	৫০.০৭৬০ একর
৫২।	অনন্যা আবাসিক এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (clac)	২৭.৮৮ একর
৫৩।	১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক পটুয়াখালী সুপার থার্মাল প্ল্যান্ট প্রকল্প	২০১.৭৪ একর
৫৪।	হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলায় মকার হাওর উপ-প্রকল্প	৯৪.৪৪ একর
৫৫।	হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলায় মকার হাওর উপ-প্রকল্প	১৪.২৯ একর
৫৬।	আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ) শীর্ষক প্রকল্প	২৭.৮৯৭১ একর
৫৭।	"চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপ লাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	৭.৩০০০ একর

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	জমির পরিমাণ
৫৮।	"আনোয়ারা-ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন" শীর্ষক প্রকল্প	৬.৩৪১৫ একর
৫৯।	আনোয়ারা-ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন শীর্ষক প্রকল্প	০.৯৩৯০ একর
৬০।	"চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপ লাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	৩২.০৮০ একর
৬১।	"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	৫৫.০৯৩৫ একর
৬২।	"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	৮৫.০৪০১ একর
৬৩।	চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগের অধীন "বড়তাকিয়া (আবু তোরব) থেকে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়ক" শীর্ষক প্রকল্পের	২৬.১৯৪১ একর
৬৪।	"মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	৪০৭.৪৬ একর
৬৫।	"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	৯২.৮৭৬৪ একর
৬৬।	চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন শীর্ষক প্রকল্প	২৮.৪৪৮৩ একর
৬৭।	চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগের অধীন "বড়তাকিয়া (আবু তোরাব) থেকে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়ক" শীর্ষক প্রকল্প	২২.১৮৭৩ একর
৬৮।	বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন " Coastal Embankment Improvement Project, Phase- 1(CEIP-1)" শীর্ষক প্রকল্প	২০.৬১২৫ একর
৬৯।	বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Coastal Embankment Improvement Project, Phase- 1(CEIP-1)" শীর্ষক প্রকল্পের	২৮.৮২০৯ একর
৭০।	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় "মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-০৩" স্থাপন	৪৩৬.০২ একর
৭১।	পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার পোল্ডার নম্বর-৪৭/২ এর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও রেগুলেটর নির্মাণ	৫.৭০০৬ একর
৭২।	"খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "স্টেশন এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ" প্রকল্প	১৪.৯৭৯২ একর
৭৩।	পিরোজপুর জেলার সড়ক বিভাগের অন্তর্গত রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া পিরোজপুর (জেড-৮৭০২) সড়কের বেকুটিয়া পয়েন্টে কঁচা নদীর উপরে ৮ম বাংলাদেশ-চীন-মৈত্রী সেতু	৩২.৮৯৫ একর
৭৪।	যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন ৯০ নং বড় আচড়া মৌজায় বেনাপোল স্থলবন্দরের স্থান সংকুলান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে	২৪.৯৮ একর
৭৫।	"বিসিক শিল্প নগরী রাউজান" শীর্ষক প্রকল্প	৩৫.০০ একর
৭৬।	সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার সড়কের ছাতকে সুরমা নদীর উপর সেতুর এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের	২০.৪৯ একর
৭৭।	"মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	৫৫৫.১১ একর
৭৮।	"চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপ লাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	২৩.৬৫৩০ একর
	মোট=	৯৫৬০.১২৭৮ একর

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তালিকা নিম্নরূপ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ	ভূমির পরিমাণ
১	পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	১৮/০৭/২০১৭	১৪০.০৯৫০ একর
২	পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ঢাকা জেলার ঢাকা মহানগর ও কেরাণীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	০৩/০৮/২০১৭	৬৯.২১৬৩একর
৩	"জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।	০৭/০৯/২০১৭	৫০.০০ একর
৪	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলাধীন ৩৫০(+১০%) মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।	০৭/০৯/২০১৭	২৫২.৫৬ একর
৫	ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনেউন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন মৌজায় ভমি অধিগ্রহণ।	১১/১০/২০১৭	১৯.০৪৫০একর
৬	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য কামারগাও মৌজায় বিভিন্ন আর এস দাগে ভূমিঅধিগ্রহণ।	২২/১০/২০১৭	৩০.০০একর
৭	"বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার" প্রকল্পের আওতায় গাইড বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলায় ভূমি অধিগ্রহণ।	২২/১০/২০১৭	২৫.৮৯ একর
৮	"বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার" প্রকল্পের আওতায় সিল্ট বেসিন নির্মাণের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলায় ভূমি অধিগ্রহণ।	২৫/১০/২০১৭	১৬৮.৯৩ একর
৯	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় "Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program" প্রকল্পের আওতায় নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।	২৭/১১/২০১৭	১৮.৭৫ একর
১০	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের জন্য শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলাধীন ১০০ নং দিয়ারা নাওডোবা মৌজায় ভূমিঅধিগ্রহণ।	২৭/১১/২০১৭	৭৫.১০একর
১১	মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন "মাদারীপুর বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ১০৬নং মহিষেরচর মৌজায়ভূমি অধিগ্রহণ।	২৭/১১/২০১৭	২০.০০একর
১২	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলাধীন দক্ষিণ মেদিনীমন্ডল, অনন্তসারও মামুদপট্টি মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	২৮/১২/২০১৭	২৩.১০২৫একর
১৩	পাবনা জেলার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।	১০/০১/২০১৮	১৮.৯২একর
১৪	কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী ও বাজিতপুর উপজেলায় নুন্নীর হাওড় উন্নয়ন উপপ্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।	২৪/০১/২০১৮	১৩২.৩১৮৭
১৫	টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মোমিননগর মৌজায় "বিসিক শিল্পপার্ক" নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ।	২৪/০১/২০১৮	৪৯.৩৫০০ একর

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ	ভূমির পরিমাণ
১৬	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগাধীন "সিরাজগঞ্জ জেলার সদর ও কাজিপুর উপজেলাধীন বাহুকাও শুভগাছা মৌজায় বিকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প" এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।	০৭/০২/২০১৮	১৯.৭২একর
১৭	নারায়ণগঞ্জ জেলায় 'জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প' এর জন্য রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বিভিন্ন মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	০৭/০২/২০১৮	২০.৬১একর
১৮	বগুড়া জেলায় "বগুড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল-১" প্রকল্পের জন্য শাজাহানপুর উপজেলার বিভিন্ন মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	১০/০২/২০১৮	২৫১.০০একর
১৯	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের "গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প" এর আওতায় ঢাকা জেলার ০১/২০১৬-১৭ নং এল এ কেসে কড়াইল, মহাখালী, তেজগাঁও শি/এ ও বনানী আ/এ মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	১৮/০৩/২০১৮	২৫.২৭২২ একর
২০	নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলাধীন "আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য পাঁচগাঁও ও পাঁচরুখী মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	২৩/০৪/২০১৮	৪৯১.৪৭৫০ একর
২১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ এর অধীন "তারাইল-পাঁচুড়িয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিস্কাশন ও সেচ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পোল্ডার নং -২, ৩ ও ৪ এর পূর্বের নির্মাণকৃত বেড়িবাঁধের উন্নয়নকল্পে গোপালগঞ্জ জেলার একাধিক উপজেলার বিভিন্ন মৌজায় ১৫টি এলএ কেসে ভূমি অধিগ্রহণ।	২৪/০৫/২০১৮	৭৮.৭৩ একর
২২	ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) এর আওতায় গোপালগঞ্জ জেলায় JICA এর অর্থায়নে কালনা সেতু নির্মাণের জন্য কাশিয়ানী উপজেলার বিভিন্ন মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	১৮/০৬/২০১৮	৬২.৫৭১০ একর
		সর্বমোট =	২০৪২.৬৫৫৭ একর

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদিত অধিগ্রহণের তালিকা নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ	ভূমির পরিমাণ
১	ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে মাওয়া পর্যন্ত যানবাহন চলাচলের লক্ষ্যেপৃথক লেনসহ ৪ (চার) লেনে উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ঢাকা জেলাধীন ডেমরা ও কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় ভূমি অধিগ্রহণ।	২০/০৯/২০১৭	২৫.৪৩০১ একর
২	ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সাভার উপজেলার তেতুলঝড়া-ভাকুর্তা এলাকায় ওয়েল ফিল্ড নির্মাণ (১ম পর্ব) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ ও সাভার উপজেলার বিভিন্ন মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	০.৩৮৬৪৬২ একর
৩	ট্যুরিস্ট পুলিশ ঢাকা জোনের অফিস এবং অফিসার ও ফোর্সদের আবাসনের জন্য নন্দীপাড়া মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	০.৯৬ একর
৪	“তারাব পৌরসভার পৌর ভবন সম্প্রসারণ ও অডিটরিয়াম” নির্মাণেরনিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহণ।	”	০.৬৫ একর
৫	“Jet A-1 pipeline from pitolgonj (Near Kanchan Bridge) to Kurmitola Aviation Depot including Pumping facilities” প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন ব্রাহ্মনখালী ও পিতলগঞ্জ মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	০৩/০৪/২০১৮	৬.০৯ একর
৬	“ঢাকা ইপিজেডের মূল জোনের পশ্চিম দিকে ইপিজেড হতে সরকারি খাল হয়ে বংশী নদী পর্যন্ত স্বাভাবিক পানির প্রবাহ বজায় রাখা” শীর্ষক	”	২.৮৫৪৭ একর
৭	“বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর ঢাকা জোনের জোনাল কমান্ডার দপ্তর স্থাপন” প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন কাশীপুর ও গোপচর মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	১৫.০০ একর
৮	বাংলাদেশ পুলিশের “নারী ব্যাটালিয়ন পুলিশ লাইন্স ” নির্মাণের লক্ষ্যে ঢাকা জেলার ডেমরা থানাধীন কায়েতপাড়া মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	১০.১১ একর
৯	বাংলাদেশ পুলিশের “কেন্দ্রীয় মোটরযান ওয়ার্কসপ” নির্মাণের লক্ষ্যে ঢাকা জেলার ডেমরা থানাধীন কায়েতপাড়া মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	৯.৩২ একর
১০	ডিএমপি’র “যাত্রাবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির নিজস্ব ভবন” নির্মাণের লক্ষ্যে যাত্রাবাড়ী মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	০.১১৯২ একর
১১	বাংলাদেশ পুলিশের “কেন্দ্রিয় লজিস্টিক ডিপো (LOG এরিয়া)” স্থাপনের লক্ষ্যে ডেমরা থানাধীন কায়েতপাড়া মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	২.৯৯ একর
১২	“ডিএমপি’র কদমতলী থানার নিজস্ব ভবন” নির্মাণের লক্ষ্যে কদমতলী মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	০.৫০ একর
১৩	বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি ঢাকা “ডিভিশনাল অফিস ও ফোর্স ব্যারাক কমপ্লেক্স” নির্মাণের লক্ষ্যে কায়েতপাড়া মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	২.৩২ একর
১৪	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর সাপোর্ট ইউনিট এর অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে ডুমনি ও মস্তুল মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	৮.০০ একর
১৫	“ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৩ চট্টগ্রাম এর পুলিশ লাইন স্থাপন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য উত্তর কাট্টলী মৌজার ভূমি অধিগ্রহণ।	”	১০.০০ একর

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ	ভূমির পরিমাণ
১৬	“ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিড ডেভেলপমেন্ট (ডিএমআরটিডিপি)” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য উত্তরা থানাধীন দিয়াবাড়ী মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	০.৩২১২৪ একর
১৭	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধীনে “মাতুয়াইল স্যানিটারী ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণসহ ভূমি উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।	০৪/০৬/২০১৮	৮১.০৯০৯ একর
১৮	“নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ ব্যবস্থাপনা” প্রকল্প বাস্তবায়নের আওতায় স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড স্থাপনের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানাধীন জালকুড়ি মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	২৩.২৯ একর
১৯	“বাংলাদেশের ১৩টি নদী বন্দরে ১ম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপনের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানাধীন জালকুড়ি মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	১.৫০ একর
২০	পাঁচদোনা-ডাংগা-ঘোড়াশাল জেলা মহাসড়কের একস্তর নীচু দিয়ে উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (ডাংগা বাজার ইসলামপুর লিংকসহ) প্রকল্পের সড়ক নির্মাণের (১ম অংশের) জন্য বুড়াইর হাট, নলুয়া, দক্ষিণ চন্দন, শ্রীনগর, পাঁচদোনা, কাকশিয়া ও চৌয়া মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	১৬.৪৬৯ একর
২১	পাঁচদোনা-ডাংগা-ঘোড়াশাল জেলা মহাসড়কের একস্তর নীচু দিয়ে উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (ডাংগা বাজার ইসলামপুর লিংকসহ) প্রকল্পের সড়ক নির্মাণের (২য় অংশের) জন্য চৌয়া, বৈলাইন, মাথরা ও বনভাগ মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	”	১৬.০১৫ একর
		সর্বমোট =	২৩৩.৪১৬৬০২ একর

চতুর্থ অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমসমূহ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ হচ্ছে

ক) ভূমি সংস্কার বোর্ড।
খ) ভূমি আপীল বোর্ড।
গ) ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তর।
ঘ) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
ঙ) হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর।

নিম্নে এই সকল দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কার্যাবলীর বিস্তারিত তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো

ক) ভূমি সংস্কার বোর্ড

ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৭৭২ সনে রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার জন্য স্থায়ী কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বোর্ড অব রেভিনিউ'। এরপর বিভিন্ন সময়ে কমিশনার, কালেক্টর পদ সৃষ্টি এবং রাজস্ব বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক কাঠামোকে দৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সনে ''বোর্ড অব রেভিনিউ'' বিলুপ্ত হলে বোর্ডের সকল দায়িত্ব তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং মাঠ পর্যায়ের রাজস্ব অফিসসমূহ তদারকি ও পরিদর্শনের দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ 'ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের' অধীন একজন ভূমি সংস্কার কমিশনার (যুগ্মসচিব) এবং চার বিভাগের জন্য চার জন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারকে (উপসচিব) দেয়া হয়।

এ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন পরিচালনা, আপীল নিষ্পত্তি ইত্যাদি অতিরিক্ত দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হলে তা নীতি নির্ধারণীর মূল দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। ফলে পূর্বের 'বোর্ড অব রেভিনিউ' এর মত একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরবর্তীতে বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হলে ভূমি প্রশাসন বোর্ড এ্যাক্ট, ১৯৮০ আইন পাশ হয়। ১৯৮২ সালের শেষদিকে ভূমি প্রশাসন বোর্ড এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সরকারের ভূমি সংস্কার অভিযান জোরদার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সনের ১৬ মার্চ ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ ও ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ অনুযায়ী তৎকালীন ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়কে অবলুপ্ত ও ভূমি প্রশাসন সরকারের ভূমি সংস্কার অভিযান জোরদার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সনের ১৬ মার্চ ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ ও ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ অনুযায়ী তৎকালীন ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়কে অবলুপ্ত ও ভূমি প্রশাসন বোর্ডকে ভেঙ্গে যথাক্রমে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি আপীল বোর্ড নামে দুটি বোর্ড সৃষ্টি করা হয়।

ভিশন ও মিশন

ভিশন : দক্ষ, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা।

মিশন : দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ।

ভূমি সংস্কার বোর্ড বিধিমালা, ২০০৫ অনুসারে বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ

(ক) খাস জমি চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটির কর্মকাণ্ড পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও তদারকি।
(খ) বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ন।
(গ) জেলা হতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস (তহশিল) পর্যায়ের সকল ভূমি অফিস পরিদর্শন, তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষণ।
(ঘ) মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে ভূমি ব্যবস্থাপনার মাঠ প্রশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত;
(ঙ) জেলা হতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস (তহশিল) পর্যায়ের সকল ভূমি অফিসের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তদারকি।
(চ) ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের বাজেট প্রণয়ন ও ছাড়করণ।
(ছ) ভূমি উন্নয়ন করের সঠিক দাবী নির্ধারণ, ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
(জ) মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থার বকেয়া দাবী নির্ধারণসহ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ।
(ঝ) ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ এবং
(ঞ) কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এর আওতাধীন এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি এবং মন্ত্রণালয়ে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

প্রশাসনিক

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার দপ্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়					
অধিদপ্তর /সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১০৬টি	৮২টি	২৪টি		ক) পদায়ন না হওয়ায় ১ম শ্রেণীর ৫টি পদ শূণ্য আছে এবং আইটি শাখার ০২টি পদের নিয়োগ বাংলাদেশ কর্মকমিশন সচিবালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খ) ৯টি প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদগুলি পদোন্নতি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন এবং ২টি গাড়ীচালকের পদ নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।
মোট	১০৬টি	৮২টি	২৪টি		

শূন্য পদের বিন্যাস

যুগ্ম সচিব/ তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		৭টি	প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ৯টি	৬টি	২টি	২৪টি

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
--	--	--	--	২জন	২জন	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে ১জন, কম্পিউটার অপারেটর পদে ১জন মোট ২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী /উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী / স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
-----	-	-	১। চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৫-২২ মে/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত আমেরিকা, হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়-এ "Strengthening Government through Capacity Development of the BCS cader Officials" প্রোগ্রামে-এ যোগদান করেছেন। ২। ০৪-০৮ জুন/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ভূমি সংক্রান্ত স্টাডি ট্যুরে অংশগ্রহণ করেছেন। ৩। ১৪-১৮ আগস্ট/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত আজারবাইজানে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিনিধি হিসেবে "৪১তম ওয়ার্ল্ড স্কাউটস কনফারেন্স" এ বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় কমিশনার (আইসিটি) হিসেবে যোগদান করেছেন। ৪। ২৫ আগস্ট হতে ২৬ সেপ্টেম্বর/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরবে হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে পবিত্র মক্কা ও মদিনা ভ্রমণ করেন। ৫। চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড এর নেতৃত্বে ৬জন কর্মকর্তা ২৪ জুন হতে ৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নেদারল্যান্ডস এর- Cadaster, Land Registry and Mapping Agency, Kadaster International এর আয়োজনে উক্ত সংস্থার কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ এবং মতবিনিময়ে অংশগ্রহণ করেন।	----

অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য : (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম :	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকা (কোটি)		সংখ্যা	টাকা (কোটি)	সংখ্যা	টাকা (কোটি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মোট	ভূমি সংস্কার বোর্ড	২৩	১৩৯১	১৯	-	-	২৩	১৩৯১

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের (২০১৭-১৮) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের পুঞ্জীভুত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য বন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১	-	১	-	-	১

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
নওয়াব এস্টেটের পক্ষে মামলার সংখ্যা-০৮টি	নওয়াব এস্টেটের বিপক্ষে মামলার সংখ্যা-০৬টি	-	১৪টি	০৭টি (সর্বমোট ২৭২টি মামলা হতে)
ভাওয়াল রাজ এস্টেটের পক্ষে মামলার সংখ্যা-০৩টি	ভাওয়াল রাজ এস্টেটের বিপক্ষে মামলার সংখ্যা-০৩টি	-	৬টি	২১টি (সর্বমোট ৯৬০টি মামলা হতে)

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
ভূমি সংস্কার বোর্ডে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সংখ্যা-২৭টি	৬১১ জন

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ বিষয়, অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঢাকা নওয়াব এস্টেট/ ভাওয়াল রাজ এস্টেট এর ১ম শ্রেণি ও ৩য় শ্রেণি মিলিয়ে মোট ২৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
ভূমি সংস্কার বোর্ডের কর্মকর্তাদের নিয়ে DLMS প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের উপর ১দিন ব্যাপী ১টি ওরিয়েন্টেশন কোর্স আয়োজন করা হয় ১২-০৪-২০১৮ তারিখে।	অংশগ্রহণকারী ১১জন

তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন : (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে মোট কম্পিউটারের সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৬টি	আছে	আছে	নাই	১৭	৬০

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আয়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (কোটি টাকায়)

আয়		২০১৭-২০১৮		২০১৬-১৭		হ্রাস (-)/বৃদ্ধির(+)হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ ভূমি উন্নয়ন কর জুন/১৮ পর্যন্ত	১৩১৭.০০	৬০৭.০০	১৯৪৩.০০	১৬৭৫.০০	(-) ৩২.২২%	(-) ৬৩.৭৬%
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ জুন/১৮ পর্যন্ত	৮৭.২৬	৮৭.২৬	৮৫.৯৬	৮৫.৯৬	(+) ১.৫১%	(+) ১.৫১%
উদ্ভূত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

(ক) সরকারের ভিশন ২০২১ রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উন্নত ভূমি সেবা সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড এর ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারী কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ১১২ টা উপজেলা অনলাইনে নামজারি বাস্তবায়িত হয়। ই-মিউটেশন সিস্টেম ৯৪৫৮৩টি মিউটেশনের আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৪৭৮৮০ টি আবেদন নিস্পত্তি করা হয়, যার মধ্যে মঞ্জুর ৩১১৭৪ টি এবং নামঞ্জুর আবেদন ১৬৭০৭টি। আগামী ২০১৯ সালের জুন মাসের মধ্যে সারা দেশের উপজেলা ভূমি অফিসে ই-নামজারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

(খ) ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যক্রমকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোড ও বোর্ডে-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তরসহ সারা দেশের ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক

(রাজস্ব) অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে Land Information Management System (LIMS) Software এর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(গ) জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ অর্থ বছরের আইটি নেটওয়ার্কিং এর আওতায় উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও স্ক্যানার প্রদান করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো।

উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসের অনুকূলে আইটি সামগ্রী বিতরণী তালিকা (২০১৭-২০১৮)

ক্রঃনং	বিভাগের নাম	ল্যাপটপ	প্রিন্টার	স্ক্যানার A3 সাইজের
০১।	ঢাকা বিভাগ	৩১	২৭	৩১
০২।	চট্টগ্রাম বিভাগ	২১	১৯	১৯
০৩।	খুলনা বিভাগ	০৭	০৭	৫
০৪।	রাজশাহী বিভাগ	১৫	১৩	১৩
০৫।	বরিশাল বিভাগ	৫	৪	৪
০৬।	রংপুর বিভাগ	১৯	১৪	১৫
০৭।	সিলেট বিভাগ	৯	৪	৮
০৮।	ময়মনসিংহ বিভাগ	৩	৪	৪
০৯।	ভূমি সংস্কার বোর্ড (আইটি নেটওয়ার্কিং প্রশিক্ষণ এর জন্য)	৩	০	০
	মোট	১১৩	৯২	৯৯

ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অনুকূলে আইটি সামগ্রী বিতরণী তালিকা (২০১৭-২০১৮)

ক্রঃনং	বিভাগের নাম	ল্যাপটপ	প্রিন্টার	স্ক্যানার A3 সাইজের
০১।	ঢাকা বিভাগ	৮৪	১০৩	১১১
০২।	চট্টগ্রাম বিভাগ	১৯৩	১৯৩	১৯৩
০৩।	খুলনা বিভাগ	২৭	২৭	২৭
০৪।	রাজশাহী বিভাগ	৫৯	৫৯	৫৯
০৫।	বরিশাল বিভাগ	২৬	২৬	২৬
০৬।	রংপুর বিভাগ	১২০	১২০	১২০
০৭।	সিলেট বিভাগ	৫	৪	২৭
০৮।	ময়মনসিংহ বিভাগ	৭০	৭০	৭০
	মোট	৫৮৪	৬০২	৬৩৩

ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম অন্যতম। জমির শ্রেণি ও ব্যবহারভিত্তিক বাস্তবতার নিরিখে সরকারি রাজস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর সরকারের রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় ভূমি মন্ত্রী ও মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত অর্থ বছরে অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছে সাধারণ ৪৮০ কোটি টাকা এবং সংস্থা ১২৭ কোটি টাকা, আদায়ের হার সন্তোষজনক।

(খ) ভূমি আপীল বোর্ড

ভূমি আপীল বোর্ড ১৯৮৯ সালে ২৪ নং আইন অনুযায়ী গঠিত হয় এবং ভূমি আপীল বোর্ড বিধিমালা, ১৯৯০ এর অধীনে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তিনটি স্বতন্ত্র আদালত এবং চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অন্য দুজন সদস্যের সমন্বয়ে ফুলবোর্ডসহ মোট চারটি আদালতে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বহুবিধ মামলা পরিচালনা করা হয়। উক্ত বিধিমালার আইনে নির্ধারিত কার্যাবলী, যথা-মামলা পরিচালনা, অধঃস্তন সকল আদালত পরিদর্শন, অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সরকারকে আইনগত মতামত প্রদান ইত্যাদি পরিচালিত হয়।

ভূমি আপীল বোর্ডের আদালতসমূহের আইনগত কার্যাবলী

(১) ভূমি সংক্রান্ত মামলা (রাজস্ব সম্পর্কীয়)।
(২) নামজারী ও জমাখারিজ মামলা।
(৩) সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা।
(৪) ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা।
(৫) ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা।
(৬) খাসজমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা।
(৭) পি.ডি.আর. এ্যাক্ট-এর আওতায় দায়েরকৃত রিভিশন বা আপীল মামলা।
(৮) অর্পিত, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলা।
(৯) ওয়াকফ্/দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা (উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয় ব্যতীত)।
(১০) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
(১১) অধস্তন ভূমি আদালতসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং
(১২) ভূমি সংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শ দান।

ভূমি আপীল বোর্ডের উল্লেখযোগ্য অর্জন

১. ভূমি আপীল বোর্ডের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মামলা নিষ্পত্তি ২৬৯টি।
২. ই-কেইস ম্যানেজমেন্ট, ই-লাইব্রেরী; ই-তথ্য ভান্ডার তৈরী, ই-ফাইলিং সিস্টেম কার্যক্রম চালুকরণ।
৩. প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান, (ভূমি আপীল বোর্ড-এর বিজ্ঞ বিচারকগণ কর্তৃক সরেজমিনে সকল অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি)-দেরকে নিয়ে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে নিবিড় প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গুণগত মানসম্পন্ন বিচারিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।
৪. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালত/অফিস এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর আদালত/অফিস নিবিড় পরিদর্শন, অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এতে জনগণের বিচারিক সেবার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়েছে।
৫. Annual Performance Agreement এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
৬. Digital Service Implementation Road Map-2021 ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।
৭. অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কক্ষসহ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও রেকর্ড রুম সুসজ্জিতকরণ এবং মামলার তথ্যাদি আদান প্রদানে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে ভূমি আপীল বোর্ড ২০১৭-২০২০ সাল মেয়াদী প্রায় ১০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ''এস্টাব্লিশিং ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ইন দি কেইস এপ্লিকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অব অল ল্যান্ড রেভিনিউ আদালত অব বাংলাদেশ'' [Establishing Integrated Digital Network in the Case Application Management System (CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh (LALRAB)]

ডিপিটির সকল প্রাথমিক প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে পরিকল্পনা কমিশনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ

১) ভূমি আপীল বোর্ডের ন্যায় বোর্ডের অধীনস্থ সহকারী কমিশনার (ভূমি), কালেক্টর/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাঃ) এবং বিভাগীয় কমিশনার /অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাঃ) আদালতে প্রযুক্তি নির্ভর অনলাইন ওয়েব-বেইজড স্বয়ংক্রিয় ও সমন্বিত ডিজিটাল ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিচারিক কার্যক্রম চালুকরণ।

২) ইলেক্ট্রনিক বিচারিক কার্যক্রম ও ই-সেবা পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতের মামলা নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং জনগণসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের বিচারিক সেবা প্রদান।

৩) ভূমি আপীল বোর্ড কর্তৃক তার অধীনস্থ দেশের উক্ত আদালতসমূহের মধ্যকার বর্তমান গতানুগতিক পদ্ধতি/ব্যবস্থার স্থলে ই-পরিদর্শন, ই-অনুবীক্ষণ ও ই-মূল্যায়ন পদ্ধতি চালুকরণ।

৪) এ ডিজিটাল ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে সমগ্র দেশের উক্ত আদালতসমূহে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কালক্ষেপন, হয়রানি, দীর্ঘসূত্রিতাসহ অন্যান্য গতানুগতিক অদৃশ্য জটিলতা দূরীকরণার্থে ই-মূল্যায়ন চালুকরণ।

৫) উক্ত আদালতসমূহ, আইনজীবী, বিচার প্রার্থী জনগণ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে উদ্ভাবনী সফট পদ্ধতি/প্রক্রিয়া/কৌশল মামলার সার্বিক তথ্যাদি, দৈনন্দিন তথা (কজলিস্ট, নির্ধারিত তারিখ, ফটোকপি. আদেশ/রায় ইত্যাদি) ই-মেইল, এসএমএস, মোবাইল ফোন ও ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে বিচারিক সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ ও অনলাইন ওয়েব-বেইজড তথ্য আদান প্রদান।

৬) ভূমি আপীল বোর্ড এবং তার অধীনস্থ সকল স্তরের উক্ত আদালতসমূহের শ্রেণি, প্রকারভেদে মামলার সকল তথ্যে ডাটাবেইজ তৈরী এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত সকল আইন-কানুন, বিধি-বিধান, সার্কুলার, মতামত, দৃষ্টান্ত অনলাইনে ই-বুক সৃজনের মাধ্যমে জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ ও সহজলভ্যকরণ।

৭) মামলার রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা অর্ডারশীট, আদেশ/রায়/নামজারী খতিয়ানসহ স্বয়ং সম্পূর্ণ দলিলাদি/কার্যাদেশ, সফটওয়্যার, সার্ভার ও ব্যাক-আপ সার্ভার স্থাপন এবং পেপারলেস ই-রেকর্ডরুম সৃজন ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন।

গ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

অধিদপ্তরের ইতিবৃত্ত

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৮৫) অধীন ভূমির মালিকানা সম্পর্কিত ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন কাজ পরিচালনায় লক্ষ্যে ১৮৮৮ সালে ভূমি রেকর্ড দপ্তর নামে কোলকাতায় একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গঠন করা হয়। তখন জরিপ কাজ সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯১৯ সালে জরিপের কাজ ভূমি রেকর্ড দপ্তরের উপর ন্যস্ত হয় এবং এটি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর হিসাবে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে ১৯৫৩ সালে বর্তমান স্থানে (তেজগাঁও) এ পরিদপ্তরটি স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একে অধিদপ্তরে উন্নীত করেন এবং এটির নামকরণ করা হয় ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভে।

রুপকল্প (Vision): জনবান্ধব ভূমি মালিকানা তথ্য প্রতিষ্ঠা।

অভিলক্ষ্য (Mission): দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও টেকসই ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি মালিকদের সঠিক মালিকানা তথ্য নিশ্চিতকরণ।

অধিদপ্তরের কার্যপরিধি

- পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশের প্রতিটি মৌজা জরিপপূর্বক স্বত্বলিপি ও মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন।
- প্রণীত স্বত্বলিপি ও মৌজাম্যাপ সংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ।
- আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামত।
- আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিদর্শন। অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ।
- ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বিসিএস (প্রশাসন), বিসিএস (পুলিশ), বিসিএস (বন) বিসিএস (রেলওয়ে) ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সার্ভে সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান।

এক নজর ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর আওতাধীন অফিসসমূহের জনবলের বিবরণী

ক্রমিক নং	শ্রেণি	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য
০১।	১ম শ্রেণি (ক্যাডার)	৬৫	২৭	৩৮
০২।	১ম শ্রেণি (নন-ক্যাডার)	৪২৩	২৫৫	১৬৮
০৩।	২য় শ্রেণি	৬৮৪	১০৪	৫৮০
০৪।	৩য় শ্রেণি	৪৪৭৭	১৫৩৬	২৯৪১
০৫।	৪র্থ শ্রেণি	১৯৮৩	৮৭২	১১১১
	সর্বমোট	৭৬৩২	২৭৯৪	৪৮৩৮

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ও তার অধীনস্থ অফিসের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় হিসাব

ক. বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	অর্থ বছর	বরাদ্দ (সংশোধিত)	প্রকৃত ব্যয়
	২০১৭-২০১৮	১৪৬.৬৬ কোটি টাকা	১৪২.৮৩ কোটি টাকা
খ. পেনশন নিষ্পত্তি	১৩১টি (আনুতোষিক ও পেনশন)		
গ. অডিট আপত্তি	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি সংখ্যা - ৩০৭ নিষ্পত্তিকৃত অর্থ - ৮.৩৬ লক্ষ টাকা		

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ কার্যক্রম

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির তথ্যাদি

জোনাল সেটেলমেন্ট এবং দিয়ারা সেটেলমেন্ট এর আওতায় বর্তমানে সারা দেশে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ ও জামালপুর সহ ১৬টি জোনে জরিপ কাজ চলমান আছে। নবসৃষ্ট চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী ও কুষ্টিয়া জোনে জনবল নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ সাপেক্ষে সবগুলো জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ আরম্ভ করা হবে। বর্তমান জনবল ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে ঢাকা জোনের সাভার ও পলাশ উপজেলায় ডিজিটাল জরিপ চলমান আছে। জামালপুর, রাজাশাহী, রংপুর জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ চলমান আছে। এ ছাড়া ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট ও নোয়াখালী জোনের যে সকল মৌজার জরিপ হয়নি সেগুলোতে ডিজিটাল জরিপের কাজ চলমান আছে। অধুনালুপ্ত ১১১টি ছিট মহলের ৩৪টি মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা শেষে গেজেট প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। নিম্নের ছকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জরিপ কাজের স্তর ভিত্তিক অগ্রগতির একটি বিবরণ উপস্থাপন করা হল।

ক্রমিক নং	স্তরের নাম	মৌজা সংখ্যা	খতিয়ান/কেস সংখ্যা
০১।	মাঠ কাজ (ডাটা এন্ট্রি ও বুঝারত)	৮২	৮০৭৮৭
০২।	তসদিক	১১৭	১০৯৩৮০
০৩।	আপত্তি	৩৭৩	১৯০৯০৯
০৪।	আপিল	৬৮৮	৬১৯৯৯
০৫।	চূড়ান্ত যাঁচ	৬১০	৫৯৭৪৬৬৫
০৬।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	১৫৫৫	১০১১৮৪৫
০৭।	গেজেট প্রস্তাব	১৪৬৪	১০৬৮৮৭৪
০৮।	হস্তান্তর	৬০৯০	২০১৪৯৯২

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সংক্রান্ত বিবরণ

১. রাজবাড়ী (পাংশা)-মাগুরা (শ্রীপুর) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ কাজ সম্পন্ন।

২. বাগেরহাট (চিতলমারী)- পিরোজপুর (নাজিরপুর) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-২২৩৮/২০১৪ এর রায় এর আদেশ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করে একটি তুলনামূলক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থানসমূহ উভয় জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দিতে গেলে পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের মনোনিত প্রতিনিধি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে বিষয়টি অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জিওডেটিক পিলারের মান (স্থানাঙ্ক) নির্ণয়ের বিবরণ

ক্রঃ নং	জোনের নাম	জেলা	মৌজার সংখ্যা	পিলারের সংখ্যা
০১।	২	৩	৪	৫
০১।	সেটেলমেন্ট অফিস, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা	ফেনী	১	৩
		মানিকগঞ্জ	৬	১২
		পটুয়াখালী	৭	১৪
		পাবনা	১	২
		জামালপুর	৭	১৪
		চট্রগ্রাম	৬	১২
		নোয়াখালী	১	১৬
		সিরাজগঞ্জ	১	২
০২।	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, ঢাকা	ঢাকা	৩০	৬৬
০৩।	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, রংপুর	রংপুর	৩	২৬
০৪।	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, যশোর	মাগুরা	১	৬
০৫।	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, পাবনা	পাবনা	২৬	৬৮
০৬।	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, চট্রগ্রাম	চট্রগ্রাম	৯০	১৭৫
০৭।	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, জামালপুর	জামালপুর	১০	২০
০৮।	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস,ফরিদপুর	শরীয়তপুর	১০	২০
			২০০	৪৫৬

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন

ক্র.নং	মাসের নাম	ম্যাপ সংখ্যা	কপি সংখ্যা
০১।	জুলাই/২০১৭	১৩৯	১৪,০৮০
০২।	আগষ্ট/২০১৭	৩৭০	৩৬,০৮৪
০৩।	সেপ্টেম্বর/২০১৭	২৬৫	২৫,৩১৬
০৪।	অক্টোবর/২০১৭	৪৩২	৩৮,২৬৪
০৫।	নভেম্বর/২০১৭	৪৭৪	৪৪,৭৩৯
০৬।	ডিসেম্বর/২০১৭	৪৩৬	৪২,৫৯০
০৭।	জানুয়ারী/২০১৮	১৩৪	১৩,০৭৮
০৮।	ফেব্রুয়ারী/২০১৮	৪১৯	৩৮,৯৪০
০৯।	মার্চ/২০১৮	৩৩১	৩৩,০৯২
১০।	এপ্রিল/২০১৮	২৪৫	২৪,৩৩০
১১।	মে/২০১৮	১২২	১০,৪৯৪
১২।	জুন/২০১৮	১১০	৮,২৪৬
	মোট	৩,৪৭৭	৩,২৯,২৫৩

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের খতিয়ান মুদ্রণ ও হস্তান্তর

সেটেলমেন্ট প্রেস

খতিয়ান মুদ্রণ	খতিয়ান হস্তান্তর
১০,০৮,০০০ (দশ লক্ষ আট হাজার) টি খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে।	১০,০৮,০০০ (দশ লক্ষ আট হাজার) টি খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ত্রৈমাসিক	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ দিসব	মোট প্রশিক্ষণ ঘন্টা	প্রশিক্ষণার্থী প্রতি প্রশিক্ষণ ঘন্টা
১ম	৫	১৮৬	৫১	১৫১২৮	৮১
২য়	১০	১৬৪	১৪০	১২৭৫২	৭৮
৩য়	৯	২১৩	৯০	১৭০৪০	৮০
৪থ	১	২৭	১০	২১৬০	৮০
মোট	২৫	৫৯০	২৯১	৪৭০৮০	৮০

ঘ) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি) অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভবনটি ১২ তলা ফাউন্ডেশন এর উপর ১ম পর্যায়ে বর্তমানে ৫ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে পূর্ণ ও আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমীতে রূপান্তরের জন্য ২য় পর্যায়ে ৬ষ্ঠ হতে ১২ তলা সম্প্রসারণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান রয়েছে যার নির্মাণ কাজ বর্তমান অর্থ বছরে শেষ হবে। উক্ত নির্মাণ কাজ শেষ হলে একইসাথে ১০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ০৭ বিভাগীয় শহরে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের "বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" স্থাপনের নিমিত্ত প্রতিটি বিভাগে ১.৫ একর করে জমি অধিগ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই বিষয়ে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়েছে। অধিকন্ত ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে প্রতি বছর প্রতিটি বিভাগে বিভাগীয় প্রশাসনের সহায়তায় নিয়মিতভাবে ০৪ টি করে "ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্স"-এ মাঠ প্রশাসনের কর্মরত কর্মচারীগণকে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া জেলা পর্যায়েও এ ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (এলএটিসি) অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা

(১) **ক্লাস রুম:** এলএটিসি ভবনের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলায় ৩টি ক্লাস রুম রয়েছে। প্রতিটি ক্লাস রুমে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর আসন ব্যবস্থা রয়েছে

(২) **ডরমিটরী:** এলএটিসি ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলায় ডরমিটরীর জন্য ১৬টি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষে ২ জন করে মোট ৩২ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক সুবিধা আছে।

(৩) **লাইব্রেরি:** এলএটিসি ভবনের ৩য় তলায় একটি লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে যাতে তিন হাজারের অধিক পুস্তক আছে। ভূমি আইনসংক্রান্ত বই-পুস্তক ছাড়াও অন্যান্য আইন, রাজনীতি, সাহিত্য, ধর্মীয় ও অন্যান্য বিষয়ের বই এবং দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিন রয়েছে।

(৪) **কম্পিউটার ল্যাব ও wifi :** এলএটিসি ভবনের ৩য় তলায় ২টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ল্যাবে ২০টি করে মোট মোট ৪০টি কম্পিউটার রয়েছে। কম্পিউটার ল্যাবের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে তথ্য ও প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ভবনের ২য় ও ৫ম তলায় wifi চালু করা হয়েছে।

(৫) **ডাইনিং:** এলএটিসি ভবনের ৪র্থ তলায় ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আসন ব্যবস্থাসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি ডাইনিং সুবিধা রয়েছে।

(৬) **কমনরুম:** এলএটিসি ভবনের ৫ম তলায় ১টি কমনরুম রয়েছে যেখানে টেলিভিশন ও ইনডোর খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় কেন্দ্রে ৬টি পর্যায়ে ০২/৩ সপ্তাহ মেয়াদের ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। কোর্সগুলো নিম্নরূপ

১) **উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স:** বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/সার্বিক/এলএ/শিক্ষা) ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

২) **বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স:** নবনিযুক্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে পদায়নের পূর্বে ভূমি ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিতকরণের নিমিত্ত এ প্রশিক্ষণ কোর্স-এর আয়োজন করা হয়। এটি ০৩ (তিন) সপ্তাহ মেয়াদী কোর্স হিসেবে অনুমোদিত আছে।

৩) **ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স:** বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), আর.ডি.সি, জিসিও এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের সহকারী পুলিশ সুপারগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স-এর আয়োজন করা হয়।

৪) **ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স:** ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

৪) **বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স:** ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের (কানুনগো, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/উপ-সহকারী কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার, নামজারী সহকারী, বেঞ্চ সহকারী, পেশকার, রাজস্ব সহকারী, অফিস সহকারী) জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৬) **বেসিক কম্পিউটার কোর্স:** ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

এছাড়া জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে "ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স" নামে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, নামজারী সহকারী, সার্টিফিকেট সহকারী, সার্ভেয়ার ও অফিস সহকারীসহ সমপর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য ১ সপ্তাহ ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রধানত: ভূমি বিষয়ক আইন-কানুন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নিম্নে প্রদর্শিত ছক অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্র:নং	প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়	কোর্সের সংখ্যা	সংখ্যা				মোট
			কর্মকর্তা		কর্মচারী		
			পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
০১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক/রাজস্ব/এলএ/শিক্ষা) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	০১	২৩	০২	--	--	২৫ জন
০২	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১	২৭	০২	--	--	২৯ "
০৩	নবনিযুক্ত সহকারী কমিশনার	০৬	১১০	৪৯	--	--	১৫৯ "
০৪	সহকারী পুলিশ সুপার, সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী বন রক্ষক ও সমপর্যায়ের	০১	৩০	--	--	--	৩০ "
০৫	ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/উপ-সহকারী কর্মকর্তা, নিরীক্ষক, রাজস্ব সহকারী ও সমপর্যায়ের কর্মচারী	৪৬	--	--	১৬০৩	১০২	১৭০৫ "
	সর্বমোট	৫৫	১৯০	৫৩	১৬০৩	১০২	১৯৪৮ জন

ই-সার্ভিসসমূহ

ক) অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করার লক্ষ্যে একটি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে এবং রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
খ) অন লাইনে কোর্স কনটেন্ট আপলোড করার লক্ষ্যে একটি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।
গ) ই-লার্নিং পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ সরবরাহ দেয়া হচ্ছে।
ঘ) ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ১/২টি দূর প্রশিক্ষণ (Distance Learning) সেশন পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

গত ১৪/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সাবেক মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এম.পি. কর্তৃক ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী এম.পি.

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি উপ-পরিচালক জনাব কানিজ মওলা এবং ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক (উন্নয়ন ও সেবা) জনাব খান এ. সবুর খান এর প্রকল্প পরিদর্শন ও মনিটরিং

ঙ) হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২য় অধ্যায়ে এবং মধ্যস্বত্বসমূহ ৪র্থ অধ্যায়ে বিলুপ্ত ঘোষণার পর রাজস্ব আদায় ও সরকারি কোষাগারে তা জমা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ১৯৫৪ সালে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবলের পদওয়ারী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ক্রমিক নং	পদের নাম	শ্রেণি	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা
০১।	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১ম শ্রেণি	০১টি
০২।	সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১ম শ্রেণি	১০টি
০৩।	হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব)	২য় শ্রেণি	৭৭টি
০৪।	নিরীক্ষক (রাজস্ব)	৩য় শ্রেণি	৯০টি
০৫।	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩য় শ্রেণি	০১টি
০৬।	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩য় শ্রেণি	২০টি
০৭।	গাড়ীচালক	৩য় শ্রেণি	০১টি
০৮।	অফিস সহায়ক	৪র্থ শ্রেণি	৭৯টি
	সর্বমোট =		২৭৯টি

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে তহশীল/ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তার ভি,পি, শাখা, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এস এ শাখা, এল এ শাখা ও ভিপি শাখার হিসাব নিরীক্ষাসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং উহার নিয়ন্ত্রণাধীন জরিপ অফিসসমূহ, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভাওয়াল রাজ কোর্ট অব ওয়ার্ডস, ঢাকা নবাব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এস্টেট, আদর্শগ্রাম ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভি,পি, শাখা এর অডিট কার্য হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রতি অর্থ বছরে সবর্মোট ৪৯৭১টি হিসাবের অডিট সমাপনান্তে ১২৩৯টি অডিট রিপোর্ট দাখিল করা হয়।

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাবসমূহের বিস্তারিত তালিকা

নিরীক্ষণযোগ্য অফিসের শ্রেণী বিন্যাস	নিরীক্ষণযোগ্য অফিসের নাম	নিরীক্ষণযোগ্য হিসাবের নাম	নিরীক্ষণযোগ্য হিসাবের সংখ্যা	প্রতিবছর অডিট রিপোর্টের সংখ্যা
ম্যানেজমেট সাইট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	এস.এ শাখা	৬৪টি	৬৪টি
		এল.এ শাখা	৬৪টি	৬৪টি
		ভি.পি শাখা	৫৯টি	৫৯টি
	জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, রাঙ্গামাটি	মৌজা ম্যান হিসাব	২৫টি	০৩টি
	উপজেলা ভূমি অফিস সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়	চীফ হিসাব	০২টি	
		ভি.পি. শাখা	৪৬৪টি	৪৬৪টি
		উপজেলা/থানা ভূমি অফিস	৫০৮টি	৫০৭টি
		ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৩৪৬৩টি	
সেটেলমেন্ট সাইট	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	০১টি	০১টি
		ঢাকা সেটেলমেন্ট অফিস	০১টি	০১টি
		সেটেলমেন্ট প্রেস	০১টি	০১টি
		দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিস	০৪টি	০৪টি
		জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস	১৫টি	১৫টি
		উপজেলা সহকারী সেটেলমেন্ট অফিস	২৮৮টি	৪৪টি

ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বোর্ড/ দপ্তর/ অধিদপ্তর	ভূমি সংস্কার বোর্ড	ভূমি সংস্কার বোর্ড	০১টি	০১টি
		বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার এর কার্যালয়	০৬টি	০৬টি
		ভাওয়াল রাজ কোর্ট অব ওয়ার্ডস	০১টি	০১টি
		ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস	০১টি	০১টি
	ভূমি আপীল বোর্ড	ভূমি আপীল বোর্ড	০১টি	০১টি
	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০১টি	০১টি
	ভূমি মন্ত্রণালয়	ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভি.পি. শাখা	০১টি	০১টি
		সর্বমোট =	৪৯৭১টি	১২৩৯টি

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের রাজস্বখাতভূক্ত অফিসের নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন শেষে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দাখিলকৃত রিপোর্ট ও আর্থিক সংশ্লিষ্টতার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

২০১৭-২০১৮ সনে রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষার সাথে জড়িত টাকার বিভাগওয়ারী বিবরণ নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমাণ	রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ
০১।	ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	৩২০০৬৯৬.০০	১৮৮৭৭৭০১০.৯০
০২।	ময়মনসিংহ বিভাগ,ময়মনসিংহ	১১০৪৯৪২.০০	৩০৪২৫১৫৭.৭৫
০৩।	চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা	৭৮৩৭৬৭.৮৫	৭১২৭৩৮.০০
০৪।	সিলেট বিভাগ, সিলেট	৮৭৩৯১.৭৫	৪৮০৪৭৬৫৭০.৪২
০৫।	রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী	৩৬৯৩০৭৭.৫	৫১৯১৪২.৫০
০৬।	রংপুর বিভাগ, রংপুর	১৮১৮৮৭৩.২৫	১৭০২৭২০২.১০
০৭।	বরিশাল বিভাগ, বরিশাল	৩৫৭১৪১৮.০০	৩৬৬৭০১.০০
০৮।	খুলনা বিভাগ, খুলনা	১৬০৬৭৪৬.০০	৩০২২৩৩১.০০
	সর্বমোট =	১,৫৮,৬৬,৯১২.৩৫	৭২,১৩,২৬,৮৫৩.৬৭

২০১৭-২০১৮ সনে ভিপি হিসাব নিরীক্ষার সাথে জড়িত টাকার বিভাগওয়ারি বিবরণ নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমাণ	রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ
০১।	ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	১৪,৩৫০.০০	৫৩,০১,৫৫১.১০
০২।	ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ	১০,৬৬৫.০০	১১,৬৯,২৪৯.০০
০৩।	চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা	৩৩,৫৭২.০০	০
০৪।	সিলেট বিভাগ, সিলেট	৭২৯.০০	০
০৫।	রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী	২০,৫০৮.০০	২,৬৯,২২৯.০৫
০৬।	রংপুর বিভাগ, রংপুর	১৭,৫৬৪.০০	০

৭.	বরিশাল বিভাগ, বরিশাল	১৩,১৪৫.০০	৯,২০,৯৬৬.০০
৮.	খুলনা বিভাগ, খুলনা	১৪,২৮৮.০০	১৩,৮২,৮৩৪.০০
	সর্বমোট =	১,২৪,৮২১.০০	৯০,৪৩,৮২৯.১৫

নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের ২০১৭-২০১৮অর্থ বছরে রাজস্ব, ভি,পি, এবং সেটেলমেন্ট অফিসসমূহে নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	অডিট আপত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা (বকেয়াসহ)	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ
১	১২৩৯	১২৪৬ টি	৩,৮১,৫৭,৭২৮/-

প্রশিক্ষণ : হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ৮০(আশি)জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কম্পিউটার এবং ৭০(সত্তর) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পদোন্নতি : ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের ১ম শ্রেণির সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) পদে ০৪(চার) জন, ২য় শ্রেণির হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) পদে ১৪(চৌদ্দ) জন এবং ৩য় শ্রেণির নিরীক্ষক (রাজস্ব) পদে ০২(দুই) জন কে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। অত্র দপ্তরের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি : ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে জনাব ড. মজিবুর রহমান হাওলাদার, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ মশিউর রহামন, হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

অডিট রিপোর্ট সময়মত দাখিল এবং অডিট আপত্তির জবাব তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়ার লক্ষ্যে অত্র দপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয় অফিসসহ জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান অফিসে আইটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে। বিভাগীয় অফিস ও জেলা পর্যায়ের অফিসের ওয়েব সাইট খোলা হবে এবং দাপ্তরিক চিঠিপত্র, রিপোর্ট অনলাইনের মাধ্যেম আদান প্রদান ভবিষ্যত পরিকল্পনায় রয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৫টি অডিট পার্টির অডিট রিপোর্ট ওয়েব সাইট-এ চালু হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

বর্তমান সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে তথা ডিজিটাইজেশনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে ভূমি মন্ত্রণালয় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ :

(কোটি টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্র: সা:)	এডিপিতে বরাদ্দ (প্র: সা:)
০১।	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২০	৯৪১.৮১৩০ (-)	৪৩২.৪৫ (-)
০২।	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়:) Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians) (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	৯২.৭৭ (-)	৩১.৭৪ (-)
০৩।	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	৭.৬৯ (৩.১৩৯৪)	০.৯৯ (০.২২)
০৪।	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ [(৬ষ্ঠ পর্ব) (১ম সংশোধিত)] প্রকল্প	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২০	৭৪৬.৭৮০২ (-)	১৩৬.০০ (-)
০৫।	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	১৪৭.২৯৮২ (-)	৬০.০০ (-)
০৬।	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	৭৩১.৮৬০০ (-)	১০৩.৪৬ (-)
০৭।	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	১৪.২৮৪০ (-)	৫.০০ (-)

অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা :

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এবং মন্ত্রণালয়ের মিশন ও ভিশন, ক্যাবিনেট ডিভিশনের সাথে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্ত কিছু নতুন প্রকল্প ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেক্টরভিত্তিক নতুন প্রকল্পের তালিকা নিম্নরূপ :

সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান

১. ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প।
২. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।
৩. Establishing Integrated Digital Network in the Case Application Management System (CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh Project.

সেক্টর : পানি সম্পদ

১. মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প
২. উপজেলা পর্যায়ে খাস পুকুর সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প

সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন

১. ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প।
২. ২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প।
৩. বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প।
৪. বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।
৫. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ

ক্র. নং	অর্থ বছর	এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)			ব্যয় ও শতকরা হার (কোটি টাকা)		
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
০১।	২০১৩-১৪	৪৬.৭৭	২৩.৫৫	৭০.৩২	৪৩.৩১ (৯২.৬২%)	২২.২৯ (৯৪.৬৭%)	৬৫.৬০ (৯৩.৩০%)
০২।	২০১৪-১৫	৩১.২৭	৩৮.২৯	৬৯.৫৬	২৮.৯৮ (৯২.৬৭%)	৩০.৮৫ (৮০.৫৮%)	৫৯.৮৩ (৮৬.০১%)
০৩।	২০১৫-১৬	৯২.৯২	৪৮.৭০	১৪১.৬২	৮৬.১০ (৯২.৬৬%)	১৭.৭০ (৩৬.৩৬%)	১০৩.৮০ (৭৩.৩০%)
০৪।	২০১৬-১৭	২৬৬.৮৮	৮৭.৭৪	৩৫৪.৬২	২৫৮.৫১ (৯৬.৮৬%)	৯২.০৬ (১০৪.৯২%)	৩৫০.৫৭ (৯৮.৮৬%)
০৫।	২০১৭-১৮	৭৬৯.৪২	০.২২	৭৬৯.৬৪	৬৩৩.১৪০১ (৮২.২৯%)	০.২১৯৮ (১০০%)	৬৩৩.৩৫৯৯ (৮২.২৯%)

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৭৬৯.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি খাতে ৭৬৯.৪২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ০.২২ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জুন '১৮ পর্যন্ত ৬৩৩.৩৫৯৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৮২.২৯%। এর মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৬৩৩.১৪০১ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮২.২৯% এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ০.২১৯৮ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১০০%।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

(কোটি টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জুন'১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুন'১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
		মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)	মোট
০১।	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) [প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর '১৫ হতে জুন '২০)]	৯৪১.৮১৩০ (-)	৪৩২.৪৫ (-)	৪১৮.১০৬৬ (-)	৫২৫.৫৫২১ (৫৫.৮০%)
০২।	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প [(১ম পর্যায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians) (২য় সংশোধিত) (জুলাই '১২ হতে ডিসেম্বর '১৯)]	৯২.৭৭ (-)	৩১.৭৪ (-)	১৮.৮১০০ (-)	৫০.৩০৫৪ (৫৪.২৩%)
০৩।	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ [(ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি '১১ হতে ডিসেম্বর '১৮)]	৭.৬৯ (৩.১৩৯৪)	০.৯৯ (০.২২)	০.৮৩৭২ (০.২১৯৮)	৬.৫১৫৯ (৮৪.৭৩%)
০৪।	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ [(৬ষ্ঠ পর্ব) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই '১৪ হতে জুন '২০)]	৭৪৬.৭৮০২ (-)	১৩৬.০০ (-)	১০০.৮৫০০ (-)	২৭৪.৭৪৩৮ (৩৬.৭৯%)
০৫।	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই '১৫ হতে জুন '১৯)	১৪৭.২৯৮২ (-)	৬০.০০ (-)	৪২.২১৯৬ (-)	৪৩.৭০০৫ (২৯.৬৭%)
০৬।	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই '১৬ হতে জুন '১৯)	৭৩১.৮৬০০ (-)	১০৩.৪৬ (-)	৪৮.৭৮৬৫ (-)	৫১.০৭২২ (৬.৯৮%)
০৭।	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই '১৬ হতে জুন '১৯)	১৪.২৮৪০ (-)	৫.০০ (-)	৩.৭৫০০ (-)	৩.৭৫০০ (২৬.২৫%)

প্রকল্পওয়ারী বিস্তারিত কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১. গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় [(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) (১ম সংশোধিত)] প্রকল্প।

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এক প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন বাংলাদেশের উপকূলীয় চরাঞ্চলসহ ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, চট্টগ্রাম জেলার উপর আঘাত হানে এবং কমপক্ষ দশ লাখ মানুষ ও অগণিত গবাদি পশু-পাখি প্রাণ হারায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি প্রথম সফর করেন তৎকালীন নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলা) রামগতি থানা। পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধু নদীভাঙ্গা, দুস্থ, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসনের জন্য নোয়াখালী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। এরই ফলশ্রুতিতে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন ২০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য 'পোড়াগাছা' গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর আগমনকে স্মৃতিতে ভাস্বর করে রাখার জন্য সেই পোড়াগাছা গ্রামেই সরকারি খাস জমিতে পত্তন হয় দেশের প্রথম গুচ্ছগ্রাম 'পোড়াগাছা'। পরবর্তীতে 'পোড়াগাছা' গুচ্ছগ্রামের ধারাবাহিকতায় সরকারের ভূমি সংস্কার নীতিমালার আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা মানুষকে দেশের মূল উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে সৃষ্টি হয় আদর্শগ্রাম প্রকল্প। আদর্শগ্রাম

প্রকল্প- ১ প্রকল্পের আওতায় ১৯৮৮ হতে ১৯৯৮ পর্যন্ত ১০৮০টি আদর্শগ্রামে ৪৫,৬৪৭ টি পরিবার, আদর্শগ্রাম প্রকল্প- ২ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৮ হতে ২০০৮ পর্যন্ত ৪২৭টি আদর্শগ্রামে ২৫,৩৮৫টি পরিবার, গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ২৫৪টি গুচ্ছগ্রামে ১০,৭০৩টি পরিবারসহ সারা দেশে ১,৭৬১টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৮১,৭৩৫টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৯৪১.৮১৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে অক্টোবর '১৫ হতে জুন '২০ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৬৮১টি গুচ্ছগ্রামে ৩০,১৩৬টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের প্রদেয় সুযোগ সুবিধাদির বিবরণ

গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারী সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রতিটি পরিবারকে ন্যূনতম ৪ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ বসতভিটার জমি প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে আরসিসি পিলার, স্টিলের ফ্রেমে টিনের চাল ও বেড়া এবং স্টিলের দরজা জানালা সম্বলিত ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসবিশিষ্ট দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে পাঁচ রিং বিশিষ্ট একটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়। সুপেয় ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতি ৫ থেকে ১০টি পরিবারের ব্যবহারের জন্য স্থানোপযোগী ১টি করে অগভীর/গভীর নলকূপ/ পাম্প/ রিংওয়েল ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি গ্রামে ৯৯০ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস, স্টীলের ফ্রেমে টিনের চাল, ইটের দেয়াল, স্টীলের দরজা-জানালা সম্বলিত একটি 'মাল্টিপারপাস হল' নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা প্রদান করা হয়। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে বেগবান করার লক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারকে ফলজ, বনজ ও কাঠ উৎপাদনোপযোগী গাছের চারা প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারের ২ জন সদস্যকে ৮ দিনের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ ও জেন্ডার সমতা রক্ষার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে বসতভিটার জমির কবুলিয়ত প্রদান ও নামজারী করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আয়বর্ধন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি পরিবারকে বিআরডিবির মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য পুকুর খনন করে দেয়া হয় এবং তাদের অনুকূলে পুকুরের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারস্বত্ব প্রদান করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারের সুবিধার্থে গুচ্ছগ্রামের পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ করা হয় এবং নির্মিত গুচ্ছগ্রামের এক কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন থাকলে ঐ সকল গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- জলবায়ু দুর্গত ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদী ভাঙ্গা দরিদ্র ৫০,০০০টি পরিবারকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসন।
- বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নদী ভাঙ্গনের ফলে দুর্গত পরিবারকে নূন্যতম ০.১৫ একর সরকারি খাস জমিতে সৃজিত ইকোভিলেজে ০.০৪ একর থেকে ০.০৮ একর বসত ভিটাসহ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে এবং বিধবাদের ক্ষেত্রে একক নামে রেজিস্ট্রী কবুলিয়ত প্রদান করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ।
- পুনর্বাসিত পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য শিক্ষা, নিরাপদ সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ইত্যাদি সুবিধা প্রদানসহ পুনর্বাসিতদের অনুকূলে দীর্ঘ মেয়াদী পুকুর লীজ প্রদান।
- পুনর্বাসিত পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ এবং
- প্রত্যন্ত এলাকায় পুনর্বাসিত/পুনর্বাসিতব্য গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা।

প্রকল্পের মূল কার্যাবলী

- সরকারি খাস জমিতে গুচ্ছগ্রাম স্থাপনের লক্ষ্যে কাবিখার আওতায় মাটির কাজ সম্পন্নকরণ।
- প্রতিটি পরিবারের জন্য ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসহ দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর এবং ৫ রিং বিশিষ্ট স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ।

- ৩০ বা তদূর্ধ্ব পরিবার বিশিষ্ট গুচ্ছগ্রামে ৯৯০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসহ মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ।
- নিরাপদ সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার নলকূপ স্থাপন।
- প্রতিটি পরিবারকে একটি করে উন্নত চুলা প্রদান।
- আশে পাশে বিদ্যুৎ লাইন থাকা সাপেক্ষে প্রতিটি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- বিআরডিবি'র মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- পরিবেশ উন্নয়নে প্রতিটি গুচ্ছগ্রামে বৃক্ষরোপণ নিশ্চিত করা।
- আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের অধীনে প্রতিষ্ঠিত গ্রামসমূহের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (মাটির কাজ) সম্পাদন।
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় বসত ভিটা উঁচুকরণ, পুকুর খনন, পুনঃখনন, সংযোগ রাস্তা নির্মাণ।
- এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারকে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নরূপ (জুন/২০১৮ পর্যন্ত)

ক্রমিক	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	অর্জন (ক্রম.)
১।	গ্রামের সংখ্যা	২৫০০টি	২৬	৭৫০	১৩১০	৪১৪	-	
		অর্জন	২৮	১৩৭	*৫৭০	-	-	৭৩৫
২।	গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর	৫০,০০০ টি	৮০০	১৫০০০	২৬০০০	৮২০০	০	
		অর্জন	৮০০	৪৫৫০	*২৫৪০০	-	০	৩০৭৫০
৩।	মাল্টিপারপাস হল	৩৪০ টি	১২	১২০	১০০	৫৮	৫০	
		অর্জন	১২	৫০	*৯৫	-	০	১৫৭
৪।	নলকূপ স্থাপন	৫০,০০০ টি	১৩০	৩০০০	৪০০০	১৬৫০	১২২০	
		অর্জন	১৩০	৫৭৪	*৩৪০০	-		৪১০৪
৫।	ক্ষুদ্রঋণ	১০,০০০ পরিবার	৮০০	৩০০০	৩০০০	২০০০	১২০০	
		অর্জন	৮০০	২৬৪০	*২৫৫৮	০		৫৯৯৮
৬।	আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ	১০,০০০ পরিবার	৮০০	৩০০০	৩০০০	২০০০	১২০০	
		অর্জন	৮০০	২৭০০	*২৪৯৮	-	-	৫৯৯৮
৭।	বৃক্ষরোপণ	৫০,০০০ পরিবার	৮০০	১৫০০০	২০০০০	১০০০০	৪২০০	
		অর্জন	৮০০	৪৫৫০	*১৪৯৯৫	-		২০৩৪৫
৮।	উন্নত চুলা	৫০,০০০ পরিবার	৮০০	১৫০০০	২০০০০	১০০০০	৪২০০	
		অর্জন	৮০০	৪৫৫০	*১৪৯৯৫	-		২০৩৪৫
৯।	কবুলিয়ত দলিল	৫০,০০০ পরিবার	৮০০	১৫০০০	২৬০০০	৮২০০	০	
		অর্জন	৮০০	৪৫৫০	*২৬০০০	-		৩১৩৫০
১০।	বিদ্যুতায়ন	৩০০ গ্রাম	৭	৭০	৭০	৭০	৮৩	
		অর্জন	৭	৮	*৩৩	-		৪৮
১১।	ঘাটলা নির্মাণ	১৫০ টি	৩	৪০	৪০	৪০	২৭	
		অর্জন	০	১৯	*৪০	-		৪৯
১২।	গোসলখানা	৩৩৭টি	০	৯৩	১০০	১০০	৪৪	
		অর্জন	০	৫৩	*১০০	-		১৫৩
মোট (লক্ষ টাকায়)			১৫৬৭.২০	২৫৮৭৪.২২	৪৩২৪৫.০০	১৪৪৬৮.৬৪	১৭২৫.৫৪	

* জুন ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি। সে হিসেবে ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৫ %, আর্থিক অগ্রগতি ৫৫.৭১ %।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় ৪৩২.৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন '১৮ পর্যন্ত ৪১৮.১০৬৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৬.৬৮% ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি

এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৫,৪০০ ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৬ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ২৫,৫৩৬টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে গত ০৩/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করা হয়।

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন (তারিখ: ৩ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ)

উক্ত ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ৭টি জেলার ১০টি উপজেলায় ১১টি গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরাসরি উপকারভোগীদের সাথে কথা বলেন। তার তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	গুচ্ছগ্রামের নাম
০১।	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	সানিয়াজান
		লালমনিরহাট সদর	হিরামানিক-১
			হিরামানিক-২
০২।	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	কুট ভাজনী বালাসুতি (ছিটমহল)
০৩।	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	বৈরচুনা সিরাইল
০৪।	দিনাজপুর	কাহারোল	বাগপুর-২
		পার্বতীপুর	রিফিউজিপাড়া-১
০৫।	রংপুর	পীরগাছা	জুয়ান-১
		গঙ্গাচড়া	আরজী জয়দেব
০৬।	গাইবান্দা	সাদুল্লাপুর	সালাইপুর
০৭।	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	কবিরপুর-৫

তাছাড়া মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময়ে নির্মিত গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন ও পরিদর্শন করেছেন।

বানারপুকুর গুচ্ছগ্রাম, জয়পুরহাট

সুন্দরপুর-২ গুচ্ছগ্রাম, কাহারোল, দিনাজপুর

সুন্দরপুর-২ গুচ্ছগ্রাম, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে বর্তমান মাননীয় ভূমি মন্ত্রী, সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি.

২. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ [(১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এবং খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত)] প্রকল্প

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

জনবহুল বাংলাদেশে ভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বর্তমানে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় রেকর্ড স্বত্ব ও রেকর্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হচ্ছে। ফলে বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান পদ্ধতিতে জনসাধারণের চাহিদা পুরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনসাধারণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনকে গতিশীল, টেকসই ও জনকল্যাণমুখী করে গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি জনকল্যাণমুখী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ [(১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এবং খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত)] শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই '১২ হতে ডিসেম্বর '১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২.৭৭ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি সারাদেশের ৫৫টি জেলায় (ঢাকা, নেত্রকোনা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, বগুড়া, পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কক্সবাজার, বাগেরহাট, নড়াইল, সাতক্ষীরা, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা) বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমে রক্ষিত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ টি (সিএস, এসএ, আরএস) খতিয়ান আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি মালিকগণকে সহজে খতিয়ানসমূহ সরবরাহ করা; এবং

ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে বিভিন্ন জরিপের (সিএস, এস এ, আরএস) দীর্ঘ দিনের পুরানো খতিয়ানসমূহ সংরক্ষণ করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমে রক্ষিত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ টি (সিএস, এসএ, আরএস) খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা। সারা দেশের ৫৫টি জেলায় জুন '১৮ পর্যন্ত মোট ২,১০,০১,১১৮টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

গত ১৭/১২/২০১৫ তারিখে চট্টগ্রাম জেলায় ইএলআরএস সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। কিন্তু সফটওয়ারের ত্রুটির কারণে ডাটা এন্ট্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। এটুআই প্রকল্প হতে জানানো হয় যে, ইএলআরএস সফটওয়ারে কিছু সমস্যা থাকার কারণে তিনটি জেলা ব্যাতীত অন্য জেলায় ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০২/০৯/২০১৫ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

(ক) ইএলআরএস এর নতুন সফটওয়ারের মাধ্যমে খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহে ১৮ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখ হতে শুরু করতে হবে।

(খ) এ প্রকল্পের আওতায় প্রথমে সিএস এবং এসএ জরিপের খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করতে হবে। পবরর্তীতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে বিদ্যমান আরএস জরিপের খতিয়ানের ডাটার সাথে সমন্বয় করে আরএস জরিপের খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

গত ০২/০৯/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এটুআই প্রকল্প কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানটি সফটওয়্যারটির মাধ্যমে শুধুমাত্র খতিয়ানের জন্য ডাটা এন্ট্রি ৬টি জেলায় (পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, জয়পুরহাট, বগুড়া ও কুষ্টিয়া) পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৩১.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন '১৮ পর্যন্ত ১৮.৮১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৫৯%। এ প্রকল্পের আওতায় সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের ৪,৫৮,৪৩,৪০৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম হতে সফটওয়্যার সরবরাহ করা হয়। এটুআই প্রকল্প হতে প্রদানকৃত সফটওয়্যারটি তিনবার আপডেট করা হলেও শুধুমাত্র তিনটি জেলায় (রংপুর, কুড়িগ্রাম ও সিরাজগঞ্জ) ELRS সফটওয়্যারটি চালু করা হয়। সফটওয়্যারের সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের লক্ষ্যে এটুআই কর্তৃক নতুন একটি সফ্টওয়্যার তৈরি সম্পন্ন হয়েছে যা বিসিসিতে হোস্টিং করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ৫৫টি জেলায় ব্যাচ এন্ট্রির মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি শুরু করা হয়েছে। ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সকল জেলায় প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার সরবরাহ করা হয়েছে। এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় ৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমের সংশ্লিষ্ট ২৭৫ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে চলমান রয়েছে। চলতি অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সিংহভাগ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৩. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (২য় সংশোধিত) (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ)

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

১৯৮০ সন হতে নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় ভূমি উদ্ধার প্রকল্পের (Land Reclamation Project) মাধ্যমে সমুদ্র হতে ভূমি উদ্ধার ও চর উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল, বিশেষত: নোয়াখালী জেলায় চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-১, ২, ৩ ও ৪ এর মাধ্যমে ১৯৯৪ সন হতে ২০১৬ সন পর্যন্ত ব্যাপক চর উন্নয়ন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভূমি বন্দোবস্তের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের ১ম, ২য় ও ৩য় ফেইজ এর আওতায় ১৯৯৪ থেকে ২০১০ মেয়াদে ১৬ বছরে সমুদ্র হতে জেগে ওঠা ৩০ হাজার একর ভূমির সার্বিক উন্নয়ন সাধনপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২২ হাজার নদীভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারকে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের মাধ্যমে পুর্নবাসন করা হয়েছে। সমুদ্র হতে জেগে ওঠা আরও ৪৫ হাজার একর খাস জমি ১৪,০০০ ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যে বর্তমান চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলায় জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ৭.৬৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সাহয্য ৩.১৩৯৪ কোটি টাকা এবং জিওবি ৪.৫৫০৬ কোটি টাকা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- নতুন উপকূলীয় চরাঞ্চলে বসবাসরত গরীব জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা।
- উপকূলীয় চরাঞ্চলে হইতে দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠিকে খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া এবং
- উপকূলীয় অধিবাসীদের নিরাপদ বসবাস স্থাপন ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

- নোয়াখালী জেলায় নতুন জেগে ওঠা উপকূলীয় চরাঞ্চলে ১৪,০০০ ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারের মাঝে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা; এবং
- বিদ্যমান ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (এলআরএমএস) এর অনলাইন ভিত্তিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কর্মকাণ্ড

প্রকল্প এলাকার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলায় বিভিন্ন ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারের মাঝে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের খতিয়ান বিতরণ করা হয়। উক্ত খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৭৮৬ টি নদীভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ১০২১.৮ একর খাসজমি বিতরণ করেন। নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক ও প্রকল্প পরিচালক জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মেছবাহ উল আলম, স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব আয়েশা ফেরদৌস সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জুন '১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ১২,৪৬১টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ১৬,৮০০ একর কৃষি খাস জমি বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ০.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি ০.৭৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.২২ কোটি টাকা। জুন '১৮ পর্যন্ত ০.৮৩৭২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ০.৬১৭৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.২১৯৮ কোটি টাকা। যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৮৫%। তাছাড়া, এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি নিম্নরূপ :

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	জুন '১৮ মাসের অর্জন	জুন '১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
প্লট টু প্লট জরিপ	-	৪০,৩৮৭ একর (৯৪%)
ভূমিহীন পরিবার বাছাই (১৪ হাজার পরিবার)	৮৪টি	১৬৫০৬টি (১১৭.৯০%)
জেলা পর্যায়ে নথি অনুমোদন হয়েছে	৩৬১টি	১৬৩৩৩টি (১১৬.৬৬%)
কবুলিয়াত সম্পাদন হয়েছে	৮টি	১৩৭৬১টি (৯৮.২৯%)
কবুলিয়াত রেজিস্ট্রেশন হয়েছে	৮টি	১৩৩৮৫টি (৯৫.৬১%)
খতিয়ান তৈরী হয়েছে	৯৮টি	১২৮২২টি (৯১.৫৯%)
খতিয়ান বিতরণ হয়েছে	০	১২৪৬১টি (৮৯.০১%)
সামগ্রীকভাবে প্রকল্পের অগ্রগতির হার		৯৫%

জুন '১৮ পর্যন্ত ১২,৪৬১ টি পরিবারের ৭৪ হাজার ৭৬৬ জনের মধ্যে ১৬,১৯৯.৩০ একর সরকারি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। শুধু ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১,৮৪৭ টি পরিবারের ১১ হাজার ৮২ জনের মধ্যে ২৪১২ একর সরকারি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের বিদ্যমান ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফট্ওয়্যার (এলআরএমএস) এর অনলাইন ভিত্তিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্প এলাকায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কানুনগো, সার্ভেয়ার, কম্পিউটার ডাটা অপারেটর, অফিস সহকারী ও কারিগরী সহায়তা টিমের সদস্যবৃন্দ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে সফট্ওয়্যারটির মাধ্যমে ভূমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ভূমি বন্দোবস্ত, পানি ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও বনায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম ৬ টি সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পরিচালিত হচ্ছে।

বিগত ১৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাবেক মাননীয় মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৭৮৬ টি নদী ভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ১০২১.৮ একর খাসজমি বিতরণ করেন। নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্থানীয় সংসদ সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মনপুরায় এক হাজার অসহায় ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের দলিল হস্তান্তর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত বর্তমান মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি.

নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক জনাব মো: মাহবুব আলম তালুকদার ভূমিহীন পরিবারের মাঝে বন্দোবস্তীয় কৃষি খাসজমির খতিয়ান বিতরণ করছেন। তারিখ: ০৪ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ

মানব সম্পদ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও দারিদ্র হ্রাসে প্রকল্পের অবদান : সিডিএসপি ৫ এর ফিজিক্যাল স্টাডি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে-

- বন্দোবস্তপ্রাপ্ত পরিবারগুলোর বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে- ৪৯৫% (প্রায় ৪ গুণ)।
- শিশু অপুষ্টি হ্রাস পেয়েছ- ৫৭% থেকে ৪৩%।
- পরিবারগুলোর ব্যবহার্য সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে- ৫০৩% (প্রায় ৫ গুণ)।
- সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের আওতায় এসেছে- ১০০% পরিবার।
- ৮৪.৬ শতাংশ পরিবার নিজ নিজ বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ভূমিতে বসবাস করে নিজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপৃত রয়েছে।

চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র বিমোচনমূলক ও সফল প্রকল্প। পূর্বের ৩টি ফেইজের (১৯৯৪ হতে ২০১০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত) সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে ৪র্থ ফেইজটি (২০১১-২০১৮) হাতে নেয়া হয়। ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কতৃক বাস্তবায়িতব্য এই প্রকল্পটি ২০১৮ সালের বর্ধিত মেয়াদে সমাপ্ত হলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশে মোট ৪ টি ফেইজে ২৪ বছরে ৩৬,০০০ ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ৪৮,০০০ একর খাস জমি বন্দোবস্তের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১৯ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িতব্য ৩ বছর মেয়াদী সিডিএসপি ব্রিজিং প্রকল্প শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে যা সিডিএসপি-৫ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাঁচাই ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এ ধরণের দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্প বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪. উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

দেশে বিদ্যমান উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো অধিকাংশই জরাজীর্ণ। অফিসগুলোর অবস্থা নাজুক থাকায় ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া প্রতি বছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমি অফিসগুলোর অবকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সময়ে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের অধীনে ৩৪৫টি উপজেলা অফিস এবং ১,০১৪টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মিত হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি অফিসগুলোতে কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ''উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প'' বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সারাদেশের ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্য জুলাই '১৪ হতে জুন '২০ মেয়াদে ৭৪৬.৭৮০২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা।
- উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যথাযথভাবে ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা ; এবং
- মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসনের সার্বিক মানোন্নয়ন করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

- ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা ।
- উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো যাতে মানসম্মতভাবে নির্মিত হয় তা নিশ্চিত করা।
- বিদ্যমান ডিপিপি তে বেশ কিছু অসংগতি ও ত্রুটি থাকায় তা সংশোধনের নিমিত্ত প্রস্তাব তৈরীর কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি

- ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা ---------- ৫০০ টি
- জেলা প্রশাসনের নিকট হস্তান্তরীত ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা ---------- ১৭৪ টি
- হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা ---------- ১৭০টি
- কাজ শেষ, ফিনিশিং কাজ চলছে ---------- ৭৭টি
- কাজ শেষ পর্যায়ে ---------- ৬৪ টি
- ডিপিপি সংশোধনের পর কাজ শুরু করা যাবে ---------- ০৬ টি
- ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্নমূখী সমস্যা রয়েছে ---------- ০৯ টি

গত ০৭/১১/২০১৮ খ্রিঃ এনইসি সম্মেলন পরিকল্পনা কমিশন চত্বর-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন করা হয়েছে ।

শালবন পৌর ভূমি অফিস, রংপুর সদর, রংপুর

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একনেক শাখা এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ এখনো জারী করা হয়নি। উক্ত প্রশাসনিক আদেশ জারী হবার পর শীঘ্রই উপজেলা ভূমি অফিসসমূহের নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে।

গোবিন্দগঞ্জ সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস

উপজেলা ভূমি অফিসগুলো নির্মাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রশাসনিক আদেশ পাওয়া মাত্রই উপজেলা ভূমি অফিসসমূহ যাতে টেন্ডার আহ্বান করতে পারেন সেই লক্ষ্যে তাদের প্রত্যেককেই টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত করার জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

পাতিবিলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন, চৌগাছা, যশোর

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ১৩৬.০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১০০.৮৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৭৪.১৫%। তাছাড়া এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন '১৮) পর্যন্ত ২৭৪.৭৪৩৮ কোটি টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩৬.৭৯%।

৫. ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ঢাকা শহরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। ফলে যে কোন বিষয়ে আন্তযোগাযোগের ক্ষেত্রে অথবা ভূমি সেবা প্রত্যাশীদের পক্ষ হতে কোন সেবা গ্রহণকালে তাদেরকে ভিন্নভিন্নভাবে সকল অফিসে যেতে হয়। যা সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর। ভূমি সেবাদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ভূমি সেবা প্রত্যাশী উভয়ের এই কষ্ট লাঘব করতে ভূমি সেবাদান এবং ভূমি সেবাগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজসাধ্য এবং জনদূর্ভোগমুক্ত করার লক্ষ্যে ভূমি সেবা সংক্রান্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে (ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর) একই ছাদের নীচে নিয়ে এসে ভূমি সংক্রান্ত সেবাকে আরো স্বচ্ছ, দক্ষ, বেগবান ও জবাবদিহিতার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে "ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প" গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্মাণাধীন ভূমি ভবন কমপ্লেক্স (১৯ নভেম্বর ২০১৮)

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা ছাড়াও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের কার্যালয়, তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিস নির্মিতব্য ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে স্থানান্তরিত হবে। নির্মিতব্য এই ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর অফিসের সংস্থান রয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প কার্যালয় এবং তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিসকে একই ছাদের নিচে এনে ভূমি সেবা সহজিকরণ করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

তেজগাঁও-এ অবস্থিত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বর্তমান জায়গায় ২০ তলা ভিতবিশিষ্ট ১৩ তলা ভবন নির্মাণ করা।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৬০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন ' ১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪২.২১৯৬ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৭০%। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থাকে একই ছাদের নীচে এনে জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত "One Stop Service" প্রদানের নিমিত্ত ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কম্পাউন্ডে ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে।

নির্মাণাধীন ভূমি ভবন কমপ্লেক্স (১৯ নভেম্বর ২০১৮)

২টি বেজমেন্টসহ মোট ২০ তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ১৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। এতে ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, গুচ্ছগ্রাম-২য় (সিভিআরপি) প্রকল্প, ঢাকা বিভাগের উপভূমি সংস্কার, কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেট, ঢাকা নওয়াব এস্টেট, তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিস এর জন্য এই ভবনে স্পেস বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ২টি বেইজমেন্ট ও ২টি ফ্লোর এর ঢালাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬. সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমি অতি গুরুত্বপূর্ণ দুর্লভ সম্পদ। এই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের। দেশের ভূমি সম্পদের ব্যবস্থাপনা, ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় ভূমি অফিসের গুরুত্ব অপরিসীম। সকল ভূমি মালিকগণকে ভূমি হালনাগাদ সংক্রান্ত কাজে আবশ্যিকভাবে ভূমি অফিসে যেতে হয়। দেশের বিদ্যমান ভূমি অফিসগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরাজীর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী। ভূমি অফিসে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়। ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাসহ যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে তা নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমান অবস্থায় ভূমি অফিসের সেবা প্রদান কার্যক্রম সন্তোষজনক করা সম্ভব নয়। অনেক ভূমি অফিস (পুরোনো তহসিল অফিস) কাজের অনুপযোগী। ভূমি অফিসের অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ঠাকুরাকোণা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা

১২ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সকল ইউনিয়নে ভূমি অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত প্রেক্ষিতে দেশের সকল মহানগর, পৌরসভা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুতির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ করে।

আকাশপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।

আধুনিক ও কার্যকর ভূমি ব্যবস্থাপনার সাহায্যে ভূমি অফিসের সেবা প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ তথা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র সংযোজিত নতুন অফিস ভবন প্রয়োজন। সমগ্র দেশে ১০০০ (এক হাজার) শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ১২/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং গত ৩০/০১/২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৩১৮৬.০০ লক্ষ টাকা এবং এ প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নতুন ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অফিসের সেবা প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- ভূমি অফিসের ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ।

প্রকল্পের মূল কার্যাবলী

প্রকল্পের আওতায় সমগ্র দেশে ১০০০টি শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা ও ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থার লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ।

ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আয়তন ও বাজেট

সমতল এলাকায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আয়তন প্রতিটি ১০৩৫ বর্গফুট। ২ তলার ফাউন্ডেশনসহ ১ তলা এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮.০০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া উপকূলীয় ও হাওর এলাকায় ৩ তলার ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা (নিচ তলা খালি) প্রতিটি ১০৩৫ বর্গফুট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আয়তন এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৫.০০ লক্ষ টাকা ।

ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টাইপ নকশা ও নির্মাণ সামগ্রী

১০৩৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১ তলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টাইপ নকশা অনুযায়ী প্রতিটি ভূমি অফিসে ২টি অফিস কক্ষ, ১টি রেকর্ড রুম, ১টি অপেক্ষমান এলাকা, ৩টি টয়লেট (১টি সংযুক্ত এবং ২টি পুরুষ ও মহিলা) এবং দোতলায় যাওয়ার জন্য একটি সিঁড়ি থাকবে। রেকর্ড রুমের তিনদিকে কোন জানালা থাকবে না এবং একদিকে দুই ফিট উচ্চতায় লোহার শক্ত গ্রীল দেওয়া হবে। ভবনটি আরসিসি কলামের ফ্রেম স্ট্রাকচার হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। আরসিসি কাজে পাথরকুচি ব্যবহার করা হবে। জানালা ও ফ্যানলাইটে থাই এলুমিনিয়াম ব্যবহার করা হবে।

প্রকল্পের কম্পোনেন্ট

এ প্রকল্পের নিম্নলিখিত ২ (দুই) টি উপাদান রয়েছে- (ক) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভূমি অফিস সংশ্লিষ্ট স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং (খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) সহযোগিতায় ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ করা।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্টাফদের চাহিদা নিরিখে প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ করা হবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা ও সেবার মান বাড়ানোসহ পেশাগত ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। প্রতি ব্যাচে ৩০ (ত্রিশ) জন করে মোট ৩০০ (তিনশত) টি ব্যাচে এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। প্রতিটি ভূমি অফিসে প্রিন্টারসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হবে।

ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অবকাঠামো নির্মাণ

সমতল এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫ (এক হাজার পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট আয়তনের ২ (দুই) তলার ফাউন্ডেশনসহ ১ (এক) তলা এবং উপকূলীয় ও হাওর এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫ (এক হাজার পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট আয়তনের ৩ (তিন) তলার ফাউন্ডেশনসহ ২ (দুই) তলা (নিচ তলা খালি) ভবন নির্মাণ করা হবে। মহানগর ও পৌর এলাকায় বিশেষ স্থাপত্য নকশা'র মাধ্যমে অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। নির্মিত ভবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হবে।

প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি

চলতি অর্থ বছরের জুন ২০১৮ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ১০০০ (এক হাজার) টি ভূমি অফিসের মধ্যে এ পর্যন্ত ৬৫০টি ভূমি অফিসের টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫৭১টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের নিমিত্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ইতোমধ্যে নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর ভূমি অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও রূপকল্প ২০২১ অর্জনে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এ প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ড পত্রাদির সংরক্ষণ নিরাপদ হবে এবং অফিসের কর্ম পরিবেশ উন্নত হবে। ভূমির তথ্য সংরক্ষণ ও সেবা প্রত্যাশিদের ভোগান্তি দূর হবে। সঠিক তথ্য সরবরাহ হওয়ায় ভূমি সংক্রান্ত স্থানীয় বিরোধ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে। ফলে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাছাড়া কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা ও ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে।

আর্থিক অগ্রগতি

তাছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১০৩.৪৬ কোটি টাকা। জুন '১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৮.৭৮৬৫ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪৭.১৫%।

৭. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্যাদি

ভূমি সংক্রান্ত সেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া এবং স্বচ্ছ, দক্ষ, জনবান্ধব ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভূমি সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। প্রকৃত এবং কার্যকরী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলা যায় এবং সঠিক সময়ে সঠিক, নির্ভুল ও দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর যুগে দ্রুত সেবা প্রদান করতে হলে তা কেবল প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব। সাধারণ জনগণকে দক্ষতার সাথে সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা কর্মচারী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডরমিটরী ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

- বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নয়ন।
- ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভবন কাঠামো ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা।
- ডরমিটরী ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি করা ।
- প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও আসবাবপত্রের সংস্থান করা।

প্রকল্পের মূল কার্যাবলী

- ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত স্যানিটেশন ও পানির লাইন স্থাপনসহ ভবন নির্মাণ (পূর্ত কাজ)।
- নির্মাণকৃত ভবনে অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কার্যসম্পাদন।
- ১ম হতে ৫ম তলা পর্যন্ত ভবনের সংস্কার কার্য সম্পাদন।
- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।
- কম্পিউটার, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় ও স্থাপন।
- লিফট, জেনারেটর ও সিসিটিভি স্থাপন।

প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৪২৮.৪০ (চৌদ্দ কোটি আঠাশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের বিরপীতে ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন '১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩.৭৫০০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৭৫%।

ছবি- ভবনের পুরো নির্মাণ কাঠামো (পূর্ব দিক হতে) ৩০/১২/২০১৮ তারিখ

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভবনের উপরে ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ৫টি ফ্লোর ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ছবি- প্রকল্পের অধীনে ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২ তম তলার বারান্দা ও বাহিরের দেয়াল প্লাস্টারকরণ চলছে (৩০/১২/২০১৮ তারিখ)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন কার্যক্রম

অনলাইনে অডিট রিপোর্ট দাখিলের ব্যবস্থা করা (১ম পর্যায়ে ঢাকা ও গাজীপুর)।

- **সমস্যা :** অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় না।
- **সমস্যার মূল কারণ :** অডিট রিপোর্ট প্রাপ্তিতে দীর্ঘ সময় লাগে, ফলে অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না।
- **সমাধান :** অনলাইনে (দাপ্তরিক ওয়েবসাইট তৈরির মাধ্যমে) অডিট রিপোর্ট প্রদান।
- **ফলাফল :** ঢাকা ও গাজীপুর দপ্তরের ওয়েব সাইটে অডিট রিপোর্ট দাখিলের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায় রয়েছে।
- **চ্যালেঞ্জসমূহ :** প্রযোজ্য নয়।
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা :** প্রযোজ্য নয়।
- **পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপ :** পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় জেলাসমূহে অডিট রিপোর্ট অনলাইনে দাখিল।
- **বাস্তবায়ন এলাকা :** ঢাকা, গাজীপুর জেলা।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখ :** ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ।
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ :** ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা :** অডিট আপত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে অবগত হন। অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎস :** টাকা ১৫,০০০/- (পনের হাজার) মাত্র
- **বাস্তবায়নকারী :** হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)।
- **জেলা :** ঢাকা।
- **বিভাগ :** ঢাকা।

অনলাইনে নামজারী

- **সমস্যা :** নামজারীর দীর্ঘসূত্রিতা, সেবাগ্রহীতার হয়রানি, অর্থ ও সময়ের অপচয়।
- **সমস্যার মূল কারণ :** নামজারীর পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণ।
- **সমাধান :** অনলাইনে আবেদন গ্রহণের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে নামজারী মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষার সাথে সাথে সেবাগ্রহীতার হয়রানি, অর্থ ও সময় ব্যয় বহুলাংশে কমেছে।
- **ফলাফল :** নামজারী মামলা আরও দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তিসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অনেকাংশেই সম্ভব হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম কমেছে।
- **চ্যালেঞ্জসমূহ :** কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং নতুন পদ্ধতি গ্রহণে ভীতি ও অনীহা।
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা :** প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা হচ্ছে।
- **পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপ :** আরও নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ। পাশাপাশি এ পদ্ধতি অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা।
- **বাস্তবায়ন এলাকা :** মেহেরপুর সদর উপজেলা, মেহেরপুর।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখ :** ০১.১০.২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ :** চলমান।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা :** সকল সেবাগ্রহীতা।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎস :** ১,৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর এর নিজ ব্যবস্থাপনায়।

- **বাস্তবায়নকারী :** সহকারী কমিশনার (ভূমি), মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।
- **জেলা :** মেহেরপুর।
- **বিভাগ :** খুলনা।

অনলাইনের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয়সেবা প্রদান

- **সমস্যা :** সেবাগ্রহীতাগণ নির্ধারিত সময়ে অনুপস্থিত থাকা, অসচেতনতা ও আইসিটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় এবং নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা।
- **সমস্যার মূল কারণ :** অত্র এলাকা অধিকাংশ কৃষি নির্ভর হওয়ায় সেবা গ্রহীতাগণ সঠিক সময়ে উপস্থিত না হওয়ার কারণে সঠিক সময়ে সঠিক সেবা না পাওয়া।
- **সমাধান :** অনলাইনের মাধ্যেমে নির্দিষ্ট সাইটে আবেদন গ্রহণ ও মোবাইলের মাধ্যমে অবগতকরণ।
- **ফলাফল :** সঠিক সময়ে সঠিক সেবা প্রদান করা।
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা :** আইসিটি সম্পর্কে অদক্ষতা, অসচেতনতা পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপ আইসিটি সম্পর্কে ভূমি সংশ্লিষ্ট সকলকে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ করা।
- **বাস্তবায়ন এলাকা :** উপজেলা মোহনপুর, রাজশাহী।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখ :** ১২/০৮/২০১৬ খ্রিঃ।
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ :** ০১/০৩/২০১৭ খ্রিঃ।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা :** কৃষক, শিক্ষক, চাকুরীজীবী প্রায়-১,০০০,০০ জন।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎস :** ৭০,০০০/- টাকা, জেলা প্রশাসক মহোদয়ের অনুদান, স্থানীয় অনুদান।
- **বাস্তবায়নকারী :** উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মোহনপুর, রাজশাহী।
- **জেলা :** রাজশাহী।
- **বিভাগ :** রাজশাহী।

জনবান্ধব ভূমি অফিস

- **সমস্যা :** বসার জায়গা, পানির ব্যবস্থা, সাইকেল/মোটরসাইকেল রাখা, রেকর্ডরুমে নথি রাখা।
- **সমস্যার মূল কারণ :** পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ।
- **সমাধান :** ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ সাপেক্ষে।
- **ফলাফল :** বসার জন্য গোল চত্তর নির্মাণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থা গ্রহণ, সাইকেল/মোটর সাইকেল রাখার গ্যারেজ নির্মাণ।
- **রেকর্ডরুমে নথি রাখার জন্য :** রেকর্ডরুম বিন্যাস্তকরণ ও র‍্যাক নির্মাণ।
- **বাস্তবায়ন এলাকা :** উপজেলা ভূমি অফিস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখ :** ০১.০১.২০১৬ খ্রিঃ।
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ :** ৩১.১২.২০১৬ খ্রিঃ।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা :** সাধারণ জনগণ ১০,০০০ জন।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎস :** ১১,০০,০০০/- টাকা।
- **বাস্তবায়নকারী :** সহকারী কমিশনার (ভূমি)।
- **জেলা :** চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- **বিভাগ :** রাজশাহী।

(ক) অডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ, খ) মিস কেস সহজীকরণ, গ) খারিজ কেস সহজীকরণ

- **সমস্যা :** ক) সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রক্রিয়া ও সেবা মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, খ) সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রক্রিয়া ও সেবা মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, গ) সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রক্রিয়া ও সেবা মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা।
- **সমস্যার মূল কারণ :** ক) জনসচেতনা বৃদ্ধি, খ) জনসচেতনা বৃদ্ধি, গ) জনসচেতনা বৃদ্ধি।
- **সমাধান :** ক) বাংলাদেশ বেতারের সহযোগিতায় অডিও রেকর্ডিং প্রস্তুতকরণ, খ) সফট্ওয়ারের এসএমএস, হাইপারলিংক পদ্ধতির ফলে মিস কেসের সময় প্রায় ১৫০ দিন কম লাগছে, খরচ প্রায় ৫৬০০/- টাকা কম লাগছে এবং দীর্ঘদিনের মিস কেস স্বল্প সময়ে নিস্পত্তি হচ্ছে। গ) সফট্ওয়ারের এসএমএস, হাইপারলিংক পদ্ধতির ফলে দীর্ঘদিনের মিস কেস স্বল্প সময়ে নিস্পত্তি হচ্ছে।
- **ফলাফল :** ক) অডিও রেকর্ডিং এর মধ্যমে জনগণ সেবা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং নিরক্ষর/অল্প শিক্ষিত জনগণ সহজে অডিও রেকর্ডিং শুনে সেবা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন ও উপকার পেতে শুরু করেছেন। খ) সফট্ওয়ারের এসএমএস, হাইপারলিংক পদ্ধতি চালু হওয়ার মাধ্যমে জনগণ সেবা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং সহজে সেবা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন ও উপকার পেতে শুরু করেছেন। গ) সফট্ওয়ারের এসএমএস, হাইপারলিংক পদ্ধতি চালু হওয়ার মাধ্যমে জনগণ সেবা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং সহজে সেবা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন ও স্বল্প সময়ে উপকার পেতে শুরু করেছে।
- **বাস্তবায়ন এলাকা :** উপজেলা ভূমি অফিস, নাচোল।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখ :** ০১.০১.২০১৬ খ্রিঃ।
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ :** ৩১.১২.২০১৬ খ্রিঃ।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা :** ক) ৭০০০ জন (খ) ১০০০ জন (গ) ১২০০০ জন।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎস :** (ক) ৪০,০০০/- টাকা (খ) ২০,০০০/- টাকা (গ) ৩৫,০০০/- টাকা (আনুসঙ্গিক খাত)।
- **বাস্তবায়নকারী :** সহকারী কমিশনার (ভূমি), নাচোল।
- **জেলা :** চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- **বিভাগ :** রাজশাহী।

সেবা প্রার্থীদের জন্য ওয়েটিং সিট নতুন রেকর্ডরুম নির্মাণ, অফিস এলাকায় পাকা রাস্তা নির্মাণ ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস সংস্কার

- **সমস্যা :** দেরীতে বরাদ্দপ্রাপ্ত।
- **সমস্যার মূল কারণ :** দেরীতে বরাদ্দপ্রাপ্ত।
- **সমাধান :** সময়মত বরাদ্দ প্রদান।
- **ফলাফল :** সেবা প্রার্থীদের সমস্যা সরাসরি শ্রবণ, দ্রুততম সেবা প্রদান, জনহয়রানী হাস, দালালদের দৌরাত্ম্য ।
- **দূরীভূতকরণ :** সেবার মান উন্নয়ন, টেকসই সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।
- **চ্যালেঞ্জসমূহ :** জনবল স্বল্পতা ও সেবা প্রার্থীদের অসচেতনতা।
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা :** জনবল বৃদ্ধি ও সেবা প্রার্থীদের সচেতন করা।
- **পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপ :** ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদান।
- **বাস্তবায়ন এলাকা :** সমগ্র ভোলাহাট উপজেলা।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখ :** ০১.০৫.২০১৫।
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ :** ৩০.১২.২০১৬।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা :** সেবা প্রত্যাশি নারী পুরুষ আনুমানিক ২৫,০০০।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎস :** ২,০০,০০০/- ভূমি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ।
- **বাস্তবায়নকারী :** সহকারী কমিশনার (ভূমি)।
- **জেলা :** চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- **বিভাগ :** রাজশাহী

ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে দ্রুত বাজেট স্থানান্তর

- **সমস্যা :** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হতে বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা ও ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস সমূহের বাজেট ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে উপবিভাজনপূর্বক প্রেরণ করা হয়ে থাকে। উপবিভাজন এবং ডাকে প্রেরণের মাধ্যমে বাজেটের কপি সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে গিয়ে পৌঁছাতে বেশ বিলম্ব হয়। কখনও কখনও কোন কোন দূরবর্তি অফিসে বাজেটের হার্ডকপি পৌঁছাতে মাসাধিককাল বিলম্ব হয়ে যায়।
- **সমস্যার মূল কারণ :** অর্থ বিভাগ হতে বাজেট বরাদ্দের কপি পাওয়ার আগেই কিছু প্রাকপ্রস্তুতি গ্রহণের ফলে উপবিভাজনের সময়কাল কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব হলেও পোস্ট অফিসের মাধ্যমে কোন কোন ভূমি অফিসে বাজেটের হার্ড কপি পৌঁছাতে বিলম্ব হয়।
- **সমাধান :** বাজেট দ্রুত উপবিভাজনপূর্বক স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করে তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত গ্রুপমেইল (aclandall.gov.bd)/ব্যক্তিগত ই-মেইল এবং ভূমি সংস্কার বোর্ডের ওয়েব সাইটে (http://www.lrb.gov.bd/) আপলোড করে তাৎক্ষণিকভাবে টেলিফোনে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দ্রুত ফ্যাক্সের মাধ্যমে বাজেটের কপি পাঠিয়ে দেয়া হয়।
- **ফলাফল :** অর্থ বিভাগ হতে বরাদ্দপ্রাপ্তির পর প্রতিটি অফিসের বাজেট ৭-১০ দিনের মধ্যেই পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। পূর্বে এ সময় ছিল ২৫-৩০দিন। কখনও কখনও এর চেয়েও বেশী বিলম্ব হতো।

চ্যালেঞ্জসমূহ

(ক) সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে ই-মেইল ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা।

(খ) অধিকাংশ উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসে ফ্যাক্স মেশিন না থাকা।

(গ) নিয়মিত ই-মেইল চেক করার অভ্যাস না থাকা।

(ঘ) কোন কোন ভূমি অফিসে কম্পিউটার/ইন্টারনেট যোগাযোগ ভাল নয়।

- **চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা :** বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সহায়তায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের জন্য এবং ভূমি সংস্কার বোর্ডের জন্য গ্রুপমেইল তৈরী করা হয়েছে। গ্রুপমেইল ব্যবহারে তাঁদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। গ্রুপমেইল ব্যবহারে সমস্যার ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত ই-মেইলে তথ্য পাঠানো হচ্ছে। উপজেলাওয়ারী সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের সুনির্দিষ্ট টেলিফোন নম্বর না থাকায় তা http://www.bangladesh.gov.bd/ ওয়েবসাইট হতে সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হচ্ছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে।
- **পরবর্তি করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপ :** মাঠ পর্যায়ে যোগাযোগের জন্য নুতন কোন সহজ ও দ্রুততর পদ্ধতি উদ্ভাবন না হওয়া অবধি বর্তমান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে তাঁদের জন্য তৈরীকৃত গ্রুপমেইল ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা।
- **বাস্তবায়ন এলাকা :** সমগ্র বাংলাদেশ।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখ :** ০৭/০৮/২০১৬ খ্রিঃ ।
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ :** ৩১/০৮/২০১৬ খ্রিঃ।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা :** ১৮,০০০ (আঠার হাজার) কর্মচারী।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎস :** অফিসে ব্যবহার্য স্ক্যানার, কম্পিউটার, ফ্যাক্স মেশিন, টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট ।
- **বাস্তবায়নকারী :** ভূমি সংস্কার বোর্ড।
- **জেলা :** সকল।
- **বিভাগ :** সকল।

অনলাইনে প্রশিক্ষণ কোর্সের রেজিস্ট্রেশন ও প্রশিক্ষণ কোর্সের বক্তা মূল্যায়ন

- **সমস্যা :** প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষণার্থীর নাম, ঠিকানা ও প্রকৃত সংখ্যা জানা যায় না।
- **সমস্যার মূল কারণ :** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয় হতে নোমিনেশন পাওয়ার পর প্রশিক্ষণ শুরুর দিনে প্রশিক্ষণার্থীরা উপস্থিত হয়ে রেজিস্ট্রেশন করে। ফলে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ শুরু করতে অধিক সময় ব্যয় হয়।
- **সমাধান :** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয় হতে নোমিনেশন পাওয়ার সাথে সাথে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করলে প্রকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা জানা যাবে ও সেভাবে প্রস্তুত নেয়া সম্ভব হবে।
- **ফলাফল :** বাস্তবায়িত হয়েছে।
- **চ্যালেঞ্জসমূহ :** নিজস্ব সার্ভার না থাকায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন অ্যাপসটি বিসিসি'র সার্ভারে হোস্টিং করা। ফলে নিরাপত্তাজনিত কারণে অনেক ফাইল আপলোড নিয়ন্ত্রণ রাখা (Restrain) হয়।
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা :** সফট্ওয়ার ডেভলেপমেন্ট কোম্পানীর সাথে বিবিসি'র সংশ্লিষ্ট ডেস্ক এর সঙ্গে বারংবার যোগাযোগ স্থাপন করে নির্ধারিত নিয়মে অ্যাপসটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।
- **পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপ :** অনলাইনে হ্যান্ডআউট বিতরণ : প্রশিক্ষণে মানোনয়ন।
- **বাস্তবায়ন এলাকা :** ৩/এ, নীলক্ষেত, কাটাবন ঢাল, ঢাকা।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখ :** মার্চ ০১, ২০১৬।
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ :** ডিসেম্বর ৩১, ২০১৬।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা :** প্রশিক্ষণার্থী ৬৭ জন।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎস :** ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা।
- **বাস্তবায়নকারী :** "প্রমিতি কম্পিউটার এন্ড নেটওয়ার্ক (প্রাঃ) লিঃ" এর সহায়তায় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।
- **জেলা :** ঢাকা।
- **বিভাগ :** ঢাকা।

প্রতিটি উপজেলা ভূমি অফিসে হেল্প ডেস্ক স্থাপন

- **সমস্যা :** সেবাগ্রহীতাগণ তাঁদের কাজ বা সমস্যার বিষয়ে কার সাথে কথা বলবেন সে বিষয়ে হয়রানি এবং কখনও কখনও প্রতারণার শিকার হতেন। এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ঘুরতে হতো।
- **সমস্যার মূল কারণ :** কোন হেল্প ডেস্ক বা তথ্য কেন্দ্র বা এ ধরণের ব্যবস্থা না থাকা।
- **সমাধান :** প্রতিটি উপজেলা ভূমি অফিসে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- **ফলাফল :** সেবাগ্রহীতাগণকে হেল্প ডেস্ক-এ স্বাগত জানানোর মাধ্যমে তাঁদের কাজ বা সমস্যার বিষয় শুনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সেবাগ্রহীতাগণ অহেতুক হয়রানি বা প্রতারণা থেকে রেহাই পাচ্ছেন এবং সরাসরি সংশিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে কথা বলে তাঁদের কাজ বা সমস্যা সমাধান করতে পারছেন।
- **চ্যালেঞ্জসমূহ :** পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল এবং অবকাঠামোগত সুবিধাদির অপ্রতুলতা।
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা :** বিদ্যমান জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেবাদানে আরও আন্তরিক হ'তে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। অবকাঠামোগত সুবিধাদির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিআকর্ষণ করা হয়েছে।
- **পরবর্তী করণীয়/ ভাবনা/পদক্ষেপ :** হেল্প ডেস্কের ব্যবস্থাপনা আরও উন্নতকরণ।
- **বাস্তবায়ন এলাকা :** সকল উপজেলা ভূমি অফিস।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখ :** ০১.০৭.২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ :** চলমান।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা :** সকল সেবাগ্রহীতা।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎস :** নিজস্ব ব্যবস্থাপনা।

- **বাস্তবায়নকারী :** সহকারী কমিশনার (ভূমি), (সকল) মেহেরপুর জেলা।
- **জেলা :** মেহেরপুর।
- **বিভাগ :** খুলনা।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন

- **সমস্যা :** মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি পেতে দীর্ঘসূত্রিতা এবং সময় ও অর্থের অপচয়।
- **সমস্যার মূল কারণ :** পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণের কারণে রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি সরবরাহে সময় বেশী লাগতো। এছাড়া অপ্রতুলতাহেতু চাহিদা অনুযায়ী মৌজা ম্যাপ সরবরাহ করা সম্ভব হতো না।
- **সমাধান :** রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি ও মৌজা ম্যাপ সরবরাহে ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ফলে জনসাধারণের হয়রানি কমেছে। দ্রুততার সাথে চাহিদা অনুযায়ী রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি ও মৌজা ম্যাপ সরবরাহ করা বহুলাংশে সম্ভব হচ্ছে।
- **ফলাফল :** দ্রুততার সাথে চাহিদা অনুযায়ী রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি ও মৌজা ম্যাপ সরবরাহ করা বহুলাংশে সম্ভব হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি সরবরাহের ফলে একইসাথে উপজাত হিসেবে রেকর্ডের ডাটা এন্ট্রিও সম্পন্ন হচ্ছে।
- **চ্যালেঞ্জসমূহ :** কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং নতুন পদ্ধতি গ্রহণে ভীতি ও অনীহা।
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা :** নিজস্ব কর্মচারী এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- **পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপ :** জেলা রেকর্ডরুমের সকল রেকর্ডের ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন করা।
- **বাস্তবায়ন এলাকা :** মেহেরপুর জেলা।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখ :** ০১.০৭.২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ :** ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা :** সকল সেবাগ্রহীতা।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎস :** ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- **বরাদ্দের পরিমাণ :** ১৬.২০ লক্ষ টাকা।
- **বাস্তবায়নকারী :** জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর।
- **জেলা :** মেহেরপুর।
- **বিভাগ :** খুলনা।